খাজা আহমদ আব্বাস-এর

বিখ্যাত উপন্যাস

# বোম্বাই : রাত কি বাহোঁ মে

বাংলাবুক.অর্গ

BanglaBook.org

অনুবাদ

জাফর আলম

খাজা আহমদ আব্বাস-এর বিখ্যাত উপন্যাস

# বোম্বাই ঃ রাত কি বাহোঁ মে

জাফর আলম
অনূদিত

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আহমদ পাবলিশিং হাউস

প্রকাশক | মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল | ফেব্রুয়ারী ২০০৭
মাঘ ১৪১৩

স্বত্ব | অনুবাদক

প্রচ্ছদ | অতনু তিয়াস
কমনরুম

কম্পিউটার কম্পোজ | ইয়াশা কম্পিউটার
২০ পি কে রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ | নিউ সোসাইটি প্রেস
৪৬ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য | **একশত টাকা মাত্র**

**BOMBAY : RATKIBAHOAU MEY** (A Novel by Khawja Ahmad Abbas) Translated from urdu by Zafar Alam,
*Published by Ahmed Publishing House, Dhaka-1100. First Edition : February 2007*
***Price : Tk. 100.00 Only.***

*ISBN 984-11-0601-6*

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উ/ৎ/স/র্গ

সুপ্রিয় সাংবাদিক লেখক
বিশ্বজিত সেন এমএ
কক্সবাজার

# অনুবাদকের কথা

উর্দু সাহিত্যের অন্যতম প্রগতিশীল লেখক খাজা আহমদ আব্বাস। কৃষণচন্দর, মান্টো, রাজেন্দ্র সিং, বেদী সৈয়ত চুগতাই প্রমুখ বিশিষ্ট উর্দু লেখক লেখিকাদের সমসাময়িক খাজা আহমদ আব্বাস চলচ্চিত্রের কাহিনী রচনা, পরিচালনা, প্রযোজনা এবং লেখনী দুটোই সমানে চালিয়েছেন। সাংবাদিকতাও করেছেন। তার বিস্তারিত জীবন বৃত্তান্ত গ্রন্থের প্রথমে "সাহিত্যিক সাংবাদিক চলচ্চিত্রকার খাজা আহমদ আব্বাস" শীর্ষক নিবন্ধে দেয়া হয়েছে।

তার রচনায় সমসাময়িক ভারতীয় জীবন মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবি মানুষের ইতিবৃত্ত সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। গল্প উপন্যাসে তিনি তার নিজস্ব রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

"বোম্বাই ঃ রাত কি বাহোঁ মে" খাজা আহমদ আব্বাসের একটি বিখ্যাত উপন্যাস। ১৯৬৭ সালে আব্বাস এই উপন্যাসের কাহিনী ভিত্তি করে নিজের পরিচালনায় ছবি তৈরি করেন। নয়া সংসার ছিল এই ছবির প্রযোজক।

নতুন আঙ্গিকে আমার অনূদিত খাজা আব্বাসের "বোম্বাই ঃ রাত কি বাহোঁ মে" প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন আহমদ পাবলিশিং হাউসের নির্বাহী পরিচালক সুপ্রিয় মেছবাহউদ্দীন আহমদ। এজন্য তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

**জাফর আলম**

মালঞ্চ
মীরপুর, সেকশান-৬
ঢাকা-১২১৬

# সূচিপত্র


সাহিত্যিক সাংবাদিক চলচ্চিত্রকার খাজা আহমদ আব্বাস ❑ ৯

চোখে দেখা হালচাল ❑ ১৩

তিনটি চিঠি ❑ ১৫

কবুতর ও মানুষ ❑ ১৮

মনোরম রাত ❑ ২৫

দু'জন যাত্রী ও একটি ট্যাক্সি ❑ ৩১

জীবন মরণ প্রশ্ন ❑ ৩৬

প্রেমের পেয়ালা ❑ ৫০

বোম্বাই : রাতের আলিঙ্গনে ❑ ৫৯

অন্ধকারের আলো ❑ ৬৫

আমি কে? ❑ ৭২

বাস্তব স্বপ্ন ❑ ৮০

কাঁচের দেয়াল ❑ ৮৭

রাতের আলিঙ্গনে ❑ ৯৯

নতুন আলো ❑ ১০৭

আত্মকথা থেকে ❑ ১০৯



The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

**নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।**

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

## সাহিত্যিক সাংবাদিক চলচ্চিত্রকার

# খাজা আহমদ আব্বাস

কৃষণ চন্দর, সাদত হাসান মান্টো, রাজেন্দ্র সিং প্রমুখ বিশিষ্ট উর্দু লেখকদের সমসাময়িক খাজা আব্বাস চলচ্চিত্র প্রযোজনা, পরিচালনা ও লেখনী সবগুলোই সমানে চালিয়ে গেছেন। তাঁর রচনায় সমসাময়িক ভারতীয় জীবন এবং মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবি মানুষের ইতিবৃত্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তদুপরি গল্প ও উপন্যাসে তিনি নিজস্ব রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন।

উর্দু, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫০-এর অধিক। তদুপরি ২৫-এর অধিক ছায়াছবি নির্মাণ করেছেন। ছায়াছবি নিয়ে অধিক ব্যস্ত থাকায় অনেক সময় বছরে একটি মাত্র গল্প লিখেছেন। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা ৭টি। তন্মধ্যে তিনটির কাহিনী ভিত্তিক ছায়াছবি তৈরি করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভিত্তিক তাঁর রচিত উপন্যাস 'ইনকিলাব' রুশ ও জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

খাজা আহমদ আব্বাসের জন্ম ১৯১৪ সালের ১৪ জুন মধ্য ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের পাণিপথে। ১৯৩৩ সালে আলিগড় থেকে তিনি স্নাতক ও ১৯৩৫ সালে এলএলবি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩২ সালে বোম্বে ক্রনিক্যালে সহ-সম্পাদক হিসেবে তাঁর সাংবাদিকতা জীবনের শুরু হয়। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বোম্বে ক্রনিক্যালে কাজ করেন। পরে বোম্বের সাপ্তাহিক 'ব্লিট্জ'-এ নিয়মিত 'লাস্টপেজ' নামক ফিচার লিখতে থাকেন। তাঁর প্রথম গল্প 'আবাবিল' উর্দু সাময়িকী 'জাগেয়া'তে প্রকাশিত হয়। একটি কিষাণের জীবন কাহিনী ছিল এই গল্পের মূল বিষয়বস্তু। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে মুজতবাই খাতুন (বি এ)-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিশিষ্ট উর্দু লেখিকা কুররাতুল আইন হায়দারের সংগে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। কিন্তু এ বিয়ে বেশিদিন টিকেনি।

BanglaBook.org

বোম্বের একটি সিনে মাসিকে সাক্ষাৎকারে খাজা আহমদ বলেছেন, 'শিল্পীসত্তা আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পাইনি। তা'হলে মওলানা হালীর ছেলেও কবি হতেন।' গল্প উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট। তাঁর মতে গল্পে মানুষের জীবনের একটি দিক কোন চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। কিন্তু উপন্যাসের পরিধি বিস্তৃত। উপন্যাসে মানুষ এবং মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি পটভূমি হিসাবে আঁকা হয়। তিনি বলেছেন, 'জীবনের তাগিদে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি গল্প রচনা করি। তা ছাড়া প্রেমচন্দ, শেখভ, ওহেনরী ও মোপাসাঁর গল্প আমাকে লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে।'

একজন সাহিত্যিকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে খাজা আহমদ আব্বাস বলেছেন, লেখকরা সমাজের দর্পণস্বরূপ, যেখানে সমাজের আসল রূপ প্রকাশ পায়। লেখক সাহিত্যিকরা মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে এবং যা কিছু দেখে তাই স্বীয় সৃষ্টির মাঝে পাঠকদের কাছে তুলে ধরেন। লেখক হলো সমাজ সংস্কারক। ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন কিন্তু মানুষকে সুষ্ঠু পথে পরিচালনা ও সঠিক পথের সন্ধান দানের প্রচেষ্টা চালান একজন লেখক বা সাহিত্যিক।

তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে ছোট গল্প সংকলন, জাফরানকে ফুল; Tomorrow is ours; Rice and other stories (1943); এক লাড়কী; বিশবিসদীকে লায়লা মজনু; পাউ মে ফুল; মায় কৌন হো; কাহতে হেজিসকো ইস্ক। উপন্যাসের মধ্যে ইনকিলাব; পিয়ার কি পোকার; ববি; মেরা নাম জোকার; বোম্বাই ঃ রাত কি বাঁহো মে; ডঃ কিটনিস কি অমর কাহিনী; শহর আউর স্বপ্না প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া জোবেদা, ইয়ে অমৃত হ্যায় ও চওধা গলিয়া নামে তিনটি নাটকও রচনা করেছেন। ইংরেজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের মধ্যে—

When night Falls, Face to Face with Khruchev, Out side India (1940), Return of the Red Rose, That women, In the Image of Mao উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ১৯৭৭ সালে তাঁর ইংরেজীতে লিখিত স্মৃতিচারণমূলক ৫ শত পৃষ্ঠার আত্মজীবনী 'I am not an Island' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন ঃ

'I still feel alive and involved in mankind. I still admire a beautiful face—though I can only see it when it

BanglaBook.org

comes within kissable range. I still feel enthusiastic about certain cause—freedom, socialism and peace among them I alive.'

একজন চিত্র প্রযোজকের সঙ্গে বিবাদের ফলশ্রুতিতে খাজা আহমদ আব্বাস বোম্বের চিত্রজগতে আগমন করেন। বোম্বে টকিজের কাহিনীকার হিসেবে তিনি 'নয়া সংসার' ছবির কাহিনী রচনা করেন। এই ছবি সেকালে দারুণ সাফল্য অর্জন করে। এই ছবির কাহিনী রচনার জন্য তিনি এক হাজার টাকা পারিশ্রমিক পান যা সে যুগে কেউ কল্পনা করতে পারেনি। এরপর খাজা আব্বাস ডাক্তার কিটনিস কি অমর কাহিনী, আওয়ারা, শ্রী ৪২০, মেরা নাম জোকার প্রভৃতি সফল ছবির কাহিনী রচনা করেন। 'আওয়ারা' ছবি শুধু ভারতে নয় বিদেশেও বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

১৯৪২ সালে তিনি তৈরি করেন বাংলার মন্বন্তর ভিত্তিক ছবি 'ধরতি কে লাল'। এই ছবি ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সমালোচকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। তার দ্বিতীয় বাস্তবধর্মী ছবি 'আজ আউর কাল'। দুটো ছবিই দেশ বিভাগের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য রিলিজ হতে পারেনি।

১৯৫৫ সালে খাজা আহমদ আব্বাস সর্বপ্রথম 'মুন্না' নামে একটি সংগীতবিহীন নিরীক্ষাধর্মী ছবি নির্মাণ করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু 'মুন্না' ছবি দেখে আব্বাসের দক্ষ পরিচালনার প্রশংসা করেন। বিদেশেও 'মুন্না' ছবি কয়েকটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। বিদেশী সমালোচকরা এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, ভারতীয় চিত্র জগতে খাজা আহমদ আব্বাসের স্টাইল ও টেকনিক সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ও নতুন। বস্তুত নিরীক্ষাধর্মী ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারতের চিত্রজগতে খাজা আহমদ আব্বাসই পথ প্রদর্শক।

অতঃপর খাজা আব্বাস চারদিন চার রাত, এগারো হাজার লাড়কিয়া, বোম্বাই ঃ রাত কী বাহোঁ মে, দুবুন্দ পানি, সাত হিন্দুস্তানী, শহর আওর স্বপ্না, ববি প্রভৃতি ছবির কাহিনী রচনা ও পরিচালনা করেন। 'সাত হিন্দুস্তানী' ছবিতে বর্তমানের সুপার স্টার অমিতাভ বচ্চনকে তিনিই প্রথম অভিনয়ের সুযোগ দেন। সেটাই ছিল অমিতাভের অভিনীত প্রথম ছবি।

BanglaBook.org

১৯৬৩ সালে 'শহর আওর স্বপ্না' শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে প্রেসিডেন্ট স্বর্ণপদক লাভ করে। তাছাড়া 'সাত হিন্দুস্তানী' ও 'দু'বুন্দপানি' ছবি দু'টি জাতীয় সংহতি সম্পর্কিত শ্রেষ্ট চলচ্চিত্র হিসাবে ভারতীয় জাতীয় পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করে। সাহিত্য সাধনা ও চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ১৯৬৮ সালে তাকে পদ্মশ্রী পদকে ভূষিত করা হয়।

প্রেম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হল 'ভালবাসা বা প্রেম করার জন্য ধনীর দুলালী, সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী হওয়ার প্রয়োজন নেই। গরীব কুশ্রী মেয়েও প্রেমে পড়তে পারে একজন ধনীর দুলালের। প্রেমের আবেগ ও উচ্ছ্বাস সীমাহীন। একে সীমিত গণ্ডির মাঝে আবদ্ধ রাখা যায় না।'

অনেক অনলবর্ষী লেখক অর্থের জন্য অতীতকে ভুলে গিয়ে স্বীয় নীতি ও আদর্শকে বিসর্জন দেন। কিন্তু খাজা আহমদ আব্বাস এর ব্যতিক্রম। এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

১৯৮৭ সালের ১লা জুন বোম্বের এক ক্লিনিকে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৭৪ বছর।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

# চোখে দেখা হালচাল

প্রবাদ আছে, কাদায় কমল ফুল ফুটে। কিন্তু এই কাদা ছিল বিষাক্ত। এই কাদায় চারা বা ঘাস শুকিয়ে গেছে। দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত নীল কাদামাটির বুকে কালো স্তর জমেছে।

রবারের গামবুট এই কাদার উপর দিয়ে হেঁটে আসছে। প্রতি পদে পিছনে যাবার ভয় আর পা কাদায় ডুবে যাচ্ছে। দীর্ঘকায় এক যুবক গামবুট পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। দুপুরের রোদে তার চোখ কুচকানো কিন্তু ক্যামেরার লেন্সে বোম্বের বস্তি ও বস্তিবাসীদের জীবন সে পর্যবেক্ষণ করছিল। একের পর এক দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে আসছে। "ক্লিক" একটি শব্দের পর প্রতিটি দৃশ্য ক্যামেরার লেন্সে ধরে রাখা হচ্ছে ছবির আকারে। ক্যামেরার চোখ আর একজন সাংবাদিকের চোখে সবকিছু দেখা যায়। দুঃখ, সুখ, বেদনা, অন্ধকার, উজালা, গগণচুম্বী প্রাসাদ, বস্তির দুরবস্থা, পৃথিবীর কোন দৃশ্যই তার কাছে অজানা নয়। এই চোখে দেখেছে যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি, মানুষের হাতে মানুষ হত্যার দৃশ্য। দাঙ্গায় রক্তপাতের দৃশ্য। দুর্ভিক্ষে অনাহারক্লিষ্ট কঙ্কালসার মানুষ, মায়ের শুষ্ক স্তনে জড়িয়ে থাকা শিশু, বোম্বের গরীব বস্তির কুঁড়ে ঘরে বসবাসকারী বস্তিবাসী কোনটাই অমর কুমারের কাছে অজানা নয়। কেননা সে একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক।

তারপরও কেন জানিনা, তার মনে হয়েছে, এই নোংরা পরিবেশ, কাদা মাটির সাথে কুঁড়েঘরে বসবাসকারী বস্তিবাসীদের জীবনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। হয়তো, এইসব কাদা শুধু নোংরা ও দুর্গন্ধময় নয় বরং অত্যন্ত পিচ্ছিল আর গভীর। অমর কুমার কাদায় আটকে যাওয়া পা তুলে নিয়ে ভাবছিল। এই কাদা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতীক। এখানে লোকের পা পিছলে যায় আর কাঁদায় পা আটকে পড়ে থাকে। কাদার গভীর কুয়োগুলো আজদাহার ন্যায় মানুষকে গ্রাস করে। এই কাদার গর্তগুলোতে চলা গামবুট দিয়েও নিরাপদ নয়। অতএব, অমরকুমার ভাবল এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়াই নিরাপদ। কর্দমাক্ত এলাকা থেকে বেরিয়ে অমরকুমার বস্তির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একবার চোখ বুলায়। কাদায় নোংরা মিলের চারিদিকে বস্তির কুঁড়ে ঘর। হঠাৎ একটি কুঁড়ে ঘর থেকে রেডিওর গান

BanglaBook.org

ভেসে আসছে। গানের সুর যেন তার অতি পরিচিত, "সারে জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা।" কবি ইকবাল তাঁর স্বপ্নের হিন্দুস্তানে এই বস্তিগুলো হিসেবে ধরেননি।

ঝুপড়ির সামনে মহিলা ও বালিকার দল বসে উকুন দেখছে। শিশু-কিশোরদের একদল জমায়েত হয়েছে, ওরা তরুণ দীর্ঘকায় সাংবাদিককে দেখছিল, যিনি বস্তির ছবি তুলছিলেন। বস্তির বাচ্চাদের চোখেমুখে জিজ্ঞাসার ছাপ ফুটে উঠেছে, বস্তিতে এমন কি সুন্দর বস্তু আছে যার ছবি তোলা দরকার? চারজন লোক তার সামনে এসে হাজির আর অমর কুমারকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছিল। অমরকুমারও তাদের দিকে তাকিয়েছিল।

অমরকুমার দেখলো, চারজন লোকই বয়স্ক, তাদের চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ সুস্পষ্ট। একজনের দাঁড়ি আছে, দ্বিতীয় জনের গোফ আর তৃতীয় ব্যক্তির চোখ কোটরাগত, চতুর্থ ব্যক্তির কোমর বাঁকা। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময়, একজন তাদের বস্তির ব্যাপারে উৎসাহ দেখাচ্ছে। তাছাড়া হতাশাও ছিল, অনেকে তাদের বস্তিতে এসে ওয়াদা করেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত পূরণ করেনি।

লোকগুলো দেখলো, তাদের সামনে একজন গামবুট পরিহিত লম্বা লোক ক্যামেরা গলায় দাঁড়িয়ে আছে। লোকগুলো জীবনে অনেক দুঃখ-দুর্দশা দেখেছে, কিন্তু এর কারণ জানতে পারেনি। সাংবাদিকদের গলায় ঝুলন্ত ক্যামেরা যেন তার তৃতীয় আর একটি চোখ।

চতুর্থ ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করে, "সাহেব এই বস্তিতে কি অবস্থায় আছি?"

যুবকটি উত্তর দেয়, "হ্যাঁ ভাই, আমি দেখেছি, আর আমার ক্যামেরার চোখেও দেখেছে। কিন্তু এই বস্তির মালিক কে?"

"সোনা দাস ডালিরিয়া।"

অমর কুমারের কল্পনায় যেন বিপদ সংকেত শুনতে পায়। ডালিরিয়া, শেঠ ডালিরিয়া। লোকে বলে, ডালিরিয়ার সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। ডালিরিয়া ইন্ডাষ্ট্রিজ, ডালিরিয়া মিল, ডালিরিয়া ফ্যাক্টরী, ব্যাংক, বিল্ডিং, ধর্মশালা, মন্দির, সমগ্র হিন্দুস্তান তথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। ডালিরিয়ার সাথে টক্কর দেয়া আর লোহার ছোলা খাওয়া একই কথা। চতুর্থ ব্যক্তি অমর কুমারকে চিন্তিত দেখে বলল, কোটিপতি কিনা? তার বিরুদ্ধে আমাদের ফরিয়াদ কে শুনবে? অমরকুমার চমকে উঠে, তারপর তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, যেন যুদ্ধ ঘোষণা করছে, "আমিই শুনাব তোমাদের কাহিনী।"

BanglaBook.org

# তিনটি চিঠি

প্রতিদিন যখন "আজাদ কলম" (স্বাধীন কলম) দৈনিকের মেশিন চালু হয়, তখন অমর কুমারের মনে হয়, সেটা প্রেসের মেশিন নয় বরং বিপ্লবী সেনাদলের কামান। আর প্রেসের গড় গড় শব্দ কামানের গর্জন আর ঘোড়ার পায়ের শব্দ। এই ক্ষণটুকু তার কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কেননা, "যা কিছু সে দেখেছে, লিখেছে, প্রেসে ছেপে লক্ষ লক্ষ পাঠকের কাছে গিয়ে পৌঁছবে। তাঁর মনের আবেগ অনুভূতির আওয়াজ সারা বিশ্বে শোনা যাবে।" যেদিন অমর কুমারের "ফিচার নিবন্ধ" পত্রিকায় ছাপা হবে, সেদিন সে নিজে প্রেসে ছাপা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে।

প্রেসে পত্রিকা ছাপা হয়ে বের হতেই প্রথম কপিটা সে হাতে তুলে নেয়। সাত বছর যাবত সে সাংবাদিকতা করছে, কিন্তু আজও নিজের নাম পত্রিকার পাতায় ছাপার অক্ষরে দেখলে আবেগ প্রবণ হয়ে উঠে আর এক অনাবিল আনন্দ অনুভব করে। বিশেষতঃ যেদিন পত্রিকার প্রথম পাতায় তাঁর ফিচার থাকে সেদিন তার অনুভূতি বর্ণনাতীত।

আজ "শেঠ ডালিরিয়ার ভাণ্ড ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে" লাল ব্যানার হেডিং-এ প্রথম পৃষ্ঠায় ফিচারটি ছাপা হয়েছে। সচিত্র ফিচারে ডালিরিয়ার গরীব প্রীতি, বস্তিও বস্তির ছবি রয়েছে। এসব ছবি অমর কুমারের নিজেরই ক্যামেরায় তোলা।

প্রেসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অমরকুমার নিজের লেখা ফিচার নিবন্ধটি পড়ে ভাবছিল, "জানিনা, এই নিবন্ধ পড়ে শেঠ ডালিরিয়ার মাঝে কি প্রতিক্রিয়া হবে। আমার প্রতিবাদী কণ্ঠ স্তব্ধ করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেবে?" অমর কুমার ভালভাবেই জানে, শেঠ ডালিরিয়ার বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে একজন সাংবাদিক এখনও জেল খাটছে। অপর একজন সাংবাদিককে মানহানির অভিযোগে দুই লাখ টাকার জরিমানা আদায় করতে গিয়ে, তার প্রেস পর্যন্ত নীলামে বিক্রি করতে হয়। উক্ত সাংবাদিকের পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। এখন পর্যন্ত সে পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধে

BanglaBook.org

হিমসিম খাচ্ছে। লোকের মুখে জানা যায় শেঠ ডালিরিয়া ইনকামট্যাক্স বিভাগের লোকজনের কাছে ডালিরিয়া ইন্ডাষ্ট্রিজ-এর আয়-ব্যয় ফাঁস করার জন্য কোম্পানীর ক্যাশিয়ারকে হত্যা করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। অমরকুমার জানেনা শেঠ ডালিরিয়া তার উপর কিভাবে প্রতিশোধ নেবে। অমরকুমার এ ব্যাপারে কোন চিন্তাই করেনি।

দৈনিক "আজাদ কলম" অফিসের সাংবাদিকরা দারুণ ব্যস্ত। টাইপ মেশিনের খট্‌খট্, টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দ, সাবএডিটর আর রিপোর্টাররা কলিং বেল টিপে বেয়ারারকে হাকছে।

পিয়ন অমরকুমারের টেবিলে একগাদা চিঠিপত্র এনে হাজির। অমরকুমার বলল, "আরে কি ব্যাপার, ছায়াছবির নায়কের চিঠিপত্র নাকি?"

পিয়ন জবাব দেয়, আপনারই চিঠিপত্র। আপনি ফিল্ম ষ্টারের চেয়ে কম কিসে? পিয়ন টাইপিষ্ট রহমানের টেবিল থেকে চায়ের কাপগুলো নিয়ে চলে যায়।

অমরকুমার তখন টাইপ মেশিনে রিপোর্ট টাইপ করছিল। ভাবল, প্রথমে রিপোর্টের লেখার কাজ শেষ করবে। কিন্তু ভাবে, চিঠিপত্রে জরুরী এমন চিঠিও থাকতে পারে, যেখানে শেঠ ডালিরিয়ার গোপন তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে। তাছাড়া চিঠি একজন সাংবাদিকের জন্য কম জরুরী নয়।

সিগারেট ছুড়ে ফেলে প্রথম চিঠি খুলে তার মনে হল যেন পত্রিকার সম্পাদকীয় পড়ছে। চিঠিতে লিখেছে, "শ্রী অমর কুমার, আপনি শুধু শেঠ ডালিরিয়ার নয় বরং সমাজের চেহারা থেকে নেকাব উন্মুক্ত করেছেন।"

চিঠিটা একপাশে রেখে দ্বিতীয় চিঠিটা পড়তে গিয়ে মুচকি হাসে। জনৈক মহিলা লিখেছে, "মাইডিয়ার অমরকুমার, সাবাস, কি মারাত্মাক রিপোর্ট লিখেছেন। মন চায়, আপনার কলমে চুমো খাই। আপনি কি দয়া করে আপনার ফটো ।' এসব চিঠি অযথা সময় নষ্ট করে। এ ধরনের চিঠি তার কাছে প্রচুর আসে। মেয়েরা প্রেম নিবেদন করে তার কাছে চিঠি লিখতে আগ্রহী। অনেকে পত্রে দেখা করার প্রস্তাব করে থাকে। তারা জানেনা, অমর কুমার একটি মাত্র মহিলাকে ভালবাসে, সে হল তার স্ত্রী আশা।

তৃতীয় পত্রে লিখেছে, "শ্রী অমর কুমার সাহেব, আপনার লেখা আমি অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে পড়ি। আপনার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে চাই। দয়া করে আপনি একবার দিল্লী এলে খুশী হব।" ইতি আপনারই সোনা দাস ডালিরিয়া।

BanglaBook.org

সে ভাবছিল, সত্যিই কি সোনা দাস ডালিরিয়া তাকে চিঠি লিখেছে, নাকি কেউ প্রতারণা করার লক্ষ্যে তাকে এই পত্র দিয়েছে। তখন পত্রিকার সম্পাদক রামরতন আজাদ সেখানে এসে উপস্থিত। চোখে চমশা, মুখে পাইপ। বিগত ত্রিশ বছর যাবত এই পত্রিকার সম্পাদক। কয়েকবার জেলও খেটেছে। কয়েকবার জরিমানা আদায় করেছে। গুণ্ডাদের হাতে দু'বার মারও খেয়েছে। কিন্তু তিনি ভয় পাননা। সাংবাদিকের জীবনে এসব দুর্ঘটনাকে তিনি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করেন। বয়স ৫৫ বছর, অথচ এখনও বিয়ে করেননি। আর ভবিষ্যতেও বিয়ে করার ইচ্ছা নেই। লোকেরা বলে, রামরতন পত্রিকাকে বিয়ে করেছে। তার লেখনীকে সবাই ভয় পায়। অফিসে তিনি সবার আগে হাজির হন আর সকলের শেষে যান। চেয়ারে বসে ক্লান্ত হয়ে পড়লে, পাইপ টানতে টানতে কর্মচারী ও সাংবাদিকদের খোঁজ খবর নিতেন।

অমরের চেহারা দেখেই সম্পাদক বুঝে নিয়েছিল তার হাতের চিঠি কোন মামুলী চিঠি নয়। তার কৌশল ছিল। প্রশ্ন করে নয় বরং হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে মোদ্দা কথা বের করে নেয়া।

অমরকে জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার এত চিন্তিত কেন?

অমর বলল, "শেঠ ডালিরিয়া আমাকে দিল্লী ডেকেছেন। শেঠজী মনে করেছেন, আমাকে চিঠি লিখলেই আমি ছুটে দিল্লী চলে যাব আর গুণ্ডা লেলিয়ে আমাকে পিটুনী দেবেন।" এরপর সে চিঠিটা সম্পাদকের হাতে তুলে দেয়।

চিঠি পড়ে আজাদ হেসে বললেন। "ঘাবড়াচ্ছো কেন?" আবার চিঠিটা তার কাছে ফেরত দিয়ে দেয়।

"না আজাদ সাহেব। আপনি তো ভালভাবেই জানেন, আমি শয়তানকেও ভয় করিনা।" অমর কুমারের উত্তর।

"তাহলে আজই দিল্লী যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নাও।" সম্পাদক সাহেব সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। নির্ভীক সাংবাদিক আজাদ সাহেবের স্বাধীনচেতা মনোভাবের জন্য সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। আরও বললেন, "শত্রুদেরও মতামত শুনতে হয়।" তারপর দূরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "শেঠ ডালিরিয়া তো মামুলী শত্রু নয়।"

BanglaBook.org

# কবুতর ও মানুষ

মাংসল হাত, হাতের আঙ্গুলগুলো মোটা ও ছোট। আর হাতে দু'টি আংটি। আংটির উপর হীরের পাথর চমক দিচ্ছে। হাত নিতেও পারে, দিতেও পারে। হাত সুদ নিতে জানে আবার ভিক্ষাও চাইতে পারে।

হীরের আংটি পরিহিত হাত একটি কাঁচের বাটিতে রাখা শস্যের বীজের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। এক মুঠো গম দোতলার জানালা দিয়ে নিচে ফেলে দেয়। গম রাস্তায় পড়তে না পড়তেই অপেক্ষমান কবুতরের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে আর ঠোঁটে টুক টুক গম খেতে শুরু করে।

মাংসল হাত, হাতের আঙ্গুলে দু'টি আংটি। আংটির উপর হীরের পাথর ঝলমল করছে। হাত নিতেও জানে, দিতেও জানে। সুদ নিতে পারে এবং ভিক্ষাও দিতে জানে। হীরের আংটি পরিহিত হাত পয়সা ভর্তি বাটি থেকে এক মুঠো পয়সা নিয়ে জানালা দিয়ে দোতলা থেকে নিচে ছুড়ে মারে। নিচে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরাকারী ডজনখানেক নগ্ন ও অর্ধনগ্ন ভিখারী কিশোরের দল পয়সা কুড়ানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে আর একে অন্য থেকে পয়সা কেড়ে নেয়ার জন্য হাতাহাতিতে লিপ্ত হয়।

প্রতিদিন ভোরে শেঠ ডালিরিয়ার ছিল এটাই অভ্যাস। ঘুম থেকে উঠে পূজা পার্বন সেরে শেঠ পূজায় বসতেন। ডজনখানিক পুরি, চার প্রকার তরকারী আর আধসের রাবড়ি। নাস্তার পর দু মুঠো দান খয়রাত করতেন। এরপর তার মন শান্তি পেত। এবার তিনি সমগ্র ধ্যান ধারণা ব্যবসায়িক কাজে নিয়োজিত করতেন।

দান করার পর শেঠজী ঢেকুর নিতে নিতে নিজ গদিতে এসে বসেন। গদির চারিদিকে ছয়টি টেলিফোন বসানো। এই টেলিফোন থেকে তিনি সারা বিশ্বের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। দেয়ালে দেবদেবীর নক্সা আঁকা ও ছবি টাংগানো। চেম্বার অব কমার্সের গ্রুপ ফটো। তাছাড়া পুরনো আমলের তিনটি দেয়াল ঘড়িও দেয়ালে শোভা পাচ্ছে। ঘড়ির সময় এক একটির এক এক রকম। উল্টোদিকে

BanglaBook.org

দেয়ালে পৃথিবীর ম্যাপ টাংগানো। সেখানে পৃথিবীর যে যে দেশে ডালিরিয়া গ্রুপের শাখা আছে, তা চিহ্নিত করা আছে। ডালিরিয়া শেঠজী যেখানে বসেন, তিনদিকে হেলান দেয়ার জন্য গদি দেয়া আছে। সামনে একটি লম্বা চৌকির উপর একটি গ্লোব বসানো। পাশে গোমাতার ছোট্ট মূর্ত্তি। মাঝখানে একটি বাটিতে ভাংতি পয়সা ভর্তি। পাঁচ পয়সা,. দশ পয়সা, তিন পয়সার মুদ্রা। এই পয়সা দান করার জন্য নয় বরং বিদেশের সাথে টেলিফোনে কথা বলার সময় তিনি এই মুদ্রা নিয়ে হাতে খেলা করতে অভ্যস্ত। মুঠো ভর্তি মুদ্রা নিয়ে আস্তে আস্তে নিচে ফেলেন বিড় বিড় করে গুনতেও থাকেন। যেন মালা জপছে অথবা তসবীহ গুনছে।

শেঠজী গদিতে বসেছিলেন পিএ-এর টেলিফোন বেজে উঠে। টেলিফোন তুলতেই তার চোখে মুখে খুশীর রেশ ভেসে উঠে। পিএ-কে বললেন, "পাঠিয়ে দাও। বাইরের টেলিফোন আসলে তুমিই কথা বলে নেবে, আমাকে ডিসটার্ভ করবেনা।" টেলিফোন রেখে দিয়ে কলিং বেল টিপলেন। কলিং বেলের তারের নিচে "আজাদ কলম' পত্রিকার ইংরেজী, হিন্দী ও উর্দু সংস্করণ পড়েছিল।

হলের দরজা খুলে সাংবাদিক অমর কুমার ভেতরে প্রবেশ করলেন। পরনে একমাত্র নীল স্যুট এবং কাঁধে ওয়াটার গ্রুপ। অমর কুমার একনজরে হল ঘরের আকৃতি দেখে নিলেন।

ছাদে ঝুলছে ঝাড় বাতি আর ছিমছাম সাজানো। দেয়ালে তাকে শ্বেত পাথরের মূর্তি সাজানো আছে। এক পাশে সাজানো গদি। দু'টি নিচু চৌকিতে ছয়টি টেলিফোন রাখা আছে। শেঠজীর সামনে কারুকার্য করা একটি খালি চেয়ার ছিল। অমর কুমার চেয়ারে বসতে গিয়ে দেখলো, সামনে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক সিল্কের পাঞ্জাবী ধূতি পরে বসে আছে। গলায় তার স্বর্ণের চেইন। তারদিকে মিটমিট করে তাকিয়ে আছে। মোটা গোঁফ ঠোঁটের উপর, তাকে দেখে মুচকি হাসছিল।

শেঠ ডালিরিয়া তাকিয়ে দেখলো, অমর কুমারের কালো জুতার ভেতরে মোজা ছেড়া, স্যুট ৪ বছরের আগের ফ্যাশন। পেন্ট উপরে উঠে গেছে। গলায় পরিহিত টাই সস্তা দামের। শেঠ ডালিরিয়া ভাবলো, এই যুবককে কাবু করা তেমন কঠিন কাজ নয়। অমর কুমারকে উদ্দেশ্য করে বলল, বসুন অমরকুমারজী।

"ধন্যবাদ" বলে অমর কুমার ওয়াটার গ্রুপ চেয়ারের পেছনে রেখে চেয়ারে বসল। আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শেঠজীকে দেখতে থাকল। শেঠজীর মুচকি হাসিতে

BanglaBook.org

অমর কুমারের রাগ ধরছিল। শেঠজী বাটিতে রাখা মুদ্রা নিয়ে খেলা করছিল। অমরকুমার ভাবছিল, শেঠ কথা বলছেনা কেন? শেঠ অমরকুমারকে এমনভাবে দেখছিল শিকারের উপর হামলার আগে বাঘ যেমন দূরত্ব অনুমান করে।

অবশেষে অমরকুমারই মুখ খুললো, শেঠ সাহেব, আপনি চিঠিতে লিখেছেন, আপনার বিরুদ্ধে আমি যে রিপোর্ট লিখেছি সে সম্পর্কে কথা বলবেন।

কাঁচের পেয়ালায় মুদ্রা গণনা বন্ধ হয়ে যায় আর শেঠ অত্যন্ত নরম সুরে বলল, তুমি আমার বিরুদ্ধে কিছুই লিখনি। বরং জনস্বার্থে ও সত্যের খাতিরে লিখেছ।

অমরকুমারের ধারণা ছিল শেঠ তাকে ধমক দেবে, গুণ্ডা লেলিয়ে দেবে। কিন্তু তার মিষ্টি কথায় সে সন্তুষ্ট নয় বরং বিব্রত হয়। হয়তো শেঠজী ভাবছে, তার মিষ্টি কথায় আমি ভুলে যাব। হয়তো বা, আমাকে উপহাস করছে।

"আপনি কি আমাকে উপহাস করার জন্য এখানে ডেকেছেন?" কর্কস ভাষায় অমর বলল। "তাইতো আমি আসতে চাইনি। সম্পাদক সাহেব আমাকে জোর করে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শত্রুর বক্তব্যও শুনতে হয়।"

"তোমার সম্পাদক সাহেব ঠিকই বলেছেন।" শেঠ ডালিরিয়া কথায় মিষ্টি সুর মিশ্রিত। "আমি তোমার শত্রু নই। তোমার বন্ধু; তাই তোমার সাথে দেখা করতে চেয়েছি।"

অমর কুমার পকেট থেকে নোট বই আর কলম বের করে বলল, "বলুন, কি বলবেন। আমি আপনার সাক্ষাৎকার পর্যন্ত পত্রিকায় ছাপতে প্রস্তুত।"

"না-না-না।" শেঠজী হাত নেড়ে অস্বীকার করে। তার নরম কথোপকথনে কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আমার যা কিছু বলার পত্রিকায় ছাপার জন্য নয়, শুধু তো তোমার শোনার জন্য।

শেঠজী গদিতে হেলান দিয়ে বলল, "অমরকুমারজী, তুমি একজন মামুলী সাংবাদিক নও। তোমার কলমের জোর দারুণ। তোমার লেখনী লোকজন কৌতুহল ভরে পড়ে থাকে। প্রতিটি অক্ষর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। আমিও তোমার গুণগ্রাহী পাঠকদের একজন।"

অমর কুমার ধাঁধায় পড়ে যায়। সে ভাবে, সত্যিই কি শেঠজী কোটিপতি পুঁজিপতি। তার মতো সোসালিষ্ট সাংবাদিকের লেখায় প্রভাবান্বিত হয়েছে, নাকি

BanglaBook.org

তার সাথে ইয়ার্কি করছে। সে বিস্ময়ের সাথে বলল, "সত্যিই আপনি আমার লেখা পড়েন?"

শেঠ ডালিরিয়া বলল, "কেন পড়বনা। তুমি যা যা লিখ, তাতে দারুণ সত্য নিহিত আছে।"

"আমি লিখেছি, বোম্বের বস্তিগুলোতে অন্ধকার ঝুপড়িতে গরীব ভাড়াটিয়ারা থাকে। সেখানে যেতে একটি পুতিময় কর্দমাক্ত রাস্তা পাড়ি দিতে হয়।" সে উচ্চস্বরে আরও বলল, "আমি আরও লিখেছি আপনার মিল কারখানায় শ্রমিকরা এত কম বেতন পায় যে, সেই মিল কারখানা বন্ধ করে দেয়া উচিত।" তার কথায় শ্রমিকদের মনের কথায়ই যেন প্রতিধ্বনিত হল যাদের ঘামে শেঠ ডালিরিয়ার ধন-সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠেছে। অমর কুমার বলতে থাকে, "আমি আরও লিখেছি, আপনি ত্রিশটি কোম্পানীর মালিক। প্রতিবছর এতে ঘাটতি দেখানো হয় অথচ আপনি কোটি কোটি টাকা পকেটে ভরেন। আপনি একথা কি অস্বীকার করতে পারেন?"

অমর কুমারের প্রশ্নের মাঝে যেন একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু শেঠ ডালিরিয়ার মাঝে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলনা। তার মাঝে কোন উত্তেজনা নেই। বরং শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, "তুমি যখন লিখেছ, তবে সত্যই হবে।"

অমর কুমারের বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। কিভাবে শেঠ সাহেব তার সাথে একমত পোষণ করতে পারে।

শেঠজী তার বক্তব্যদান অব্যাহত রেখে বলল, তাহলে সেই পুতিঃময় বস্তিগুলো ভেঙ্গে দিই আর সেখানে আকাশচুম্বী ফ্ল্যাট বাড়ী দালান তৈরি করি। আর এক একটি ফ্ল্যাট লাখ টাকায় বিক্রি করতে পারব। আমার কাপড়ের মিলে এত কাপড় তৈরি হয়েছে যে, কয়েক বছর বসে বসে বিক্রি করতে পারত। এখন ভাবছি, শ্রমিকদের স্বল্প মজুরী দেয়ার পরিবর্তে মিলগুলো বন্ধ করে দেব।

এখন অমর কুমার কিছুটা বুঝতে পারে, শেঠ ডালিরিয়া হঠাৎ শ্রমিক ও গরীব প্রেমিক হলো কিভাবে। তবুও তার বক্তব্য তাঁর কাছে সুস্পষ্ট নয়। তাই আবার প্রশ্ন করে "আপনি কি করতে চান?"

"আমি শুধু বলতে চাই, এই অবিচার শুধু মিল কারখানার শ্রমিকদের সাথে নয় বরং তোমার মতো যোগ্য সাংবাদিকের সাথেও অবিচার করা হচ্ছে।"

BanglaBook.org

শেঠজীর এই কথা অবশ্য অমর কুমার অস্বীকার করতে পারেনা। কেননা, অন্যান্য পেশার তুলনায় সাংবাদিকদের বেতনই বা কত? মনে হয় শেঠজী শুধু তার বেতন নয় বরং তার আয় ব্যয়ের হিসাবেরও খবর রাখেন।

সামনের বাক্স থেকে একটি কাগজ বের করে দেখছিল শেঠজী। তারপর বলতে থাকে, "এতো ভাল সাংবাদিকের বেতন মাত্র ৫ শত টাকা, তাও আবার ইনকামট্যাক্স, প্রভিডেন্ট ফান্ড ৫০ টাকা কেটে নেয়। আড়াই'শ টাকা ফ্ল্যাট ভাড়া তাও চার মাসের বাকী। তিন মাস যাবত দুধওয়ালার পাওনা শোধ করা হয়নি। তিন'শ চল্লিশ টাকা মুদির দোকানে পাওনা।"

এবার অমর কুমার সহ্য করতে পারেনি, উঠে দাঁড়ায়, "আপনি এতসব খবর কি করে জানেন? ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে গোয়েন্দাগিরিও করেন নাকি?"

শেঠ সাহেব মোলায়েম সুরে বললেন, অমরকুমারজী, আরাম করে বসুন। অমর চেয়ারে আসন গ্রহণ করলে বললেন, সকলের ব্যাপারে তুমি যেমন খোঁজ খবর রাখ, আমিও রাখি। এমন খবর কমই আছে যা আমার অজানা।

অমর কুমার চ্যালেঞ্জের সুরে বলল, আপনি আমাকে চিনেন না। উত্তর এল, "তোমাকে ভালভাবেই জানি। সাত বছর থেকে সাংবাদিকতা করছ। অত্যন্ত তরুণ ও বিপ্লবী চিন্তাধারার অধিকারী। তাই মালিক পক্ষ তোমার মাধ্যমে বিশেষ সুবিধা আদায় করছে। কিন্তু এত কম বেতনে কি স্ত্রী পুত্র পরিজনকে সুখ দিতে পার? তাইতো স্ত্রী তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে।"

অমর কুমার চিৎকার করে উঠে, "এটা ডাহা মিথ্যা কথা। কয়েক দিনের জন্য বাপের বাড়িতে গেছে।"

শেঠ ডালিরিয়া আবার হাতের কাগজের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, তিনমাস কয়েকদিন, মাত্র কয়দিন হতে পারেনা অমরকুমারজী। কিন্তু মিসেস অমরের প্রতি আমার যথেষ্ট সহানুভূতি হয়েছে। জীবনে শুধুমাত্র শুকনো রুটি আর ডাল খেয়ে কাটানো যায় না। জীবনে আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন রয়েছে।"

অমর কুমার জানতে চায়, "আর কি প্রয়োজন?"

শেঠজী বাটি থেকে একমুঠো মুদ্রা নিয়ে টেবিলে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, "এটার প্রয়োজন।"

BanglaBook.org

একটি মুদ্রার দিকে ইংগিত করে বললেন, এটা হ'ল পাউন্ড, ডলার, মার্ক, ফ্রাংক, রুবল, রুপিয়া, টাকা ইত্যাদি, সবই গোল। সব মুদ্রাই ঘুরে। পৃথিবী এই মুদ্রার পেছনেই ঘুরছে।

এখন বিষয়টি তার পরিষ্কার হয়ে উঠে। শেঠজী টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করতে চান, তার লেখনী স্তব্ধ করতে চায়। অমর আশা করেনি, এমনি স্থূলভাবে তাকে ঘুষ দেয়ার চেষ্টা চালানো হবে। বলল, আপনি কি আমাকে এই মুদ্রার বিনিময়ে কিনতে চান?

"রাম রাম" শেঠজী বললেন, "তুমিও দেখি মেজাজী লোক। কে তোমাকে কেনা বেচার কথা বলেছে। আমি তোমাকে জনসংযোগ অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করেছি। বেতন আড়াই হাজার টাকা। ইনকামট্যাক্স আমিই দেব। ফ্রি ফার্নিসড বাসা।"

অমরকুমার শেঠ সাহেবের দিকে তাকায়।

শেঠজী অমর কুমারের দিকে তাকিয়েছিল। অমর কুমার উঠে দাঁড়ায়, আর শেঠজীর দিকে এগিয়ে যায়। শেঠজী মুচকি হেসে হাত বাড়িয়ে বলল, "তাহলে সব ঠিক আছে।" শেঠ ডালিরিয়ার হাত শূন্যে তোলা অবস্থায় থেকে যায়। তার সামনে দাঁড়িয়ে অমরকুমার উত্তর দেয়, "না, ডালিরিয়াজী, পৃথিবীতে আপনাদের ডলার পাউন্ডের চেয়ে শক্তিশালী বস্তু রয়েছে।"

অত্যন্ত নির্মলচিত্তে ডালিরিয়া বললেন, "অমর কুমারজী সেটা কি?"

অমর কুমার অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে নিজের কলমটি শেঠজীর সামনে রেখে বলল, "সেটা হ'ল আমার কলম। আপনি কি এর মূল্য নির্ধারণ করতে পারেন?"

এবার শেঠজী হেসে বললেন, "এটা আমার কারখানায় তৈরি কলম। এর দাম ষোল টাকা পঞ্চাশ পয়সা।"

অমরকুমার এর কি জবাব দেবে?

শেঠজী আবার বললেন, "অমর কুমারজী, হয়তো তুমি আজ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছোনা। একদিন ভেবে দেখো। তোমাকে আরও সময় দিতে আমি প্রস্তুত।"

BanglaBook.org

অমর কুমার দেয়ালে টাংগানো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি আমাকে কি সময় দেবেন? দেখুন, আপনার সময়ই শেষ হয়ে গেছে। আপনার দেয়ালের সবগুলো ঘড়িই বন্ধ।"

শেঠজী নিরুত্তর। সত্যিই তো তিনটি দেয়াল ঘড়িই বন্ধ ছিল। নিস্তব্ধ ঘড়িগুলোর কাঁটা এক এক রকম সময়ে গিয়ে আটকে আছে।

অমরকুমার হল ঘর থেকে বেরুবার জন্য দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। পেছন থেকে শেঠ ডালিরিয়ার ডাকে তাকে থামতে হয়। শেঠজী বললেন, "অমরকুমার আমি, কাল পর্যন্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করবো। তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে নিতে পার।"

অমর কুমার শেঠজীর কথা শুনেছে, কিন্তু কোন জবাব দেয়নি বা সম্মতি জানায়নি।

শেঠ ডালিরিয়া ভাবছিলেন, সেতো প্রত্যাখ্যানও করেনি তার প্রস্তাব।

এবার শেঠজীর রাগ ফেঁপে ফুলে উঠে। এতক্ষণ নকল আবরণে তা ঢাকা ছিল। দাঁত কড়মড় করতে করতে বলল, "অমরকুমারজী, এখনও আমার সময় ফুরিয়ে যায়নি।" এবার একটি তীর হাতে তুলে নিয়ে বিশ্বের ম্যাপের যেখানে বোম্বাই শহর আঁকা সেখানে বিদ্ধ করে শেঠজী।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

# মনোরম রাত

এয়ার হোষ্টেস ছিল হিন্দুস্তানী। সে শুধু ইংরেজী ইংরেজদের মতো বলেনা, হিন্দুস্তানী বুলিও ইংরেজদের মতো উচ্চারণ করে। "আমাদের বিমান দিল্লী থেকে বোম্বে পর্যন্ত বার'শ কিলোমিটারের দূরত্ব এক ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিটে অতিক্রম করবে। যাত্রীদের অনুরোধ জানানো যাচ্ছে, তারা যেন নিজ নিজ সিটবেল্ট বেঁধে নেন এবং ধূমপান থেকে বিরত থাকেন।"

সেদিনই বিমানে যাত্রী ভর্তি ছিল। যাত্রীদের মধ্যে অমরকুমারও ছিলো। কি এক ভাবনার সে হারিয়ে যায়। শেঠ ডালিরিয়ার সাথে তার সাক্ষাৎকারের ঘটনা চোখের উপর ভাসছিল। এতবড় একটা চাকরীর প্রস্তাব প্রত্যাখান করা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। আজাদ সাহেবের জন্য, তার আদর্শের জন্য সবকিছু বলিদান করা ঠিক হবে কি? আগে পিছে কেউ নেই। কিন্তু যার স্ত্রী বড় লোকের মেয়ে, ধারকর্জে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বাপের বাড়িতে চলে গেছে..... তার কর্ত্তব্য কি হওয়া উচিত? তার আদর্শ কি? সারা পথ বসে বসে বিমানে অমরকুমার এই ভাবনাই ভাবছিল। পাশের সিটের যাত্রী অঢ়ের বয়সের ভদ্রলোক এর সামনে এয়ার হোষ্টেস টফি নিয়ে এলে, চকলেটের বদলে সে দুই বাণ্ডিল তুলো তুলে নেয়, তারপর কানে তুলো পুরে দিয়ে বুড়ো বলল, "মিস আমার হৃদয় কই?"

এয়ার হোষ্টেস বিজ্ঞাসা করল, "আপনার হৃদয়ের কি হয়েছে?"

বুড়ো শিশুর ন্যায় উত্তর দিল "ভয়ে বুক ছটফট করে। এই বিমানে কোন বিপদ নেই তো।"

এয়ার হোষ্টেস তাকে আশ্বাস দেয়, ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই। সব ঠিক আছে। কিন্তু বুড়ো আশ্বস্থ হতে পারেনি।

অমর কুমার জিজ্ঞাসা করে, "আপনি কি প্রথম বিমানে চড়ছেন? আগে কি কখনও বোম্বে গিয়েছেন?"

BanglaBook.org

বুড়ো মাথা নেড়ে বলল, “না” টাকমাথা সাদা চুলধারী বুড়ো দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল।

“সারা জীবন স্বপ্ন দেখেছি, একবার মৃত্যুর পূর্বে বোম্বে যাব। আবার এখন যাওয়ার সময় আমার ভয় লাগছে।”

অমর তাকে ভরসা দিয়ে বলল, ভয় পাবেন না। ভয়ের কোন কারণ নেই। বোম্বাই আপনার ভালই লাগবে।

“অনেক বড় শহর তাই না?”

“অনেক বড়।”

“শুনেছি সুন্দর শহর। “যেন বুড়ো” বোম্বের মনোরম দৃশ্য এখান থেকে অবলোকন করছে।

“খুবই সুন্দর।” অমরকুমার উত্তর দেয়। তার স্মৃতিপটে ট্রেনে প্রথম বোম্বে আসার কথা মনে পড়ে। “সাত বছর আগে আমি একবার বোম্বে এসেছিলাম। এখন সব সময় সেখানেই থাকি। আপনার ইচ্ছা কি?”

বুড়ো আবার দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল, “বাধ্য হয়ে সে বোম্বাই যাচ্ছে। মনে হয় তাকে বোম্বাইএ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হবে।”

বিমানে আরও দু'টি আসনে দু'জন যাত্রী আলাপে মশগুল ছিল। একজন বিশ একুশ বছরের নওজওয়ান, বিটল্স-এর মত পোষাক পরেছে, আর বিটলস এর ন্যায় লম্বা লম্বা জুলফি রেখেছে। সে এমন ভাবে ইংরেজীতে কথা বলছিল, যেন বই থেকে নয় আমেরিকান ছবি থেকে ইংরেজী শিখেছে। কথাবার্তা এমন ভাবে বলছে যেন বুলেট। তার পোষাক, চালচলনের সাথে যেন ক্ষুরধার ছুরির ন্যায় গতি পরিলক্ষিত হয়। সামনের যাত্রীকে তাসের কেরামতি দেখাচ্ছিল সে। যুবকটি বলল, তার নাম টেকম চাঁদ। অবশ্য বন্ধুরা তাকে টুটু বলে ডাকে।

“মিঃ টুটু বিমান অথবা ট্রেনে অচেনা লোকের সাথে তাস খেলবেনা।”

“আপনার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ।” টুটু উত্তর দেয়। ভাই আপনার সাথে সময় ভালই কাটলো। আজ বাসায় একটি পার্টি আছে। তুমি অবশ্যই আসবে। এই নাও আমার কার্ড। যুবকটি কার্ডটি পড়ে খুশীতে আত্মহারা।

BanglaBook.org

পাশের যুবকটি কোটিপতি, বোম্বের সবচেয়ে বড় দালানে থাকে। থ্যাঙ্কস, অবশ্যই আসব। তবে পোষাক কি ফরমাল?

"ড্রেস। যে কোন পোষাক পরে আসতে পারবে।" টুটু হেসে বলল। "তবে একটি শর্ত আছে, পার্টনার থাকতে হবে সঙ্গে। তোমার স্ত্রী না হলেই ভাল হয়। আমার পার্টনার হবে ফার্ষ্ট ক্লাস। আমার স্ত্রীও সঙ্গে থাকবেনা।" অতপর নিজেই হাসতে থাকে।

টুটু জিজ্ঞাসা করে, বাই দি বাই, তোমার পেশা কি?

যুবকটি জবাব দেয়ার আগেই ভাবল, সত্যিই কি তার পেশার কথা জানাবে, না তা হয় না।

হাসি ঠাট্টায় উড়িয়ে দেয়াই শ্রেয়। বলল, "এক ধরনের ইমপোর্ট এক্সপোর্ট। আপনি একে ট্রান্সপোর্টও বলতে পারেন। অর্থাৎ এদিকের মাল সেদিকে, সেদিকের মাল এদিকে চালান দেয়া।"

টুটু কিছুই বুঝেনি, তবুও আচ্ছা আচ্ছা বলে মুচকি হাসে। যুবক ভাবল, তার মাত্রার বেশী কথা বলা সঠিক নয়। বরং এখান থেকে কেটে পড়াই ভাল।

"মাফ করবেন।" বলে সে চেয়ার থেকে উঠে পড়ে আর যেখানে পত্র পত্রিকা ও ম্যাগাজিন রাখা ছিল সেদিকে এগিয়ে যায়। বিমানের মাঝখানের পথ সংকীর্ণ, এদিক সেদিক যাতায়াত করতে দু'জনের কষ্ট হয়। অমর কুমারের সাথে যুবকটির ধাক্কা লাগে, সে 'সরি' বলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ছেলেটি অমরের জামায় টান দিয়ে বলল, "এটা নিশ্চয় আপনার মানি ব্যাগ।"

অমর কুমার ধন্যবাদ জানিয়ে মানিব্যাগ হাতে নিয়ে বলল, "সাংবাদিকের মানিব্যাগ, একদম খালি।" সে আর খেয়ালই করেনি, এই ছেলেটির হাতে মানিব্যাগ কিভাবে এল।

অমর কুমার নিকট থেকে যাচ্ছিল দেখে টুটু তাকে চিনে ফেলে বলল, "আরে সাংবাদিক না। এদিকে এসো ভাই।" অমর কুমার তার পাশের আসনে গিয়ে বসে পড়ে। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে 'হ্যালো' বলে হাত মিলায়। অনেকেই জানে যে টুটু তাকে পছন্দ করেনা আর সেও টুটুকে। তবুও বৈষয়িক দিক ছাড়া অন্য একটা দিকও আছে তো।

BanglaBook.org

টুটু জিজ্ঞাসা করল, "আজ রাতে তুমি কি করছ?"

'অফিসে রিপোর্ট টাইপ করবো।' অমর কুমার নির্ভয়ে বলল।

"তবে কাজ সেরে আমার পার্টিতে অবশ্যই আসবে।"

"ধন্যবাদ। চেষ্টা করব।"

"আর আশিকেও সাথে আনবে কিন্তু।"

আবার মনে খটকা লাগার ব্যাপার। অমরকুমার চমকে উঠে বলল, "আমার স্ত্রী আশার কথা বলছ?" আশার নাম টুটু মুখে আনুক তা সে পছন্দ করেনা।

"আমার কথা হল, ব্যারিষ্টার রমেশ চন্দ্রের মেয়ে আর তোমার বাল্যকালের বন্ধবী আশি। অবশ্য শুনেছি সে তোমার স্ত্রীও বটে।" অবস্থা বেগতিক দেখে দু'জনেই হেসে উঠে। অবশ্য হাসি ছিল ঠোটে, আন্তরিক ছিলনা।

চালাক যুবকটি বিমানের সম্মুখভাগে বসে ম্যাগজিনের পাতা উল্টাচ্ছিল কিন্তু তার দৃষ্টি ছিল বুড়ো যাত্রীর দিকে। বুড়ো জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে আর গলাবন্ধ বোতাম খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। অনেকক্ষণ বুড়ো একটি বোতাম খুলতেই ব্যস্ত। যুবকটি বুড়োর পাশের সিটে গিয়ে বসে, যেখানে এতক্ষণ অমর কুমার বসেছিল। বুড়োর কোটের বোতাম খোলার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, "মে আই হেল্‌ফ ইউ স্যার।"

বুড়োর এমনিতে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। তবুও সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। যুবকটি বুড়োর কোটের বোতাম খুলতে থাকে। তৃতীয় বোতাম খুলতেই ভেতরের পকেটে রাখা নীল নোটের বাণ্ডিল তার নজরে পড়ে। তবুও সে না দেখার ভান করে চতুর্থ বোতাম খুলতে ব্যস্ত থাকে। বুড়ো হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছে। সে বারবার হাত বুকে রাখছিল যেখানে দারুণ ব্যথা অনুভব করছিল। শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল। সে অতিকষ্টে বলল, "বোম্বাই আর কতদূর?"

এয়ার হোস্টেস মাইকে ঘোষণা করছে, এখন আমরা বোম্বাই অবতরণ করব। যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে যেন সিট বেল্ট বেঁধে নেন। ধূমপান থেকে বিরত থাকেন। এখন আমাদের বিমানটি বিমানবন্দরে নামার আগে এক চক্কর দেবে। কেবিনের বাতি নিভিয়ে দেয়া হচ্ছে, যেন যাত্রীরা শহরের বাতি দেখতে পান।

BanglaBook.org

বুড়োর অবস্থার অবনতি ঘটছিল। যুবকটি বুড়োকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, এখন আপনি বোম্বাই শহরের আলো দেখতে পাবেন। বুড়ো অতি কষ্টে চোখ মেলে তাকাচ্ছিল। ইত্যবসরে বাতি নিভে যায়, আর অন্ধকারে বোম্বাই শহরের বাতি দেখা পেল। যুবকটি বলল, বাইরে তাকান মিষ্টার, বোম্বাই শহরের লাইট দেখুন, অপূর্ব রাত।

টুটু শহরের বাতি দেখে ভাবছে, রাত যেন একটি হীরা জহরতের দোকান, আর মখমল বিছানো রয়েছে সারা শহরে। আসলে সমুদ্রকে অন্ধকারে মখমলের চাদর মনে হচ্ছিল, আর শহরের রাজপথের পার্শ্ববর্তী রেস্তোঁরা, দোকানপাট, ক্লাব, বাড়ীঘরের বাতি হীরার ন্যায় ঝলমল করছিল। সিনেমা হলের সামনে বড় বড় ইস্তেহার—লাল নীল বাতি জ্বলছে আর নিভছে।

অমর কুমার বিমানের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভাবছে, রাত এক সুন্দরী যাদুকরী যার হাজার একটি চোখ আছে। প্রতি সন্ধ্যায় সে শহরকে নিজের বাহুর মধ্যে জড়িয়ে ধরে আর তার উপর নিজের চুমকি লাগানো ওড়না ঢেকে দেয়। শহরের যত বিশ্রী পুতিময় চেহারা, শহরের দেহের নির্গত ময়লা, শহরের হাতে পায়ে দেহের জখম, সবগুলো সেই যাদু ওড়নার নিচে চাপা থাকে। সব দুর্নীতি, বিশ্রী কাজকর্ম আর অত্যাচারের উপর অন্ধকারের পর্দা ঢাকা থাকে। রাতের যাদুকরী বাহুর নিচে শহরের চেহারার উপর অনিন্দ্য তারুণ্য দেখা দেয়। রাতের শহর যৌবন ও সুস্বাস্থ্য ফিরে পায়। অজস্র নিয়ন বাতির ঝলকানিতে শহর যেন হাসছে—যেমন কখনো কখনো আশা যেমন হাসে—ছোট ছোট ঘটনায় দু'জনেই হাসিতে ফেটে পড়ে। এখন আমার কি হয়েছে? এখন আমি কেন মন খুলে হাসতে পারিনা। আমার চেহারায় সর্বদা যেন কিসের চিন্তাভাবনা, হারানো বেদনা ছেয়ে থাকে। আগে দু'জন একে অপরকে এক পলক না দেখে থাকতে পারতনা। এখন শেঠ ডালিরিয়া তাকে স্মরণ করে দিয়েছে, আশা বাপের বাড়িতে গেছে দীর্ঘ তিনমাস, তার বাড়ি শূন্য পড়ে আছে। আজই আশাকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু কিভাবে? কি প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনবে? পাওনাদারদের কবল থেকে আশাকে মুক্ত করতে হবে। বড় লোকের মেয়ে-তার ফ্লাট দরকার, মোটরগাড়ী, চাকর নৌকর প্রয়োজন। এ সব কিভাবে আসবে? এবার শেঠ

BanglaBook.org

ডালিরিয়ার কথা মনে পড়ছে—ডলার, ফ্রাংক, টাকা ইত্যাদি। তার মনে হল, তাদের বিমান টাকার মুদ্রার সাথে ধাক্কা খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেংগে পড়েছে। আর সেই টুকরোগুলো শেঠ ডালিরিয়ার চীনামাটির বাটির পয়সার ন্যায় ছিট্‌কে গিয়ে আকাশে নক্ষত্রে পরিণত হয়েছে।

এক ঝটকায় বিমানের চাকা মাটি স্পর্শ করে। এয়ারপোর্টের বাতিগুলো দু'পাশ দিয়ে দ্রুত সরে যাচ্ছে। বিমান থেমে যায়।

থর থর কাঁপতে কাঁপতে জেট ইঞ্জিন থেমে যায়, যেমন হার্টফেল করে মানুষের দম বন্ধ হয়ে যায়।

যাত্রীরা সবাই নেমে পড়েছে। অমরকুমার ক্যামেরা ও টাইপ রাইটার নিয়ে বাইরে বেরুতে যাচ্ছিল, পেছনে চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়ায়। পেছনে এয়ার হোষ্টেস বুড়ো যাত্রীর পাশে দাঁড়িয়েছিল।

'কি হয়েছে মিস?' অমর কুমার জানতে চায়।

'দেখুন, হয়তো হার্টফেল করেছে।'

অমর কুমার টাইপরাইটার ফেলে রেখে বুড়োর নাড়ী ও বুকে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখে বলল, 'বেচারী বুড়ো, অনেক স্বপ্ন ছিল তার বোম্বে দেখার। দেখা হলনা।'

এয়ারপোর্টের ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানায়, বুড়ো যাত্রী মারা গেছে, হয়তো হার্টফেল করেছে।

বৃদ্ধের লাশ বিমান থেকে নামানো হল। পিছু পিছু অমরকুমার ও একজন পুলিশ ইনসপেক্টর।

'মিঃ অমর কুমার, আপনি এই যাত্রীকে চেনেন?'

'জী, বিমানেই আলাপ হয়েছে, বেচারী বোম্বাই দেখার জন্য কি উদগ্রীব ছিল। কিন্তু বোম্বাই তার দেখা হলনা।'

শান্তাক্রুজ বিমান বন্দরের হাজারো লাল নীল বাতি যেন বোম্বে আগমনকারীদের স্বাগত জানাচ্ছে। এ্যাম্বুলেন্সের ষ্ট্রেচারে বুড়ো যাত্রীর লাশ কম্বলে ঢাকা, আর একটি শূন্য হাত বেরিয়ে ছিল। অমরকুমার ভাবছে, বেচারী সারাজীবন স্বপ্ন দেখছিল বোম্বে দেখার, কিন্তু আজ রাতের বাহুতে তাকে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। আর বোম্বে দেখার সাধ তার পূরণ হল না।

BanglaBook.org

# দু'জন যাত্রী ও একটি ট্যাক্সি

ট্যাক্সি! ট্যাক্সি! হাক ছাড়ছে, কিন্তু এয়ারপোর্টে কোন ট্যাক্সি নেই। একটি মাত্র ট্যাক্সি ছিল।

"আপনি কোথায় যাবেন?" সেই চালাক যুবকটি তাকে প্রশ্ন করে। দিল্লী থেকে তার সাথে বিমানে বোম্বে এসেছে। একটি বিরাট ভারী সুটকেস ট্যাক্সির পিছনে ভরছিল।

'আমাকে ফ্লোরা ফাউন্টেন যেতে হবে'—

'আপনি কোথায় যাবেন?'

'জলতরঙ্গের কাছে জুহু হোটেল। সেখান থেকে এই ট্যাক্সি আপনি নিয়ে যাবেন।'

ট্যাক্সি এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে জুহুর সড়কে এসে পড়লে অমর কুমার যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করল, "ভাই তুমি বিমানের যাত্রী বেচারী বুড়োটার কথা শুনেছ, তোমার পাশের সিটে বসেছিল।"

যুবকটি উত্তর দেয়, মিষ্টার, সেটা আপনারই আপন ছিল, আমি দু'-মিনিটের জন্য বসেছিলাম মাত্র।

"বেচারী হার্টফেল করে মারা গেছে।" অমর কুমার তাকে জানাল।

"আমি জানি পুয়র ফেলো। শুনেছি পুলিশ তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। মনে করেছিলাম, তোমাকে পাকড়াও করেছে।"

"পুলিশের সকলে আমাকে চেনে।" অমর কুমার আশ্বাস দেয়।

"সত্যিই তাহলে তুমি ভেতরে গিয়েই এসেছ?"

এই " সত্যিই" শব্দের মাঝে যুবক তার মূল বক্তব্য প্রকাশ করেছে।

অমর কুমার হেসে উত্তর দিল, "না ভাই, আমি একজন সাংবাদিক। চোরের সাথে পুলিশের যেমন সম্পর্ক তেমনি আমাদের সাথে তাদের সম্পর্ক নিবিড়।"

BanglaBook.org

চটপটে তরুণটি বলল, "কি মিষ্টার ড্রাইভার, দারুণ বৃষ্টি হচ্ছে তাই না।"

"হ্যাঁ সাহেব, অনেক বৃষ্টি হয়েছে।"

"বৃষ্টি ঝরা রাত, অথচ অফিসে গিয়ে কাজ করতে হবে।"

অমর কুমার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল। আবার তার সম্পাদকের কথা মনে পড়ল। সম্পাদক আজাদ সাহেব বলতেন, সংবাদপত্রের কাজ "আজই" করতে হবে কালকে নয়। কেননা আজকের খবরই পত্রিকায় ছাপাতে হয়, পরদিন খবর পুরনো হলে বাসী হয়ে যায়। পঁচা মাছের ন্যায় এগুলোর আর কোন গ্রাহক থাকে না। সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে বলল তুমি তো বাসায় গিয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

"না, মাইফ্রেণ্ড। কাপড় চেঞ্জ করে হোটেল তরঙ্গে চলে যাব লিলির ড্যান্স দেখতে। তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে টুটুর পার্টিতে যাব।" চালাক যুবকটি বলল।

"আহ! টুটু মনে হয় প্লেনের সকল যাত্রীকে দাওয়াত দিয়েছে?" অমরকুমার ব্যঙ্গ করে বলল।

"তুমিও কি পার্টিতে যোগদান করবে।"

"বিপদ আছে। টুটু শর্ত দিয়েছে পার্টনার-সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।"

"তোমার বিয়ে হয়নি?"

"হাঁ, হয়েছে, তবে না ।"

চালাক যুবকটি হ্যাঁ ও না এর অর্থ বুঝার চেষ্টা করছিল, ট্যাক্সি জলতরঙ্গ হোটেল অতিক্রম করে একটি কটেজের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ড্রাইভার কারের পেছন দিক খুলে তার বাক্স বের করছিল। বলল, সাহেব বাক্স এত ভারী কেন, পাথর ভরেছেন নাকি?

হ্যাঁ, পাথর মনে করতে পার। তবে একটু সাবধানে নামাও। যুবকটি গাড়ী থেকে নেমে বলল। তারপর ড্রাইভারের হাতে দশ টাকার একটি নোট গুজে দিয়ে বলল, ভাংতি তোমার কাছেই রেখে দাও। যেন আমেরিকান ছায়াছবির ধনী গ্যাংষ্টার ট্রাক্সি ড্রাইভারকে এক'শ ডলারের নোট দিচ্ছে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার মিটার ঠিক করার সময় যুবকটি অমরকুমারকে গাড়ীর জানালা দিয়ে বলল, থ্যাংক ইউ—

BanglaBook.org

অমর কুমার বলল, আপনার নাম?

যুবকটি একটু চিন্তা করে বলল, "যোসেফ" গুডনাইট, গুডনাইট।

ট্যাক্সি পেছনে ফিরছিল। কটেজ থেকে একটি ষোল সতের বছরের তরুণী চিৎকার করছিল, "ড্যাডি জনি এসেছে। জনি এসেছে।" জনি "হ্যালো রোজী" বলে মেয়েটির গালে টোকা দিয়ে দেয় যেন ছয় সাত বছরের মেয়ে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার গাড়ী ঘুরিয়ে নেবার সময় বলল, সাহেব "জোসেফ অত্যন্ত দয়ালু। আমাকে পুরো দশ টাকা দিয়ে দিয়েছে।" অমর কুমার বলল, তার নাম জোসেফ নয়, জনি।

সেই কটেজের একটি কামরায় গিয়ে জনি তার বাক্স খুলল। উপরে একটি নোংরা তোয়ালে। নিচে খবরের কাগজ, সবার নিচে মদের বোতল, হুইস্কি, ব্রাণ্ডি, জীন আর শ্যাম্পেন। বয়স্ক এক ভদ্রলোক, পায়জামা আর স্কার্ট পরনে, বোতলগুলি দেখছিল, মুখে ছিল তার চুরুট। তার চোখেমুখে হতাশা। কিন্তু বোতলগুলি দেখে তার চেহারায় রক্তিম হাসি ফুটে উঠে। একটি বোতল হাতে তুলে নিয়ে বলল, "ডিম্বল স্কচ্, গুড,. ভেরী গুড্। ভাল মাল নিয়ে এসেছ।

জনি জবাব দিল, "থ্যাঙ্ক ইউ আংকেল।"

"দিল্লীতে আমার বন্ধুরা কেমন আছে।"

"ফাষ্টক্লাস।" জনির উত্তর।

"এয়ার পোর্টে কোন অসুবিধা হয়নি তো?"

একজন হাবিলদার জনির ব্রিফকেস খুলে দেখেছিল। জনি চালাকি করে তার বাক্স খুলে দেখাতে উদ্যত হলে সে তাকে ছেড়ে দেয়। আংক্‌ল তাকে তিনটি দশ টাকার নোট বের করে দেয়। মাত্র ত্রিশ টাকা? ব্যাস, আর কি, ত্রিশ টাকা না দিয়ে কি ত্রিশ হাজার দেব নাকি? একথা বলে সে মদের বোতল গুলোর উপর নোটগুলো রেখে বেরিয়ে পড়ে।

অমরকুমার তখন সম্পাদকের কামরায় পৌছে গেছে। সম্পাদক আজাদ সাহেবের কামরায় নেহেরুর ছবি টাংগানো। রূপোর একটি প্লেট পত্রিকার পঁচিশ বছর পুর্তি উপলক্ষে সাংবাদিকরা দস্তখত দিয়ে তাকে উপহার দিয়েছিল। তাছাড়া বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের গ্রুপছবি, যাদের তিনি সাক্ষাৎকার নিয়েছেন।

BanglaBook.org

আজাদ সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, "শেঠ ডালিরিয়া কি বলতে চান?"

অমর কুমার উত্তর দিল, "কিছুই না। শুধু আমাকে কিনতে চায়।"

সম্পাদক চোখ তোলে তাকান অমর কুমারের দিকে, তারপর মুচ্‌কি হেসে বললেন, "আমি তো তাকে বুদ্ধিমান মনে করেছিলাম।"

অমরকুমার সম্পাদকের কথা বুঝতে পারেনি বলল, "জী। কিন্তু আপনিতো জানতে চাননি, আমি বিক্রি হতে চাই কিনা?"

সম্পাদক সাহেব আরামে চেয়ারের উপর বসে বললেন, "কোন প্রয়োজন নেই। আমি জানি তোমাকে কিনতে পারবেনা। বিক্রি হতে চাইলেও পারবেনা।"

অমরকুমর মনে মনে ভাবছিল, "আজাদ সাহেব, কোন লোকের উপর এত ভরসা করা ঠিক নয়। পৃথিবীতে সামান্য অর্থের বিনিময়ে অনেকে বিক্রি হয়ে যায়। যেমন চালাক যুবকটি যে আমার সাথে বিমান বন্দর থেকে ট্যাক্সিতে এসেছে।"

সেই ক্রিশ্চিয়ান ছেলেটি, ট্যাক্সিতে যে আমার সহযাত্রী ছিল, শার্ট প্যান্ট খুলে গলায় ক্রস ঝুলিয়ে বেসিনে হাত মুখ ধুচ্ছিল। কুলি করছিল। গুন্ গুন্ করে একটি ইংরেজী গানও গাইছিল।

আর হালকা পাতলা গড়নের রোজী নামের মেয়েটি, যার ডাগর ডাগর চোখের জন্য অজস্র প্রেম পুঞ্জীভূত শুধু কথাই বলে যাচ্ছিল। তার মনে হয়েছে, হয়তো আলাপচারিতা বন্ধ করলে কেউ তার জনিকে ছিন্‌তাই করবে। সে বলছিল, যখন তুমি বিমানে দিল্লী গেছ, তখন দারুণ ভয় লাগছিল। সারাদিন ভগবানের নাম জপেছি। এখন আমি সেন্ট মেরী গির্জায় দু'টি বাতি জ্বালাবো।

জনি হাত মুখ ধুইয়ে তোয়ালে খুঁজতে থাকে। রোজী তোয়ালে তার হাতে তুলে দেয়। জনি হাত মুখ মুছে বলল, "এখন তোমার ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এবারের ধান্দা শেষ—এ নিউ লাইফ ফর মি। রোজী বুঝেছ, এই নতুন জীবনে তুমি আর আমি থাকব, আর কেউ না।"

"সত্যিই" একথা বলে সে আনন্দে চোখ বন্ধ করে দেয়। চোখ খুললে দেখে জনি পর্দার ভেতরে গিয়ে জামা কাপড় বদলাচ্ছে।

রোজী পর্দার এপার থেকে ডাক দেয়, "জনি।"

জবাব এল 'কি ব্যাপার?'

BanglaBook.org

'ড্যাডী তোমাকে কোথাও হয়তো পাঠাবে। তুমি কোথাও যাবে না।'

'আজ কাল নয়। কখনও নয়। এই ধান্ধা পরিষ্কার।'

জনি বলল।

রোজী আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল, "ঠিক আছে। আমি আর তুমি দু'জনে বাইরে যাব।"

জনি কলারে বোতাম লাগাতে লাগাতে বিস্মিত কণ্ঠে বলল, "বাইরে যাব?"

রোজী রোমান্টিক স্বপ্নে বিভোর বলল, "বীচে সমুদ্রের ধারে যাব।"

'বীচে সমুদ্র তীরে যাবে?" এবার জনি মুখবিকৃত করে বলল, "সেখানে কি করবে?"

বেচারী রোজী তার কথার মর্মার্থ বুঝতে পারেনি। সে তখনও স্বপ্ন দেখছিল। সে স্বপ্নে বিভোর হয়ে বলল, "শীতল বাতাসে বালুতে হাটব আর সমুদ্রের ঢেউ গুনব।"

জনি পর্দার ভেতর থেকে মুখ বের করে বলল, "শীতল বাতাসে বালুতে হাটবে, সমুদ্রের ঢেউ গুনবে—তাই নাকি? আহ্। আমি কি পাগল হয়ে গেছি।" একথা বলে সে পর্দার আড়ালে চলে যায়।

বেচারী রোজী ভাবতে থাকে, আজ রাতে জনির কি হল। হয়তো তার পরনের ময়লা ফ্রক তার পছন্দ নয়, তাকে তাই সঙ্গে নিতে চায়না। লজ্জা পাবে তাই। কারণ যদি তাই হয় তবে রোজীর কাছে তার সমাধান আছে। ভালবাসার জন্য সে সবকিছু করতে পারে।

টাইপরাইটারে অমর কুমার অবিরাম টাইপ করে যাচ্ছে। অমর কুমার রিপোর্ট শেষ করে টাইপ রাইটার থেকে কাগজ বের করে বেল বাজায়। পিওন এলে কাগজটি হাতে দিয়ে বলল, 'সাহেবকে দিয়ে এসো।"

অফিস বয় কাগজটি নিয়ে চলে যায়। পথে অমরকে খুশী দেখে সে ভাবছিল হয়তো আজকে সেই মেয়েটিকে ফোন করবে। অমরকুমার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে, অফিস পুরোপুরি জনমানব শূন্য। সকলে চলে গেছে। শুধু সম্পাদকের কামরায় বাতি জ্বলছিল। কিন্তু দরজা বন্ধ ছিল। চারিদিকে তাকিয়ে অমর কুমার টেলিফোন তুলে। আবার কিজানি ভেবে পুনরায় শান্তভাবে ফোন এর ডায়াল ঘুরায়, থ্রি-ফাইভ-সেভেন-ফোর-টু-সিক্স।

BanglaBook.org

# জীবন মরণ প্রশ্ন

কারমাইকেল রোডে কারমাইকেল হাউস একটি সাততলা বাড়ি। এই বাড়িতে চৌদ্দটি ফ্লাট। একতলায় দু'টি করে ফ্ল্যাট। মাসিক ভাড়া মাত্র তিন হাজার টাকা। কারমাইকেল হাউসে নামজাদা উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার বা ব্যবসায়ীরা থাকেন। কিন্তু ব্যারিষ্টার রমেশচন্দ্র স্ত্রীর মৃত্যুর পর এতবড় ফ্লাটে একাই থাকেন। চব্বিশ জনের বিরাট ডাইনিং টেবিলে একাই আহার করে। তবুও তিনি সুখী। কারণ সম্প্রতি তার একমাত্র মেয়ে আশা তার স্বামীসহ বেড়াতে এসেছে, তার বাড়ি আলোকিত করেছে। রমেশচন্দ্র বার বার বলতেন, আজকাল আমার বাড়িতে ভীড়। জনসংখ্যা বেড়ে গেছে। আবার হেসে বলেন, "বাড়িতে শুধু আমি আর আশা।" কিন্তু আশা এসেছে তিনমাস হল। ব্যারিষ্টার রমেশচন্দ্রের উদ্বেগ, আশা আর তার স্বামীর মধ্যে কি সম্পর্কের চিড় ধরেছে? অবশ্য এই সন্দেহের কথা তিনি মেয়ের কাছে প্রকাশ করতেন না।

আহারের পর রমেশচন্দ্র কফি পান করছিলেন, হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠে। টেলিফোনের রিসিভার কানে তোলে বললো, "হ্যালো, ইয়েস, ঠিক আছে। বলুন কাকে চাই? আশা।"

চোস্ত পাজামা, কামিজ আর উড়না পরিহিত অবস্থায় আশাকে স্কুলের ছাত্রী মনে হয়। কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে কি জানি ভাবছিল। হঠাৎ নিজের নাম শুনে বলল, ড্যাডী কি ব্যাপার?"

'তোমার ফোন এসেছে।'

আশা জানে, এতরাতে কার ফোন আসতে পারে।

তবুও বাবার সাথে না জানার ভান করে বলল, "কে ডেডী"।

"তোমার পুরনো বয় ফ্রেন্ড।" ব্যারিষ্টার সাহেব বললেন।

আশা নাক সিট্‌কে বলর, "আমি কথা বলতে চাইনা। বলে দিন আমি বাসায় নেই।"

BanglaBook.org

ব্যারিষ্টার সাহেব মুচ্‌কি হেসে টেলিফোনে বললেন, "সরি অমর, আশা বলছে সে বাড়িতে নেই।"

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে 'আজাদ কলম' অফিসের সাংবাদিক অমর উত্তর দেয়, "তাহলে আপনি তাকে বলে দিন, আমি টেলিফোন করিনি।"

ব্যারিষ্টার সাহেব দুষ্টুমী ভরা দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, সে বলছে তোমাকে জানাতে, সে ফোন করেনি।

আশা লাজওয়াব, 'আহ্ ড্যাডী' বলে টেলিফোন নিজ হাতে তুলে নেয়। টেলিফোনের তার অনেক লম্বা ছিল, তাই আশা কামরায় আরেক প্রান্তে এসে পড়ে। তারপর স্বামীর সাথে আলাপ শুরু করে।

'হ্যালো অমর।' ইচ্ছে করেই কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে বলল।

'আশা, কেমন আছ?' অমর জানতে চায়।

"বেঁচে আছি।" বল, হঠাৎ কেন মনে পড়ল আমাকে?

এর মানে দীর্ঘদিন টেলিফোন না করার জন্য অনুযোগ আর দেখা না দেয়ার জন্য অভিযোগ করে।

'আশা, আমি দিল্লী গিয়েছিলাম। আজই ফিরেছি।' আবার আবেগ-প্রবণ হয়ে বলল, 'আশি তোমার সাথে আমি দেখা করতে চাই।'

আশা ভীত কণ্ঠে বলল, 'আসুননা। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব।'

কিন্তু এদিকে ব্যারিষ্টার সাহেব ডাইনিং টেবিলে বসে বসে এই নাটক দেখছিলেন। শুধু "আচ্ছা' শব্দ উচ্চারণ করলো। কারণ তিনি ভালভাবেই জানেন, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া প্রথম দফার মিটমাট হলে, অবস্থা পরিণতিতে খারাপ আকার ধারণ করে।

আশার সন্দেহের উদ্রেক হয়। বলল, 'দুঃখিত অমর, আজ টুটুর পার্টি আছে।'

'সেখানে আমিও যাব। অবশ্য অনেক দেরীতে। তবে তার আগে তোমার সাথে জরুরী আলাপ আছে। কাজ শেষ করে আমি মিষ্টি নিয়ে আসছি। ড্যাডিকে নমস্কার জানাবে।' অমর একথা বলে তাড়াতাড়ি ফোন রেখে দেয়, পাছে অন্য বাহানায় সে তাকে বাধা না দিয়ে বসে।

BanglaBook.org

"ড্যাডী, সে আপনাকে নমস্কার জানিয়েছে।"

ব্যারিষ্টার সাহেব রুক্ষ কণ্ঠে বললেন, "সে তোমার কি হয়?"

আশা কলেজে পড়েছে। আধুনিক যুগের মেয়ে। তবুও হিন্দুস্তানী স্ত্রীর লজ্জা শরম তার চোখে ফুটে উঠে, "আনত চোখে বলল, সে আমার.....।"

ব্যারিষ্টার সাহেব গাউনের পকেটে হাত রেখে দুষ্টুমী ভরা চোখে মেয়ের দিকে তাকায়। তাকে ক্ষেপিয়ে তিনি আনন্দ পান বললেন, 'দুর্বলতার অপর নাম নারী। ইড়িয়টটার কণ্ঠস্বর শুনে গলে গেলে।'

আমি মনে করেছি, তুমি তার সংসার চিরতরে ত্যাগ করে এসেছ। তার মুখও দেখতে চাওনা।

আশা শুধু লজ্জিত কণ্ঠে বলল, 'আহ্ ড্যাডী।'

"আরে বোকা মেয়ে, তোমার বাবা বোম্বের সবচেয়ে বড় ব্যারিষ্টার, একথা ভুলে যেওনা। তোমাকে তিনদিনের মধ্যে তালাকের ব্যবস্থা করতে পারি।"

'কিন্তু ডেডী, আমি তালাক চাইনা।'

ব্যারিষ্টার সাহেব গর্জে উঠেন তার পর স্মিত হেসে বললেন, "তবে তুমি কি চাও?"

'আমি তাকে চাই।' আশার উত্তর।

অমর তাড়াতাড়ি রিপোর্ট টাইপ করা শেষ করে ঘণ্টা বাজায়। অফিসের বেয়ারা আসতে আসতে কোট পরা শেষ হয়। বেয়ারার বলল, "অমর ভাই, কিছু লোকজন আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে।'

অমর ধীর কণ্ঠে বলল, 'আমার জরুরী কাজ আছে। একজনের সাথে দেখা করতে যাব। তুমি গিয়ে বলে দাও, তিনি দিল্লী থেকে ফিরে আসেননি।'

বেচারীরা অনেক দূর থেকে এসেছে। হয়তো জরুরী রিপোর্ট আছে।

অমর প্রবীণ রিপোর্টার হিসেবে ভালভালেই জানে, রাতে কিরূপ জরুরী রিপোর্ট নিয়ে আসে লোকজন। অমুক ক্লাবে ড্যান্স আছে, আপনিও শরীক হবেন, সংগে ফটোগ্রাফারও নেবেন। আমার মামার ভাতিজার বিয়ে। দম্পতির যুগল ছবি ছাপিয়ে দিন। আরও কত অনুরোধ।

BanglaBook.org

অমর শেষে বলল, তুমি ওদেরকে সম্পাদক সাহেবের কাছে নিয়ে যাও।

কিন্তু অমর ভাই, ওরা তো আপনার সাথেই দেখা করতে চায়। ওরা বলেছে, ওরা ডালিরিয়া বস্তি থেকে এসেছে।

ডালিরিয়া বস্তির কথা শুনে তার কানে বিপদের ঘণ্টা যেন বেজে উঠে। ডালিরিয়া বস্তির কাঁদার পুকুরে লোকজন আটকে গেলে আর বের হতে পারেনা। ডালিরিয়ার শিল্প কারখানা, বস্তি তার অর্থ সম্পদ আর ক্ষমতা কোনকিছু তার অজানা নয়।

এবার বেয়ারাকে অমর ওদেরকে ডেকে আনার নির্দেশ দেয়।

ওরা চারজন এসেছে। ওরা অমরকে বস্তির রিপোর্ট লিখতে সাহায্য করেছিল। এবার ওদের সারা গায়ে কাঁদা মাখা আর চোখে মুখে আতংক।

অমর জানতে চায়, ডালিরিয়া বস্তির খবর কি?

একজন বলল, ডালিরিয়া বস্তি খতম হয়ে গেছে।

আর একজন বলল, বস্তি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

অমর জিজ্ঞাসা করে, আগুন লাগল কিভাবে?

আগুন লাগেনি, লাগানো হয়েছে।

এখন আর জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই, কারা আগুন লাগিয়েছে। ওদের চেহারা দেখে তা আরও সুস্পষ্ট। অমরের কানে শেঠ ডালিরিয়ার কথাগুলো তখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, তাইতো ভাবছি, পুতঃ দুর্গন্ধময় বস্তিগুলো ভেঙ্গে সেখানে উঁচু উঁচু দালান তৈরি করব। সে এই বস্তিসম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদন না ছাপলে বেচারী বস্তিবাসীদের বাড়িগুলো পুড়ে ছাই হতো না।

আগত একজন বলল, এখন শেঠ ডালিরিয়ার লোকেরা বস্তি এলাকা কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলছে।' আগামীকাল থেকে সেখানে ফ্লাট তৈরির কাজ শুরু হবে।

অমর বলল, "এক একটি ফ্লাটি একলাখ টাকায় বিক্রি হবে।"

আবার জানতে চায়, "আপনারা কি চান?"

কাল সকালে আপনি আমাদের এলাকায় আসবেন।

BanglaBook.org

কিন্তু আমি গেলে কি হবে?

"কাল সকালে শেঠ ডালিরিয়ার লোকজন আমাদেরকে জোরপূর্বক উচ্ছেদের জন্য আসবে। সেখানে আপনার থাকা একান্ত প্রয়োজন।" সকলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালে অমর বলল, "আচ্ছা, নমস্কার।" অন্যান্য যাদের পরণের কাপড় পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ডে পুড়েছে, অমরের হাত ধরে বলল, অমর ভাইয়া, এখন তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা।

ওরা চলে গেলে, তাদের পদধ্বনি অনেকদূর থেকেও কানে বাজছিল। অমরের মনে একটি জ্বলন্ত প্রশ্ন, "কেউ কি কারও উপর ভরসা করতে পারে?" ওরা তাকে সকালে যেতে বলেছে। কিন্তু কাল ভোর হতে না হতেই তো পৃথিবী বদলে যেতে পারে। মানুষ বদলে যেতে পারে। এমন হতে পারে, কাল সকালে আমি শেঠ ডালিরিয়ার পি. আর-ও হতে পারি। তবে তো আমার প্রথম কাজ হবে বস্তি থেকে লোকজনকে উচ্ছেদ করা।

সে বিড় বিড় করে বলছিল, "বন্ধুরা, কারও উপর ভরসা করতে নেই। এমনকি অমর ভাইয়ের উপরও না।" ইতিমধ্যে লোকজন চলে গেছে।

সম্পাদক সাহেব কাছে এসে হাক দেন, অমর। তার লিখিত রিপোর্ট সম্পাদক সাহেব নিজের হতে নিয়ে এসেছেন। বললেন, তোমার রিপোর্ট সত্যিই অপূর্ব। বেচারী হার্টফেল করে যে লোকটি মারা গেল সত্যিই কি সে বোম্বে দেখার জন্য উদগ্রীব ছিল? নাকি তুমি মনগড়া লিখে দিয়েছ?

"জী না। সে নিজেই আমাকে বলেছে। সে আমার পাশের সিটেই বসেছিল।"

সম্পাদক সাহেব রিপোর্টটিকে আরও সুন্দর করার উদ্দেশ্যে বললেন, লোকটির ফটো থাকলে ভাল হতো। দেখতে লোকটি কেমন ছিল?

রেডিও ফটো মেশিনে একটি নেগেটিভ বের হয়ে আসে। ফটোটি একটি গ্রুপ ফটো থেকে পৃথক করা হয়েছে। ফটো দেখে লোকটিকে চোরের মত মনে হয়।

পুলিশের একজন হেড কনষ্টেবল ইনসেপক্টরের টেবিলে একটি খাম রেখে বলল, স্যার, দিল্লী থেকে এই রেডিও ফটো এসেছে।

ইনসপেক্টর খাম থেকে ফটোটি বের করে বলল, চেহারা দেখেতো মনে হয়না, লোকটি ব্যাংক থেকে চার লাখ টাকা বের করে নিয়েছে।

BanglaBook.org

পুলিশ অফিসার বলল, কারও কপালে কি লিখা থাকে কার চরিত্র কেমন? আবার বোর্ডে লাগানো অপরাধীদের ছবির দিকে তাকিয়ে বলল, "এই দেখুন না আমাদের আর্ট গ্যালারী।"

সাব ইনসপেক্টর রেডিও ফটো দেখে বলল, আমার মনে হয় আজ দিল্লী থেকে আগত বিমানে যে লোকটিকে মৃত পাওয়া গেছে, তার সাথে এই ফটোর মিল রয়েছে। তখন এয়ারপোর্টে আমার ডিউটি ছিল।

ইনসপেক্টর উঠে দাঁড়াল, 'চল'।

লাশ ঘর। মানবজীবনের পাঠাগার। সারা জীবন লু হাওয়া আর গরমে যার দেহ ঝলসে গেছে, এখন মৃত্যুর পর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় জায়গা হয়েছে।

ঠাণ্ডা পাথরের টেবিল, তার উপর শীতল লাশ। লাশের উপর চাদর ঢাকা। যে সমাজে জীবনের কোন দাম নেই, সেখানে মৃত্যুর পর দারুণ সন্মান দেখানো হয়।

লাশের চাদর সরানোর পর ইনসপেক্টর ছবি বের করে লাশের চেহারার সাথে মিলিয়ে দেখে, একই লোক। হুবহু ছবির সাথে মিলে গেছে।

কেউ মৃত লাশের চোখ দু'টি বন্ধ করে দেয়াও প্রয়োজন বোধ করেনি। তখন বিস্ফোরিত চোখ দু'টি যেন অতীতের দিকে তাকিয়ে আছে।

দিল্লীর একটি ব্যাংক। ব্যাংকে অনেকগুলো কাউন্টার। একটি কাউন্টারে ক্যাশিয়ার সেবক রাম বসেন। লাখ লাখ টাকা তার হাতে জমা হয়, আবার একই হাতে লাখ লাখ টাকার চেক ভাঙ্গায়। তারই হাত দিয়ে টাকার লেনদেন হয়। তার আঙ্গুলে অন্ততঃ কয়েক কোটি টাকা গণনা করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। চারিদিকে শুধু টাকা আর টাকা। অথচ মাসের শেষে সে বেতন পায় মাত্র চার'শ টাকা। মাত্র চারটি এক'শ টাকার নোট। কিন্তু বাকী লাখ লাখ টাকার নোট যেগুলো তার হাত দিয়ে জমা হয় সেগুলো কোথায় যায়?

এই টাকা ব্যাংক থেকে বেরিয়ে মানুষের পকেটে চলে যায়। লোকজন এই টাকা ভোগবিলাসে ব্যয় করে। আর এই টাকা অনেক সময় কালো বাজারেও চলে যায়। এই টাকায় বিলাসবহুল গাড়ী ক্রয় করা হয়, সুন্দর সুন্দর বাড়ী তৈরী হয়। এই টাকা দিয়েই সুতি, রেশমী শাড়ী কেনা হয়। অথচ বেচারী বেতন পায় মাত্র একশ' টাকার চারটি নোট নতুবা দশ টাকার ৪০টি নোট।

BanglaBook.org

একদিন একজন শেঠ ৪ লাখ টাকার নোট জমা দেয়ার জন্য ক্যাশিয়ার সেবকরামের কাউন্টারে দেয়। এই টাকার নোট গুনতে গিয়ে সেবকরামের লোভ-লালসা চাড়া দিয়ে উঠে। চোর মন তাকে বলছে, আর ক'দিন এভাবে পরের টাকা গুনতে থাকবে। ষাট বছর বয়স হয়েছে। দশবছর পর মারা যাবে। জীবনে কিই বা দেখেছ? এই টাকা ধন-সম্পদ তোমার আয়ু বাড়িয়ে দিতে পারে। কি ভাবছ? টেবিলের নিচে ঝুড়িতে তোমার জন্য খাবার আসে, সেই ঝুড়িতে টাকার বান্ডিলগুলো লুকিয়ে নিতে পার। উপরে তোয়ালে ঢেকে দেবে। সাড়ে চারটায় ব্যাংক বন্ধ হয় আর ছয়টায় বোম্বে থেকে বিমান ছাড়ে। বোম্বে থেকে যে কোন শহরে গিয়ে আত্মগোপন করতে পার।

সেবকরাম হাতের কনুই নাড়া দিয়েছে সত্যিই কিন্তু তার মুখে ঘাম বেরিয়ে আসে। ঘাম তার অপরাধের স্বীকাররোক্তি না হয়ে পড়ে, তাই তাড়াতাড়ি তোয়ালে দিয়ে মুখের ঘাম মুছে নেয়। পরিষ্কার তোয়ালের উপর কাল কাল দাগ পড়ে যায়।

তার মুখের উপর যে ঘাম বের হয়েছিল, তা ছিল কালো রং এর। সেটা ছিল তার মনের কালিমা যা তার চেহারার ঘাম মুছতে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

তার ছবি পুলিশের টেবিলে পড়েছিল।

ইনসপেক্টর সাব ইনসপেক্টরকে বলল, এটা কি সেই নিরপরাধ বুড়ো যে লাখো টাকা গায়েব করেছে।

কিন্তু তার পকেটে তল্লাসী নিলে মাত্র সাড়ে তের টাকা পাওয়া গেছে। বাকী টাকা গেল কোথায়?

ইনসপেক্টর বলল, আমি সেই প্রশ্নই যাত্রীটিকে করতে চাই, যে তার পাশের সিটে বসেছিল।

একথা বলার পর সে টেলিফোনের একটি নাম্বার ঘুরায়।

ইন্ডিয়ান এয়ার লাইস্ন-এর এনকোয়ারী কাউন্টারে একজন মাত্র ক্লার্ক কর্মরত ছিল। টেলিফোনের ঘণ্টার আওয়াজ শুনে সে টেলিফোন তুলে নিয়ে বলল, ইট ইজ এনকোয়ারী, ফ্লাইট নং ১৮৪, দিল্লী থেকে কিছুক্ষণ আগে এসেছে।

প্যাসেঞ্জার সেবকরামের পাশে কে বসেছিল?

BanglaBook.org

লোকটি যাত্রী তালিকা পর্যালোচনা করে বলল, অমরকুমার নামক একজন যাত্রী বসেছিল।

অমরকুমার তখন ব্যারিষ্টার রমেশচন্দ্রের বিলাসবহুল ফ্লাটে দরজার কলিংবেলে টিপ দেয়।

চাকর-নফরদের বাধা দিয়ে আশা নিজে গিয়েই দরজা খুলে দেয়। মুহূর্তেই তার সব অভিযোগ উবে যায়। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রিয় স্বামী যাকে সে ভালবাসে। কয়েক মিনিট যাবত একে অপরের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে অমরকুমারের জীবনে ছিল শূন্যতা। আবার আশার স্মরণ হল, সে তো অমরের প্রতি বেজার ছিল।

অমর কুমারের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আশা অনুযোগের সুরে বলল, আমি তোমার সাথে কথা বলবনা।

"তোমার কথা বলার দরকার নেই। আমি তোমাকে অনেক কথা বলব।" অমর উত্তর দেয়।

মাঝখানে ব্যারিষ্টার রমেশ চন্দ্রের হাকে তাদের রোমান্সে ছেদ টানে, "আশা কে এসেছে?"

আশা কোন উত্তর না দিয়ে অমরের হাত ধরে ভেতরে চলে যায় আর বাবার সামনে গিয়ে হাজির হয়ে বলে, "বাবা একে আপনি চেনেননা?"

ব্যারিষ্টার রমেশ চন্দ্র পত্রিকা নিচে রেখে জামাইকে লক্ষ্য করে বললেন, "মনে পড়েছে কোথাও হয়তো দেখেছি। কোন নতুন মামলা নিয়ে আসেনি তো?"

অমর কুমার শ্বশুরের উপহাস ও হাস্য কৌতুকের ধরণ সম্পর্কে ওয়াকেবহাল ছিলেন। সেও কম যায় না। আশার দিকে তাকিয়ে বলল, "জী না। সেই পুরনো মামলা।"

"তাহলে আর সময় নষ্ট করার দরকার নেই।" ব্যারিষ্টার সাহেব উঠে দাঁড়ান আর জামাতা ও মেয়েকে একা রাখার উদ্দেশ্যে বল্লেন, "আমি অফিসে গিয়ে মামলার কাঁগজপত্র দেখব।"

দু'জনে সোফায় গিয়ে বসে নিভৃতে আশা বলে, "তুমি অনেক শুকিয়ে গেছ। খাওয়া দাওয়া কি ছেড়ে দিয়েছ?"

BanglaBook.org

অমর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বাড়ির গিন্নীই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।"

"তবে কি খাবার রেডি করব?"

"না আশা, আমি তোমাকে নিতে এসেছি। বাড়ি চলো, অন্ততঃ এক রাতের জন্য হলেও তোমাকে যেতে হবে।" একথা বলে অমর উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় তারপর বলল, "আজ আমাকে জীবন সম্পর্কে একটি বিরাট সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"

"আমার কি দরকার?" আশাও সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায়। স্বামীর কাছে এসে অভিযোগের সুরে বলল, "এ পর্যন্ত তুমি তো সব সিদ্ধান্ত নিজেই নিয়েছ।"

'কিন্তু আশা। এ সিদ্ধান্ত তোমাকে ছাড়া নেয়া সম্ভব নয়। কারণ বিষয়টিতে আমাদের দু'জনের জীবনের ভবিষ্যতের প্রশ্ন জড়িত।' স্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে ধীর কণ্ঠে অমর বলল, 'আজ রাত আমাদের পরস্পরকে কাছে থাকতে হবে। নতুবা চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হবে।'

এবার আশা বুঝতে পারে, আর অভিমান করার বা রাগ করে থাকার সময় এখন নয়। তাই আশা বলল, 'আমার তো তোমার সিদ্ধান্তের কথা শুনতে ভয় লাগে। ঠিক আছে বসো, আমি তৈরি হয়ে আসছি।"

আশা ভেতরে গেলে অমর আবার জানালার কাঁচের দিকে তাকায় দেখে, রাজপথে গাড়ীর একটি দীর্ঘ লাইন লাইট জ্বেলে দ্রুত চলে যাচ্ছে। সে ভাবে, সে চাইলে কালই এমনি একটি গাড়ীর মালিক সে হতে পারে। আশা কি মডেলের গাড়ী পছন্দ করবে? হিন্দুস্তান ষ্টান্ডার্ড, ফিয়াট নাকি ষ্টান্ডার্ড হেরাল্ড।

ব্যারিষ্টার রমেশ চন্দ্রের ডাকে তার কল্পনার ফানুস উবে যায়। পিছন ফিরে দেখে, তার শ্বশুর ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল। বলল, "হ্যালো বাবা অমর। খুব জোর বৃষ্টি হচ্ছে নাকি?"

বৃষ্টি, জী বৃষ্টি। একথা বলে অমর হতবাক। পরে দেখে তার পরনে তখনও ওয়াটার প্রুফ। ওহ এই ওয়াটার প্রুফ আমি তাড়াহুড়োয় ছিলাম, তাই।

"এতে কিছু আসে যায় না। এটাতো সাংবাদিকের পোশাক যেমন আমরা ব্যারিষ্টাররা কোর্টে কালো গাউন পরে যাই। ওহ হাঁ, জরুরী কথা মনে পড়ছে, তোমার মামলায় আমাকে তো উকিল হিসেবে রাখতে পার।"

BanglaBook.org

"জী।" মামলার কথা শুনে অমর ঘাবড়ে যায়।

ব্যারিষ্টার সাহেব তার রসালো কৌতুক অব্যাহত রাখে বলল, "কয়েক মিনিটেই আমি তালাক নিয়ে দিতে পারি। বোম্বে শহরে আমার মতো বিনা পয়সায় ভাল উকিল আর পাবেনা।"

অমরকুমারও এই কৌতুকে শরীক হয়ে বলল, "তাহলে স্ত্রীকে অপহরণের সাজা কি?"

"যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড।" ব্যারিষ্টার সাহেব জোর দিয়ে বলেন।

আশা এসেই বাবার আলাপচারিতা শুনে বলল, "ঐ ব্যারিষ্টার সাহেবের কথায় কান দিওনা। উনার পাল্লায় পড়লে পৃথিবীর সকল স্বামী, স্ত্রীর তালাকের ব্যবস্থা করবে।" এবার বাবার দিকে লক্ষ্য করে বলল, "আচ্ছা ড্যাডি আমি যাচ্ছি অনুমতি দিন।"

ব্যারিষ্টার সাহেব উত্তর দেন "প্রথমে যখন ঘর ছেড়ে গিয়েছিলে, তখন কি অনুমতি নিয়েছিলে? আজ দেখি বদলে গেছ।" আবার সুর নরম করে বলল, "যাও যাও।"

দু'জনেই সালাম করে বিদায় নিলে ব্যারিষ্টার সাহেবের চোখে-মুখে ভালবাসার হাসি ফুটে উঠে আর বিড়বিড় করে বলল, "ইডিয়ট, এতদিন অপেক্ষা করেছ কেন? নিজের স্ত্রীকে আগেভাগে ছিনতাই করে নিয়ে গেলে হতোনা?"

টেলিফোনের রিং বেজে উঠে। ব্যারিষ্টার সাহেব রিসিভার কানে তুলে বলেন, "হ্যালো—জী হাঁ। আমি বলছি। আপনি কে?"

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে জবাব আসে, "আমি পুলিশ ইনসপেষ্টর বলছি ব্যারিষ্টার সাহেব, শুনেছি রিপোর্টার অমর কুমার আপনার বাসায় এসেছে?"

'ও রিপোর্টার অমর কুমার?'

'জী হাঁ, পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায়।'

"কিন্তু টেলিফোন করতে আপনি একটু দেরী করে ফেলেছেন ইনসপেক্টর সাহেব।" ব্যারিষ্টার সাহেবের চেহারায় দুষ্টুমী "ঝিলিক মারছিল। অমর কুমার আর একটি অপরাধ করে পালিয়ে গেছে।"

'পালিয়ে গেছে?' ইনসপেক্টারের বিশ্বাস জন্মেছে, 'এই রিপোর্টার সত্যিই অপরাধী।'

BanglaBook.org

'জী হাঁ।' দুইজন মহিলাকে নিয়ে পালিয়েছে।' ব্যারিষ্টার সাহেব উপহাস করে আনন্দ পাচ্ছিলেন।

ব্যারিষ্টার সাহেব মুচকি হেসে বলেন, জী হাঁ।

'আমার মেয়ে ও তার স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়েছে।' একথা বলে টেলিফোনের রিসিভার রেখে দেন।

আর এক টেলিফোনে বুড়ো আংকেল কথা বলছিল মদের বোতলের ধান্ধার কথা বলছিল। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে একজন গ্রাহকের কণ্ঠ শুনে বুড়োর চোখ চিক্ চিক্ করে উঠে টাকার লোভে। তার কণ্ঠস্বরে জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পায় বলল, 'জী হাঁ। অবশ্যই। আপনি চিন্তা করবেন না। মালামাল যথাসময়ে পৌঁছে যাবে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ।'

আবার ফোন রেখে চীৎকার করে উঠে, 'জনি, বয়, জনি।'

জনি তখন কাপড় পরে বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কর্কশ স্বরে বলল, 'কি ব্যাপার।'

অ্যাংকল দেখল, আজ জনি বুটাই পরেছে, সুগন্ধি মেখেছে, তাই জিজ্ঞাসা করে, 'ব্যাপার কি?'

জনি বলল, 'আমি বাইরে যাচ্ছি।'

'গুড। পথে যাওয়ার সময় গার্ডেন রোড ৬ নম্বরে এই ছয়টি বোতল দিয়ে যেও।'

জনির মুড দেখে অ্যাংকল পঁচিশ টাকা বের করে জনির হাতে গুজে দিয়ে বলল, দশ টাকা তোমার ট্যাক্সি ভাড়া আর পনের টাকা তোমার পরিশ্রমের মজুরী।'

জনি নির্ভয়ে উত্তর দেয়, 'পনের টাকা আমি চাইনা।'

এবার আংকেল লোভ দেখানোর চেষ্টা করে, 'জনি বাবা, তোমার কি হয়েছে?

'ত্রিশ টাকা ভিক্ষা দিযে ফেল্লি? পনের টাকা কম নয়। কারখানায় মজদুরী করলে সারাদিন তিন টাকা পাওয়া যায়। ধান্ধাবাজীতে তো কথাই নেই।'

কিন্তু জনি কোন মতেই হার মানবেনা বলল, 'সরি, অ্যাংকল তোমার টাকা আমার দরকার নেই।'

এবার আংকল তোষামোদীর ভাষায় বলল, নিজের আংকেলের জন্য সামান্য কাজও করবেনা? এ আমার নয়া গ্রাহক? কোন পুরানো গ্রাহক আমার ঠিকানা দিয়েছে। আজ সেখানে অনেক বড় পার্টি আছে।'

BanglaBook.org

'আমি নিজেই পার্টিতে যাচ্ছি।' সার্টের কলার দুরুস্ত করতে করতে জনি বলল, 'আমার বোতল পৌঁছানোর সময় নেই।"

'তা হলে কে নিয়ে যাবে?' বুড়োর সত্যিই চিন্তার বিষয়। নতুন গ্রাহক ছুটে যাবে। "আমি অচল, চলাফেরা করতে পারিনা। রোজী-মেয়েকেও এ ধান্ধায় পাঠানো ঠিক নয়।"

দাঁত খিচিয়ে জনি বলল, "নিজের বেটিকে পাঠাতে পারনা অথচ ভাতিজাকে সর্বদা এই ধান্ধায় পাঠাতে পার। কিন্তু এবার আমি যাবনা।"

অ্যাংকল চিৎকার করে উঠে, "নিমকহারাম। বিশ বছর তোমাকে লালন পালন করে বড় করেছি। আজ তোমার দুঃসাহস আমার মুখের উপর কথা বলছ। তবে শুন...। তুমি আমার কোন ভাতিজা নও। কারণ আমার কোন ভাই ছিলনা।"

একথা শুনে জনির চেতনা শক্তি রহিত হয়ে পড়ে। যেন জাহান্নামের আগুন তার উপর ভেংগে পড়েছে। এতদিন সে আংকেলের কাছে এই প্রশ্ন করেনি, যা তার মনে সুপ্ত আগুনের ন্যায় চাপা ছিল। তবুও শক্তি সঞ্চয় করে জনি বলল, 'আমি তোমার ভাইয়ের ছেলে না হলে নিশ্চয় অন্য কারও ছেলে?'

বুড়ো তার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তার চোখের উপর পুরাতন স্মৃতি সিনেমার পর্দার ছবির ন্যায় ভেসে উঠে। একজন যুবক শ্রমিক বাজারের থলে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ডাষ্টবিনের কাছে নবজাত শিশুকে কাঁদতে দেখে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিশ বছর আগে তার পা দু'টি ভাল ছিল।

যুবকটি নবজাত শিশুটিকে কোলে তুলে নেয়। আশেপাশে তাকিয়ে দেখে কেউ নেই। শিশুটির মা হয়তো কোন কাজে গেছে। যুবকটি শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে তুলে নেয়।

এবার জনির কথার স্বর বদলে যায়। আর হতাশার সুরে বলে, তাই বুঝি তুমি আমাকে স্কুলে পাঠাওনি। কোনদিন ভাল কথা শিখানোর চেষ্টা করনি।

অবশ্য আংকল জনিকে এতিম ও আশ্রয়হীন করার জন্য অনুশোচনাও কম ছিলনা। কিন্তু জনির জন্য সে কম করেনি। বুড়ো বলল, কিন্তু তোমাকে লালনপালন করে বড় করেছে কে? আমি।

এবার জনি তিক্ততার সাথে বলল, 'তুমি বলছ আমাকে তুমি প্রতিপালন করেছ। কিন্তু আমি বলছি, আমিই তোমাকে পালন করেছি। ট্যাক্সির পেছনে পেছনে ছুটে তেলের বালতি টেনে, মানুষের পকেট কেটে, চুরি করে জন্ম বিকলাঙ্গকে প্রতিপালন করেছি।

BanglaBook.org

আংকল আবার চিৎকার করে উঠে, 'জনি'। কাঠের স্ক্রেচ নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। আমি কিন্তু ল্যাংড়া ছিলাম না। তার দৃষ্টি তখন দেয়ালে টাঙানো একটি ফটোর দিকে। হকি টূর্ণামেন্টে জেতা রূপোর কাপ নিয়ে আংকল দাঁড়িয়ে। অতীতের স্মৃতি তার মনের পর্দায় বেসে উঠে।

'কি হবার ছিল আর কি ঘটে গেল। আমি হকি টীমের ক্যাপ্টেন ছিলাম। লোকে বলতো, আমার দু'পায়ে বিদ্যুত ছিল। কারখানায় কাজ করতাম। প্রবাদ ছিল মেশিন নাকি আমার হাতের ইশারায় চলতো। আর সেই মেশিন আমার পা গুড়িয়ে দেয়। চিৎকার করে বলে উঠে বলল, মিল মালিক আমার একটি পায়ের দাম দিল মাত্র এক'শ টাকা। "আবার জনির দিকে লক্ষ্য করে যেন জীবনের গোপন রহস্য জানাচ্ছে বলল, 'আমি পৃথিবীর উপর থেকে প্রতিশোধ নিতে চাই।'

কিন্তু জনির চোখেমুখে কোন সহানুভূতির চিহ্ন দেখা গেলনা বলল, "তুমি আর একটি শিশুর উপর থেকে এর প্রতিশোধ নিলে?"

জনি যেন হৃদয় থেকে একটি কিশোরের ডাক শুনতে পেল, 'ট্যাক্সি ট্যাক্সি।'

দূরে সড়কে ছেড়া জামা আর পেন্ট পরে আট নয় বছরের একটি ছেলে একটি ট্যাক্সির পেছনে দৌড়ছিল আর চীৎকার করছিল, 'ট্যাক্সি ট্যাক্সি।' সড়কে চারিদিকে মোটর গাড়ী চলছে। পথচারীর ভীড়। কিন্তু এই কিশোরটির ব্যাপারে কারও কোন মাথা ব্যথা নেই। এই কিশোরই ছুটতে ছুটতে চীৎকার করছিল। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে এক বস্তিতে গিয়ে ঢুকে পড়ে। এই বস্তিতেই ল্যাংড়া এক পাওয়ালা আংকেল তার জন্য অপেক্ষা করছিল। ছেলেটি এসে সার্টের নীচ থেকে লুকানো একটি বোতল বের করে আংকলের হাতে দিয়ে দেয়।

আংকল তাকে কিছু পয়সা দিয়ে দেয় আর পিঠ চাপড়ে বাহবা জানায়। ছেলেটি পয়সা পকেটে নিয়ে, চিরুণী বের করে চুল আঁচড়াতে থাকে।

সেই ছেলেটি এখন বড় হয়ে যুবক জনিতে পরিণত হয়েছে।

বিকলাঙ্গ বুড়োর দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে জনি চুল আচড়াছিল। এতদিন তাকে ভাল মানুষ ভেবেছে, এখন তার আসলরূপ প্রকাশ পেয়েছে।

আংকেল ধীর কণ্ঠে বলল, 'আমি সত্যিই দুঃখিত জনি।'

জনি কোন জবাব দেয়নি। চুল আচড়িয়ে চিরুণী থেকে ময়লা নিয়ে দূরে ফেলে দেয়। যেন অতীতের সকল আত্মীয়তাকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে ছুড়ে ফেলছে। আবার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কোন কিছু না বলে সোজা বেরিয়ে পড়ে।

BanglaBook.org

'জনি, জনি।' আংকল চীৎকার করে উঠে। বিকলাঙ্গ জীবনের আশ্রয় চলে যাচ্ছে ভেবে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

জনি পেছনে ফিরে তাকায়, তার চোখে মুখে ঘৃণা ঠিকরে পড়ছিল। বলল, সেখানেই ফিরে যাচ্ছি, যেখান থেকে তুমি আমাকে কুড়িয়ে এনেছিলে। সেই পুতঃ দুর্গন্ধময় নর্দমায়। সত্যিই বলছি আংকেল, তোমার সাথে থেকে আমি পঁচা পূতঃদুর্গন্ধময় নালা থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি।

আংকেল 'জনি জনি' নামে হাক দিয়ে তাকে থামানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। জনি থামেনি। বাইরে যাওয়ার পথে কালো টুপিটা তুলে নেয়। ঘরের বাইরে পা রাখতেই পেছন থেকে রোজী ডাক দেয়, 'জনি।'

পেছনে ফিরে দেখলো, রোজী পেছনে এক কার্টুনের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে। ময়লা ফ্রকের পরিবর্ত্তে কালো সার্টিনের ফ্রক পড়েছে। মাথার চুল উপর দিকে খোঁপা বাঁধা। অনেকগুলো ফুল লাগিয়েছে, যেন মাথার উপর ফুলদানি রেখে দিয়েছে। হাই হিল জুতা পরেছে, মুখে মেখেছে রোজ একদম লাল করে।

তার চোখ মুখ অত্যন্ত নিষ্পাপ দেখাচ্ছিল। নচেৎ তাকে একজন বেশ্যার সমতুল্য মনে হতো।

রাগের মাথায় জনি হেসে ফেলে বলল, 'এ সব কি?'

'তোমার আমাকে ভাল লাগছে?' রোজী বলল, তারপর নিজেকে ভালভাবে দেখানোর জন্য এক পাঁক ঘুরে দাঁড়ায়। 'আমি তোমার সাথে বাইরে যাব বলে, এসব পোষাক তৈরী করে রেখেছি।'

'আমি তোমাকে বাইরে সাথে নিয়ে যাব?' জনির রাগ হয়, আবার তার প্রতি করুণাও হচ্ছিল। বলল, 'এবার ভাল মেয়ের মতো এই ফ্যান্সি পোষাক ছেড়ে শুয়ে পড় গিয়ে।' একথা বলে জনি মাথায় হেট পরে গট্‌গট্ করে বেরিয়ে যায়।

রোজী দৌড়ে দরজা পর্যন্ত গেল তাকে বাধা দিতে। কিন্তু ইতিমধ্যে জনি বেরিয়ে পড়েছে। বাইরে নীরব নিস্তব্ধ আর অন্ধকার। সমুদ্রের ঢেউ গর্জন করে তখন তীরের সাথে আঘাত হেনে চলেছে।

BanglaBook.org

# প্রেমের পেয়ালা

বোম্বের সমুদ্রতীর জুহু থেকে কলাবা পর্যন্ত বিস্তৃত। জুহুর সৈকতে সমুদ্রের ঢেউ রোজীর জন্য যেন প্রতীক্ষায়। সেখানেই আবার মেরিন ড্রাইভে অমর ও আশার জন্য সমুদ্রের ঢেউ জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে। তিনমাস পর সাক্ষাৎ হয়েছে, তাই ট্যাক্সি নিতে একজনের তাড়া থাকবেই। প্রেমিক চায় প্রেমিকা তার সঙ্গে থাকুক, সারারাত হাটতে থাকবে, পথ শেষ হবেনা।

অমর আশাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, 'এই পথ আমরা কতবার পায়ে হেটে অতিক্রম করেছি।'

আশা বলল, 'তোমার রীতিনীতিই ভিন্ন প্রকৃতির। আমার কাছে ট্যাক্সির পয়সা না থাকলে পায়ে হেটে চলব। আর চায়ের পয়সা না থাকলে চা খাবনা।'

চায়ের কথা শুনে অমরের কি জানি মনে পড়ল, তাই আশাকে জিজ্ঞাসা করে, 'সেই চায়ের টিপট এর কথা মনে আছে, যার মাধ্যমে আমাদের পরিচয় হয়েছিল।'

সেদিন আশা আর অমরের কাছে মালাবার হিল-এর কাফে নাজ-এ চা খাওয়ার পয়সা ছিল। কিন্তু একে অন্যের মধ্যে পরিচয় ছিলনা। অমর এক ঝলক দেখতে পায়। একটি সুন্দরী তরুণী বান্ধবীদের সাথে চা খেতে বসে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই, উদাস দৃষ্টি, কলেজের মেয়েদের আলাপও যেন শেষ হবার নয়। নানা আলাপ হয়, ছেলেটি সত্যিই খুবই সুন্দর। প্রফেসর বোসের ক্লাস বোরিং লাগে—শুনেছ, টেনিস টুর্ণামেন্টে সুশিলা আর লম্বা ছেলেটা কি নাম জানি, আরে মনে পড়েছে—হ্যাঁ বর্মা সিঙ্গেলস ডবলস-এ খেলছিল। লীলার শাড়ী দেখেছ, কি অপূর্ব—দারুণ শাড়ীর রং। আরে ঐ লিপিষ্টিক বাজারে কোথায় পাওয়া যায়? এই লিপিষ্টিক তো আমার আব্বা একজন কালোবাজারীর কাছ থেকে কিনে এনেছে।

মেয়েরা অমরের টেবিলের পাশেই বসেছে। তারা শুনার ইচ্ছা না থাকলেও তাদের বকবকানি হজম করতে হচ্ছে। সেদিনের একটি দৈনিক পত্রিকা মেলে ধরে অমর পর্দার ন্যায় আড়াল করে বসেছিল। কিন্তু তাদের কথোপকথন শুনতে

BanglaBook.org

পাচ্ছিল। পাশের টেবিলে আরেকজন স্যুটপরা, মাথায় হ্যাট, টাই পরিহিত কৃষ্ণকায় এক যুবক বসেছিল। তাঁর গোফ জেট প্লেনের ন্যায়। তার ধারণা মেয়েরা তার হাসিতে জান দিতে প্রস্তুত। তাই বার বার সে মুচকি হেসে মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিল। আশা ও তার বান্ধবীরা যতবার সেদিকে তাকায়, ছেলেটি হ্যাট তুলে তাদের সালাম জানায়। হয়তো, তার এই ভাবভঙ্গি আধুনিক মেয়েদের পছন্দ।

আশা একবার-দু'বার-তিনবার লোকটির দিকে তাকায়। প্রতিবারই সে দাঁত দেখিয়ে হাসে। চতুর্থবার আশা তাকালে, তাকে হ্যাট তুলে অভিনন্দন জানায় আর চোখে টিপুনি কাটে। সে ভেবেছে হয়তো তাকে মেয়েরা ডেকে তাদের টেবিলে বসাবে।

আশা ছেলেটির বেহায়াপনায় অস্বস্থিবোধ করছিল। আশে পাশে তাকাচ্ছিল, হোটেলের ম্যানেজার অথবা বেয়ারাকে পেলে অভিযোগ করবে। কিন্তু কেউ নেই। এবার অমর সামনে থেকে পত্রিকা সরিয়ে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে আশার দিকে তাকায়।

আশার নীরব দৃষ্টি যেন বলছে, তাকে কিছু করার জন্য। আশা ইঙ্গিতে ছেলেটির দিকে তাকায়। আবার ছেলেটি হ্যাট তুলে আর আশার দিকে তাকিয়ে চোখ মারে।

এবার অমর উঠে দাঁড়ায়। খবরের কাগজটি চেয়ারে রেখে হ্যাটপরা যুবকটির টেবিলে গিয়ে হাজির হয়। সামনে চায়ের টিপট রাখা ছিল। হঠাৎ টিপট তুলে ছেলেটির মাথার উপর সজোরে আঘাত হানে। যেহেতু মাথায় সাহেবী টুপি ছিল, টিপট ভেঙে দু'টকরা হয়ে যায়। ছেলেটি হতভম্ব হয়ে যায়। অমর দেখে আশা ও তার বান্ধবীরা খিল খিলিয়ে হাসছে। অমর ভাবে, হাসা অবস্থায় মেয়েদের কত সুন্দর দেখায়।

এরপর থেকে দু'জনের দেখা সাক্ষাৎ শুরু হয়।

দু'টি তরুণ হৃদয়ের মিলনে বন্ধুত্ব তারপর ভালবাসা। একে রোধিবে কে?

প্রেম করার জন্য তাজমহল, শালিমার বাগ, অজন্তার মন্দিরের পটভূমির প্রয়োজন নেই। তাদের ভালবাসা যে কোনখানে উড়ে গিয়ে পৌছতে পারে। এ্যাপোলো বন্দরে ফলবিক্রেতা, মিষ্টি আনারসের বদলে টক আনারস বিক্রি করে। কিন্তু প্রেমিক প্রেমিকাদের কাছে সেগুলোও মিষ্টি মনে হয়।

BanglaBook.org

ঘোড়ার গাড়ীর ধীর গতি। কিন্তু যারা রোমান্টিক যাত্রী, তাদের জন্য দু'টি হৃদয়কে কাছে টানতে ঘোড়ার গাড়ীর জুটি নেই। রোববার দিন সমগ্র এলাকা প্রেম নিকেতনে পরিণত হয়। প্রেমিক প্রেমিকারা জুটি বেঁধে ঘুরতে আসে দলে দলে।

তেমনি এক রোববার সন্ধ্যায় অমর আর আশা হাত ধরে টহল দিচ্ছিল। অমর বলল, 'মন চায় তোমাকে আজ চা খাওয়াতে তাজমহল হোটেল নিয়ে যাই।'

আশা উত্তর দিল, তবে চলনা যাই।

অমর পকেটে হাত দিয়ে, এক টাকা ও কয়েকটি পয়সা বের করে বলল, 'আমার পকেটে এই পুঁজি।'

আশা নিজের পার্টস দেখিয়ে বলল, 'আমার কাছে যা আছে, সেও তো তোমার।'

এরপর অমর ধীর কণ্ঠে বলল, 'আমি জানি আশা, তুমি এক ধনী বাবার মেয়ে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে, যখন আমার পকেটে ট্যাক্সি ভাড়া থাকবেনা তখন আমরা দু'জানে বাসে চড়ব। বাসের পয়সা না থাকলে পায়ে হেটে যাব।'

'আর চায়ের পয়সা না থাকলে চা খাবনা।'

আশা তাড়াতাড়ি হাই তুলে বলল, 'বুঝেছি। আর আমরা পায়ে হেটে চলব এবং চা খাবনা।'

ইত্যবসরে টাউন হলের সিঁড়ি থেকে হাক শুনা গেল, 'আসুন সুস্বাদু চা পান করুন।'

দু'জনে ফিরে তাকায়। একজন দাঁড়িওয়ালা লোক চায়ের সরঞ্জাম আর বালতি নিয়ে বসেছে। লোকজন তার কাছ থেকে চা নিয়ে খাচ্ছে।

অমর আর আশাও তার কাছে বসেছিল। অমর অর্ডার দেয়, 'বড় মিয়া, চায়ের পিয়ালা কত দাম?'

বড় মিয়া উত্তর দেয়,' প্রেমের পেয়ালা প্রতিটি দশ পয়সা।' একথা বলে বুড়ো দু'জনের হাতে দু'কাপ চা তুলে দেয়।

আশা এত ভাল চা বড় বড় হোটেলেও খায়নি। বুড়োর আন্তরিকতা আর তাদের ভালবাসা চায়ের স্বাদ আরও বাড়িযে দিয়েছে। আশা প্রেমভরা নয়নে অমরের দিকে তাকায় আর চায়ে চুমুক দিতে থাকে। এটাকে সত্যিই 'প্রেমের পেয়ালা' বলতে অত্যুক্তি হবেনা।

BanglaBook.org

আবার একদিন আশা চুপিচুপি ঘরের বাইরে যেতে গেলে তার বাবা ব্যারিষ্টার সাহেব ডাক দেয়, 'আশা।'

'জী, ড্যাডি।'

ব্যারিষ্টার সাহেব ব্যালকনীতে বসে সকালের পত্রিকা পড়ছিলেন, বলেন, 'এদিকে এস।' আশা কাছে এলে বলেন, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'জী, জুহু যাচ্ছি বেড়াতে।'

'জুহু, খুবই রোমান্টিক জায়গা তাই না?'

'জী হাঁ। আশা হকচকিয়ে আবার বলল, 'জী না।'

'জী হাঁ, জী না' এটা কোন জবাব হল। 'বলছনা কেন সাংবাদিক অমর কুমারের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।' ব্যারিষ্টারের হাতে যেন চোর ধরা পড়েছে। এখন অপরাধ স্বীকার করা ছাড়া আশার কোন পথ নেই।

ব্যারিষ্টার সাহেব এবার জেরা শুরু করেন, 'সে কি তোমাকে বিয়ে করবে বলেছে?'

'জী না।' আশার উত্তর। 'এখন পর্যন্ত কিছু বলেনি।'

'তুমি বুঝি তাকে প্রস্তাব দেবে? জান সে কত বেতন পায়?'

'জী জানি। পাঁচ শত টাকা।'

'পাঁচশ' টাকায় তো তোমার শাড়ী আর স্যাণ্ডেল কিনতেই ব্যয় হবে।'

'কিন্তু ড্যাডী, আমি এখন সব কেনাকাটা বন্ধ করে দিয়েছি।'

এবার ব্যারিষ্টার সাহেব জেরার দিক পরিবর্তন করে বলেন, সে আবার এই ভাবনায় না থাকে যে, ঘরজামাই হয়ে আমার বাড়িতে থাকবে।

আশা জবাব দেয়, এমন কোন ইচ্ছা তার নেই। এমনকি চা খাওয়ার পয়সাও আমাকে দিতে দেয়না। এবার আশার প্রেমের পেয়ালা' চা এর কথা মনে পড়ায় মুচকি হাসে।

ব্যারিষ্টার সাহেব আবার আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বলেন, 'আমার বিষয় সম্পত্তির দিকে তার নজর থাকলে বলে দিও, আমি আরও বিশ পঁচিশ বছর বেঁচে থাকব।'

'ভগবানের কৃপায় আপনি আরও এক'শ বছর বেঁচে থাকুন।' একথা বলে আশা অনুমতি চাইল। 'ড্যাডী আমি যাব।'

'যাও।' ব্যারিষ্টার সাহেব অনুমতি দিলে আশা যাত্রা শুরু করে। আবার ডাক দেন, 'দাঁড়াও।'

BanglaBook.org

আশা থেমে গিয়ে বাবার দিকে তাকায়। ব্যারিষ্টার সাহেব উঠে দাঁড়ান। তার মেয়ের কাছে এসে বলেন, 'মনে রেখো, ঐ সাংবাদিককে বিয়ে করলে তোমাকে না খেয়ে থাকতে হবে, ভুখা মরবে। কোন অন্ধকার গলির বাড়িতে রাখবে, আর চিৎকার করে করে তোমাকে উত্যক্ত করবে। তোমাকে মশলা পিশতে হবে, আটা পিশতে হবে আর রুটি তৈরি করতে হবে।'

আশা বাবার কথার মূল বক্তব্য বুঝতে পারে। তার বাবা অমরের সাথে তার বিয়েতে গররাজী নন বরং তাকে কঠিন বস্তির জীবন সম্পর্কে তৈরি করে নিচ্ছেন। মেয়ের কাছে এসে অত্যন্ত স্নেহের সাথে বলেন, 'আশা বেটি, আজ তোমার মা জীবিত নেই। তা হলে এসব আলাপ করতে হতোনা।' তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'জীবন একটি রোমান্টিক নভেল বা সিনেমা নয়। বরং বুঝে শুনে; ভেবে চিন্তে, হাঁ না বলা উচিত।'

আশা তার সিদ্ধান্তের গুরুত্ব অনুধান করতে পারে। তাই বলল, 'আচ্ছা, ড্যাডী।' একথা বলে সে বেরিয়ে পড়ে।

ব্যারিষ্টার সাহেব মেয়ে চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করেন তার চোখে মুখে এক আনন্দের ছাপ দেখা যায়। আর মুখে স্মিতহাসি যেন মেয়েকে মনে মনে আশীর্বাদ করছে।

জুহু সৈকতের সমুদ্রের ঢেউ বুঝি অমরের ন্যায় আশার প্রতীক্ষায় ছিল। একটি টিলার উপর এক বৃদ্ধ চায়ের দোকান সাজিয়ে বসে আছে। অমরকে এক কাপ চা তৈরি করে হাতে তুলে দেয়, বলল চা খাও, তাহলে প্রশ্ন করার শক্তি সঞ্চয় করবে।

অমর হেসে বলল, কি প্রশ্ন করবো তোমাকে?

বুড়ো বলল। আচ্ছা কতদিন আমার কাছে একা এক পেয়ালা চা খাবে?

অমর চায়ের পেয়ালা ফেরত দিতে গিয়ে উত্তর দিল, 'এর কি উত্তর দেব। সে বড়লোকের মেয়ে। তাজমহল হোটেলে চা খেয়ে অভ্যস্ত। আজ আমি তাকে এখানে একথা বলার জন্য আসতে বলেছিলাম' বক্তব্য অসমাপ্ত রেখেই ফেরিওলাকে চায়ের পয়সা দিয়ে কাঁধে কোট রেখে সমুদ্রের তীরের দিকে চলে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে আশা এসে হাজির। বুড়োকে আদাব জানিয়ে জানতে চায়, সে কি এসেছিল?

চা ওয়ালা উত্তর দেয়, একজন এসে চলেও গেছে।

BanglaBook.org

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোথায়?' অবশ্য জিজ্ঞাসার প্রয়োজন ছিলনা। দূরে টিলার উপর একজনকে বসে থাকতে দেখা গেল।

অমর একা বসে বসে আশার সাথে তার সম্পর্কের কথা ভাবছে। সে আবেগ প্রবণ হয়ে উঠে। নিজের মনকে প্রশ্ন করে, সে তো আশাকে চায়। কিন্তু আশা কি তেমনি তাকে ভালবাসে। আশা কি তাকে বিয়ে করতে রাজী হবে। এরকম হাজারো প্রশ্ন তার মনে ভীড় জমায়। তার কাছে সিদ্ধান্ত নেয়াই কঠিন হয়ে পড়ে। বিবেক বলছে, আশাকে ভুলে যাওয়াই উচিত। সে একজন বড় লোকের মেয়ে। আরাম আয়াসে জীবন কাটায়। তুমি একজন এতিম আশ্রয়হীন, পাঁচ'শ টাকা বেতনের সাংবাদিক। এ অবস্থায় আশাকে বিয়ের স্বপ্ন দেখা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু মন বলছে, ভালবাসাকে টাকায় পাল্লায় যাচাই করা যায় না। আশা অন্যান্য ধনীর ললনাদের মতো নয়। সে তো আমাকে সত্যিই ভালবাসে। তাকে ছাড়া বেঁচে থাকবো সত্যিই, কিন্তু সুখী হতে পারবোনা। সে একা একা বসে একটি কবিতার চরণ আওড়াতে থাকে, 'আমার হৃদয় পৃথিবীর দুঃখ বেদনায় ভীত। তোমার কুন্তলের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে শান্তি নীড় খুঁজি।'

আশাই তার একমাত্র আশা ভরসা, ভালবাসার প্রাণ কেন্দ্র। সামনে আশা দাঁড়িয়ে হাসছিল। তার হাসিই যেন বলে দিচ্ছে, 'আমাকে অন্য মেয়েদের মতো ভেবোনা। আমি দুর্গম মুহূর্তে তোমার সাথে থাকব। আমি তোমারই। শুধু তোমারই' ততক্ষণে পরস্পর পরস্পরের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। সমুদ্রের ঢেউ এর গর্জন আর নারিকেল গাছের সারি, সব কিছু মিলিয়ে তাদের প্রেম নিবেদন এক অপূর্ব আবেগের সৃষ্টি করেছিল। অতীতের সেই স্মৃতি অমরের মনে জ্বল জ্বল করছে। অমর ও আশা একটি দালানের সিঁড়ি বেয়ে উপর দিকে উঠছে, একতলা, দুইতালা, তিন তালা। প্রত্যেকটি সিঁড়িতে তাদের স্মৃতি বিজড়িত—অমর আশাকে বিয়ে করে প্রথম এই দালানে গিয়ে উঠেছিল।

অমর সিঁড়ি অতিক্রম করতে গিয়ে বলল, 'আশা, তুমি তো এই দালানের কথা ভুলে গেছ। পুরো পাঁচ তলা লিফ্‌ট নেই।'

'তুমি কি মনে কর আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারবনা। তোমার ঘর সাত আসমানের উপর হলেও আমি সেখানে যেতে পারব কিন্তু তুমি ঘরে কখন থাক? আমাকে তো সারাদিন তোমার পাওনাদারদের দর্শন পেতে হয়, বাড়িওয়ালা, দুধওয়ালা, তরকারীওয়ালা ইত্যাদি।' আশার উত্তর।

BanglaBook.org

'আর রাতে, অসভ্য পাগড়িওয়ালা।' একথা বলে অমর হাসতে থাকে।

তিনতলায় পৌঁছে অমর আশাকে মনে করিয়ে দেয়, পুরো বাহাত্তর ধাপ আছে। 'প্রতি রাতে যখন আমি ঘরে ফিরি তখন সিঁড়িরধাপ গণনা করতে করতে উপরে উঠি।'

'আর আমি তোমার পায়ের আওয়াজ থেকে সিঁড়ির ধাপ গুনতে থাকি।' আশা উত্তর দেয়।

অমর বলল, 'তাই আমি ঘরে পৌঁছার আগেই তুমি দরজা খুলে দাও।'

পাঁচ তলায় ছোট্ট একটি ফ্লাট। সিঁড়ির শেষ ধাপ পাড়ি দিতে গিয়ে একে অপরের অতিকাছে এসে পড়ে। আশা বলল তুমি ঘরে এলে আমি পাক ঘরে উনুন জ্বালাই ...।

অমর বাক্য শেষ করে, 'আর ডিম ফ্রাই করে খেতাম তাইনা।' তারপর আশার দিকে প্রেমের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'আশা, আজ আমি খুব ক্ষুধার্ত।'

'সত্যিই।' আশা আবেগভরা কণ্ঠে বলল। কারণ সেও অমরের প্রেমপিয়াসী।

এখন সে তার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। দরজায় একটি উকিলের নোটিশ টাঙানো, বাড়ীওয়ালার তরফ থেকে এই নোটিশ জারী করা হয়েছে। পাশের দেয়ালে কয়লায় লিখা রয়েছে। ধার শোধ করুণ, নচেৎ খাবার বন্ধ। যত দেরীতে রাতে ফিরনা কেন আমি আসবই।

নিজের বাড়িতে আশার ভালই স্বাগত জানানোর ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু অমর কথার মোড় ঘুরিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'ভাড়াটিয়াকে বের করা সহজ নয়।'

আশা দরজার পাশে দু'টো খালি দুধের বোতল দেখতে পায়। অর্থাৎ দুধ সরবরাহও বন্ধ থাকবে। অমর বলল, চল দুধ ছাড়াই চা পান করব। একথা বলার পর অমর চাবি দিয়ে দরজা খুলে, ভেতরে প্রবেশ করে লাইট জ্বালায়। পোষ্ট বক্স থেকে চিঠি বের করে রাখে। সংকীর্ণ জায়গায় আশাকে বুকে জড়িয়ে ধরে স্বাগত জানায়, আর বলে, 'ওয়েলকাম হোম' মিসেস অমর কুমার। আল্লার কুদরত, সে আমার ঘরে এসেছে।'

আশা বাস্তবতা উপলব্ধি করে বলল, 'এই বাড়ি আমাদের আর কয়দিন দখলে থাকবে। বাড়ীওয়ালা হয়তো পুলিশ নিয়ে আসবে।'

BanglaBook.org

অমর বাতি জ্বালিয়ে বলল, আজ রাত আমার ও তোমার। আজ দরজা কারও জন্য খুলবনা। সে দুধওয়ালা হোক বা বাড়ীওয়ালা বা পুলিশই হোক।

আশা কামরায় চোখ বুলিয়ে দেখলো, সব জিনিসপত্র ওলটপালট অবস্থায় পড়ে আছে। বইয়ের আলমিরায় কাপড়ের স্তূপ। লেখার টেবিলে চায়ের পেয়ালা আর ময়লা থালা, ক্যামেরা, টাইপ রাইটার পেন্সিল, কাগজ, বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, চিঠি পত্র পড়ে আছে। শুধু একটি জিনিস সঠিক ভাবে রাখা ছিল, তাদের দু'জনার বিয়ের ছবি।

আশা খাটের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে বসার জায়গা করে নিয়ে বলল, 'তোমরা হলে বুলি আওড়ানোর ওস্তাদ। জানিনা মহিলারা তোমাদের দেখাশুনা না করলে পুরুষদের কি অবস্থা হতো।'

অমর ডাকে আসা চিঠিপত্র আর ম্যাগাজিন এর বাণ্ডিল টেবিলের উপর রেখে চেয়ারে বসে হেসে জবাব দিল, 'অবস্থা কি হবে? জংলীদের মতো ঝোপ জঙ্গলে থাকতাম, জংলী জীবজন্তুর মত কাঁচা মাংস খেতাম।'

আজ সে সত্যিই খুবই খুশী। আজ দীর্ঘদিন পর আশা তার ঘরে ফিরে এসেছে। আজ আবার দু'জনে সংসার শুরু করবে। আজ তার মন চায় নেচে গেয়ে হৈ চৈ করে ঘর মাতিয়ে তুলতে। কিন্তু সর্ব প্রথম প্রয়োজন, সে কিছু খাবে আর আশাকে খাওয়াবে। সে বিমানে স্যাণ্ডউইচ পর্যন্ত খায়নি, শুধু চা খেয়েছিল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে অমর বলল, 'আমার দারুণ ক্ষুধা পেয়েছে। দেখি পাকঘরে কিছু ডিম আছে কি না?'

স্বামীর ক্ষুধা পেলে আশা আনন্দ পায়, সে মুচকি হেসে বলল, "তুমি গ্যাসের চুলা জ্বালাও। আমি ঘরটা গুছিয়ে নিই।"

"জো হুকুম" বলে অমর মাথা নেড়ে কিচেনের দিকে চলে যায়।

এবার আশা কামরার দিকে তাকায়। চারিদিকে ছড়ানো ছিটানো জিনিষ পত্র। কিন্তু প্রবাদ আছে মেয়েদের হাতের যাদু স্পর্শে সংসার সুন্দর হয়ে উঠে। আশার হাতের পরশে অমরের কামরার চেহারা পাল্টে যায়। এবার বই পত্র আলমারীতে সাজানো হয়েছে। খাটের উপর চাদর বিছিয়ে সাজানো হয়েছে। ধুপার কাপড় আলমারীর উপর রাখা হয়েছে। ময়লা কাপড় চোপড় বাথ রুমের বালতিতে

BanglaBook.org

রেখেছে। টেবিলে সব জিনিষ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কলম, দোয়াত, পেনসিল, ফাইল, প্রভৃতি। আশা আরামে বসে ডাকে আসা চিঠিগুলো দেখছিল। অমর উপস্থিত থাকলে হয়তো তক্ষুনি ডাক খুলতে জেদ করতো। আর জরুরী চিঠির জবাব লিখতে বসে যেতো। আজ আশার চিঠি খুলতে উৎসাহ অনেক কারণ এর মাঝে কোন মেয়ে বান্ধবীর চিঠিও আসতে পারে। সাংবাদিক আর লেখকদের কাছে রোমাণ্টিক চিঠি আশা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আজকের ডাকে কোন রোমান্টিক চিঠি ছিলনা। একটি গ্যালারীতে প্রদর্শনী, তারই দাওয়াত নামা। সাংবাদিক ইউনিয়নে কে জানি ভাষণ দেবে তারই বিজ্ঞপ্তি। টেলিফোনের বিল ছয়মাস বাকী তারই শেষ নোটিশ। হোটেল জল তরঙ্গে ক্যাবরে নৃত্যের উদ্বোধনের কার্ড। রাজমহল হোটেলে বিহার রিলিফ ফান্ডের ফ্যাশন শো। কিন্তু আর একটি লম্বা খামে চিঠি এসেছে, সেটা ডাকে আসেনি বরং কেউ হয়তো বাক্সে এসে দিয়ে গেছে। চিঠির প্যাকেটটি বেশ ভারী। হয়তো কোন সমিতির রিপোর্ট বলে ভেবেছিল আশা, কিন্তু খুলে দেখে দু'টি প্লেনের টিকেট। মিঃ ও মিসেস অমরের নামে টিকেট, ফার্ষ্ট ক্লাস, প্যারিস-লন্ডন আর নিউইয়র্কের জন্য। একি উপহাস? অমর চুপিচুপি আমার জন্য এ ব্যবস্থা নিয়েছে অথচ আমাকে জানায়নি, আশা ভাবতে থাকে। এটা বুঝি সেই গোপন তথ্য যা বলার জন্য আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

আশাকে বলেছে, আজকের রাতটি খুবই প্রয়োজন দু'জনের একত্রে থাকা। কারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা পরস্পরকে চিরদিনের জন্য মিলিত অথবা বিচ্ছিন্ন করবে। আশা দস্তুরমতো ঘাবড়ে গিয়েছিল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

# বোম্বাই : রাতের আলিঙ্গনে

"আমার কাছে প্রেম চাইবেনা প্রিয়া" গুণগুণ করে গান গাইতে গাইতে অমর টেবিল পরিষ্কার করে দু'টি প্লেট রাখছিল, তখন আশা কামরায় প্রবেশ করে। অমর বলল, "দু'টি ডিম পাওয়া গেছে, ভেজে নিই। রুটি দিয়ে খাওয়া যাবে।"

আশা অভিমানের সুরে বলল, "আমি আপনার সাথে কথা বলবনা। আপনি ।"

এটাতো স্ত্রীদের ন্যাকামো। অমর বলল, "কি ব্যাপার, কি হয়েছে?"

"আপনি আমাকে আগে কেন বলেননি যে, আমরা বিমানে বিলাত যাচ্ছি।" আশা অভিযোগ করলো সত্যিই, কিন্তু এর মাঝে কৃতজ্ঞতার সুরও আছে।

অমর বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "সত্যিই আমরা বিলাত যাচ্ছি? স্বপ্ন দেখছিনাতো।"

"দেখুন, আমাকে বোকা বানাবেন না।" খামটা আগে বাড়িয়ে দিয়ে আশা বলল, "দেখুন বিমানের টিকেট, আপনিই আনিয়েছেন।"

"টিকেট আমি আনিয়েছি?" অমর খামটি হাতে নিয়ে প্রেরকের ঠিকানা পড়ে ব্যাপারটি বুঝে নেয়, কিন্তু "তার চেহারা ফ্যাকাশে আকার ধারণ করে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে অমর বলল, আশা, আমরা বিলাত যেতে পারি কিন্তু এই টিকেটের জন্য অনেক মূল্য দিতে হবে।"

"জী।" আশা বুঝতে পারেনা অমর কি বলতে চায়।

"সেই কথাই তোমাকে বলার জন্য এখানে এনেছি। কিন্তু কথা বলার জন্য তো সারারাত পড়ে আছো আগে ডিম ফ্রাই করে খেয়ে নিই। প্রবাদ আছে, খালি পেটে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না।"

সে চেয়ারের দিকে ইশারায় আশাকে বসতে বলল।

কিন্তু আশা গ্যাসের চুলার দিকে তাকিয়ে প্রতিবাদের সুরে বলল, "আমাকে ডিম ফ্রাই করতে দিন।"

BanglaBook.org

অমর আশার হাত ধরে আদরের সাথে চেয়ারের দিকে টেনে নিয়ে যায় বলল, "বস প্লিজ। আরে বসোনা।" আবার চুলার দিকে যেতে যেতে অমর বলল, "আজ রাতে আপনি আমার অতিথি।"

শেঠ ডালিরিয়ার চাকরির প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আশাকে তৈরি করার মানসে এসেছিল। কিন্তু শেঠ ডালিরিয়া বিমানের টিকেট পাঠিয়ে সব প্ল্যান নষ্ট করে দিয়েছে। অর্ধেক গোপন কথা টিকেট দেখে আশা আঁচ করতে পেরেছে। এখন কিভাবে কথাটা পাড়বে, একথাই অমর ভাবছিল চুলার উপর ফ্রাই পেনে বনষ্পতি ঘি ঢালে।

সে বলল "আশা, এটা কিন্তু মামুলী ফ্রাইপেন নয়, এটা হল পৃথিবী। এই এটা বনষ্পতি ঘি নয়, এ হল আমাদের জীবন। এই জীবন গরমের আঁচ পেয়ে যেন ঘিয়ের ন্যায় গলে যাচ্ছে। আমরা যখন এই জীবনে প্রবেশ করব তখন বুঝতে পারব।" ফ্রাই পেনে একটি ডিম ভেঙ্গে ঢেলে দিয়ে বলল। "এ হল অমর কুমার," আর একটি ডিম ভেঙ্গে কড়াইএ দিয়ে বলল "এ হল তার সঙ্গী আশা।" গরম ঘিয়ে ডিম উল্টে পাল্টে ভাজছিল।

আশা তার স্বামীর কাব্যিক কথাবার্তায় মুচকি হেসে বলল "দু'জনেই জীবনের একই আগুনে পুড়ছে। ঝলসে যাচ্ছে।"

অমর চিৎকার করে বলল, "তাহলে কি দু'জনকে পৃথক করে দেব?"

"না তা করবেন না?" আশা অস্থির হয়ে বলল। তারপর অমরের কাছে গিয়ে আন্তরিকতার সুরে বলল, "ওরা দু'জন একত্রেই থাকবে।"

"চির জীবনের জন্য।" অমর জানতে চায়, সে নাজুক আলাপ করার আগেই "স্বীকার করতে চায়, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, দু'জন একত্রে থাকবে। আশা কিন্তু কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল "চিরদিন এবং সব জায়গায় একত্রে থাকবে।"

"সব জায়গা" শব্দের অর্থ অমর বুঝতে পারেনি।

এবার দু'জনে একে অপরের সামনে বসেছিল। আশা খুশী হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, বোম্বাই হোক বা লন্ডন, প্যারিস অথবা নিউইয়র্ক। আমার কিন্তু প্যারিস খুব পছন্দ। সেখানে আমি ফরাসী ভাষার চর্চা করতে পারব।" আবার নিজের ফরাসী ভাষার জ্ঞান জাহির করতে গিয়ে আশা বলল, "ইয়াঁওজিম" অর্থাৎ আমি তোমাকে ভালবাসি।

BanglaBook.org

অমরও কিছু কিছু ফরাসী ভাষা জানে। অমর ফরাসী ভাষায় উত্তর দেয় "মাওতজী" অর্থাৎ আমিও তোমাকে ভালবাসি। এবার সে আসল কথায় আসে, বলল, "আশা, আমরা লন্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক যেতে পারি, কিন্তু তার জন্য আমাদের অনেক মূল্য দিতে হবে।"

আশা ভাবে "অনেক মূল্য" অর্থ কি। তারপর জিজ্ঞাসা করল "কি মূল্য দিতে হবে?" অমর শেষে আসল কথা প্রকাশ করে বলল, "আমাকে শেঠ ডালিরিয়ার কোম্পানীতে চাকুরী করতে হবে।"

কিন্তু আশার কাছে তেমন বিপজ্জনক কিছুই মনে হয়নি, বলল, "তাতে কি। তোমাকে তো কোথাও না কোথাও চাকুরী করতে হবে। এখন তো পত্রিকার মালিকের কাছে চাকুরী করো।"

"আশা আমাকে জার্নালিজম ছেড়ে শেঠ ডালিরিয়ার কোম্পানীর পাবলিসিটি করতে হবে। শেঠ ডালিরিয়ার নামের প্রচারণা ও ঢাক ডোল পিটাতে হবে। তুমি দু'টি চাকুরীর পার্থক্য বুঝতে পারছনা।"

"পার্থক্য অনেক" আশা কৌতুকের সাথে বলল, "ওরাতো মাত্র পাঁচ'শ টাকা বেতন দিয়ে আঠারো ঘণ্টা কাজ করায়। ডালিরিয়া এন্ড কোম্পানী নিশ্চয় অন্ততঃ হাজার টাকা বেতন দেবে।"

এবার অমর মুখ খুলল, বলল, "হাজার টাকা নয়, আড়াই হাজার টাকা বেতন, বাড়ী গাড়ী ফ্রি।"

"এরপরও আপনি ভাবছেন?" আশার বিস্ময়।

"আশা, আমি প্রত্যাখান করে এসেছি।" অমরের উত্তর।

আশার বিস্ময়ের অন্ত নেই, "আপনি অস্বীকার করে এসেছেন।" সে বুঝতে পারেনা, পৃথিবীতে এমন বোকা লোকও থাকতে পারে। অমর তার বোকামী ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে বলল, "শেঠ ডালিরিয়ার বিরুদ্ধে আমি পত্রিকায় যে সিরিজ লিখি, তা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এই চাকুরী অফার করেছে।"

রাগে আশা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, বলল, "এই সিরিজ না লিখলে মাথায় কি আকাশ ভেঙ্গে পড়বে? আপনি সর্বদা কারও না কারও বিরুদ্ধে লিখে থাকেন। কখনো সরকারের বিরুদ্ধে, কখনো কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে, কখনো ধনীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু বলুন তো, আপনার লেখায় কারও উপকার হয়েছে? দেশের অবস্থা

BanglaBook.org

আগে যা ছিল তাই রয়েছে। বরং অবস্থা এমন খারাপ হয়েছে যে, কাল আমাদের মুদির দোকান থেকে চাল কেনারও পয়সা ছিলনা।"

অমরও রেগে বলে, "তুমি কি চাও, আমি আমার কলম বিক্রি করে দিই?" সে ভেবেছিল, আশা হয়তো এই যুক্তির সামনে চুপ হয়ে যাবে।

কিন্তু আশা, হাজার হোক মহিলা। মেয়েরা যুক্তিতে নয়, আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়। পুরুষেরা চন্দ্রসূর্যের কথা ভাবে, আর মেয়েরা মাটির পৃথিবী অর্থাৎ চাল, ডাল, আটার চিন্তায় মগ্ন। আশা বলল, "আমিও চাই বাহ্যিক চিন্তা ছেড়ে নিজেদের কথা ভাবি। কতদিন এভাবে ভবঘুরে জীবন যাপন করব! একটি মাত্র কামরার ফ্লাটে থাকি। আপনি কি কখনও ভেবেছেন, ঘরে মেহমান আসলে কোথায় বসবে?"

"মেহমান।" অমর বিস্ময়ের সাথে বলল, "সত্যিই কি আমার বাড়িতে কোন অতিথি আসবে?"

আশা মাথানত করে বলল, "এখন অতিথি আসেনা সত্যিই, কিন্তু ভবিষ্যতে তো আসতে পারে।" তার অস্ফুট বাক্য মুখ দিয়ে বের হয়, "ছোট্ট অমর, ছোট্ট আশা।"

অমর বাক্য দু'টি পুনরাবৃত্তি করে, "নাদুস নুদুস অমর, ছোট আশা।" অমরের কথা শুনে আশার চেহারা রক্তিম হয়ে উঠে।

নবজাত শিশুর সাধও আশার বুকে সুপ্ত রয়েছে। বলল, "আমাদের এ ব্যাপারে ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।" অমর বলল, "আশা, আর তর্কের দরকার নেই। সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এতো ভেবে দেখার কি আছে? আড়াই হাজার টাকা বেতন, ফ্রি-বাড়ী-গাড়ী। আর দরকার কি?"

কিন্তু অমরের ভাববার জন্য সময়ের প্রয়োজন। তাছাড়া নবজাত যে আসবে, তার জন্যও চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। যে জগতে শেঠ ডালিরিয়ার রাজত্ব, সেখানে অমরের শিশু সন্তানদের ভবিষ্যত কি? অতএব কথার মোড় পাল্টে বলল, "আর কিছু দরকার নেই। এই ফ্রাই ডিমের সাথে খাওয়ার জন্য চায়েরও প্রয়োজন নেই।"

আশা বলল, "তা অবশ্যই প্রয়োজন। মনে নেই বুড়ো চা ওয়ালা কি বলতেন?"

BanglaBook.org

"হাঁ, মনে আছে।" অমর চায়ের কেটলী উনুনে বসাতে বসাতে ভারী গলায় বলল, "চায়ের মাঝে চাহিদা থাকে। দশ পয়সা প্রেমের পেয়ালা।"

আশা হেসে উঠে। এই সময়েই দরজায় কলিং বেল বেজে উঠে।

আশা জানতে চায়, এতরাতে আবার কে এল।

অমর কানে কানে বলল, "বাড়ীওয়ালা—দুধ ওয়ালা—নয়তো পুলিশ।"

বারবার কলিং বেল-এর ঘণ্টা বাজছিল। কিন্তু অমর চেয়ার থেকে কোট তুলে নিয়ে আশার হাত ধরে বলল, আজ যেই আসুকনা কেন দরজা খুলবনা। অনেকদিন পর আজকের রাত এসেছে আমার জীবনে। একথা বলার পর, পেছনের দরজা দিয়ে গোপন সিঁড়ি বেয়ে দু'জনে নিচে নেমে চলে যায়।

অনেকক্ষণ ঘণ্টা বাজানোর পর দরজা ভেঙ্গে পুলিশ ঘরে প্রবেশ করে। সেই পুলিশ ইনসপেক্টার, যিনি ব্যারিষ্টার সাহেবের সাথে টেলিফোন আলাপ করেছিলেন, সঙ্গে চারজন কনষ্টেবল। ইনসপেক্টার, পুলিশ, সবাই মিলে বেডরুম ও পাক ঘরে তল্লাসী চালায়। কোথাও কেউ নেই।

ইনসপেক্টার বলল, "তা হলে কে কথা বলছিল।"

আবার গ্যাসের চুলার দিকে তাকিয়ে বলল, "এখানে নিশ্চয় কেউ ছিল, দেখ চুলায় ডিম ভাজা হয়েছে।"

তখন একজন কনষ্টেবল বাইরের ব্যালকনী থেকে ফিরে এসে বলল, "স্যার, পেছনে সিঁড়ি আছে।"

"আচ্ছা, তাহলে এদিক দিয়ে নেমে গেছে।" পুলিশের সকলে ঐ সিঁড়ি দিয়েই নিচে নেমে আসে।

এদিকে অমর আর আশা রাস্তায় গিয়ে ট্যাক্সিতে বসে ট্যাক্সিওয়ালাকে নির্দেশ দেয়, "তাড়াতাড়ি সোজা চালাও।"

আশা ঘাবড়ে গিয়েছিল, বলল, "আমরা এখন কোথায় যাব।"

অমর শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, "আশা আমরা আজ এমন সব জায়গায় যাব যেখানে সব সময় ইচ্ছা থাকলেও যেতে পারিনা, পয়সার অভাবে নতুবা সময়ের অভাবে।"

BanglaBook.org

"আমি কি কোনদিন অভিযোগ করেছি?"

"না তা নয়। তবে নতুন জীবন শুরুর আগে সে জগতের, সেই সোসাইটির জীবনের এক ঝলক দেখে নেয়া উচিত, যেখানে আমাদের অধিকাংশ সময় কাটাতে হবে।" অমর কিন্তু অত্যন্ত ধীর স্থির কণ্ঠে কথাগুলো বলছিল। আবার বলল "আজ রাজমহল হোটেলে ফ্যাশান শো। টুটুর ওখানে মিডনাইট পার্টি। কিন্তু সবার আগে যাব জলতরঙ্গ হোটেলে। সেখানে একজন যুবকের সাথে সাক্ষাত হবে।"

"কে সে?"

"সে তার নাম জোসেফ বলেছে। কিন্তু আমি জানি তার নাম জনি। আমার মনে হয় এই জনির কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। সম্ভবতঃ আমাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও তার কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারি।"

আশা কিন্তু অমর কি বলতে চায় তা বুঝতে পারেনি। তবে সে আনন্দিত, কারণ দীর্ঘদিন পর আশা অমরের সান্নিধ্যে এসেছে। অমরের নিঃশ্বাস পর্যন্ত তার বুকে এসে লাগছে, সে আনন্দে চোখ বুজে।

তাদের ট্যাক্সি রাতের অন্ধকারের বুক চিরে জুহুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। হোটেলে বিখ্যাত ক্যাবারে নৃত্যশিল্পী লিলি নাচবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

# অন্ধকারের আলো

রাতে হোটেল জলতরঙ্গ আলোকে ঝলমল করছিল। সমুদ্রের ঢেউ হোটেলের দেয়ালে আঘাত হেনে গর্জনের সৃষ্টি করছিল। নৃত্যের বাজনা বাইরে বাতাসে ভেসে আসছিল। চাঁদনীরাতে মনে হয়, সমুদ্রের ঢেউও নাচছে।

নৃত্যশিল্পী লিলি ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে মেকআপ পরখ করে দেখছিল। আজ ক্যাবারে নৃত্যের নতুন প্রোগ্রাম, তাই প্রসাধনে কোন ত্রুটি হোক তা তার কাম্য নয়। হেয়ার ড্রেসার নতুন ষ্টাইলে খোঁপা বেধে দিয়েছে, লিলি মাথায় একটা ফুল গুজে দেয়। আইব্রু পেনসিল দিয়ে চোখের ব্রু টানা হয়েছে। চোখের পলকে মাসকারা লাগানো হয়েছে। চোখ দু'টি অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল। ঠোটে লিপিষ্টিক। ফর্সা মুখের ঠোটের উপর একটি তিল ছিল, পাউডার আর মেকআপে তা চাপা পড়েছে, আর দেখা যায় না। আলো পেন্সিল দিয়ে তিলটিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। লিলি তখনও নৃত্যের পোষাক পরেনি। কালো রং-এর সেমিজ পরে আয়নার সামনে বসেছিল। সেমিজের আড়াল থেকে তার দু'টি স্তন ফুলে উঠে যৌবনের সত্যিকারের অপরূপ রূপ ফুটে উঠেছিল। কারণ তার পরণে ব্রেসিয়ারও ছিল না। বাইরে ড্রয়িং রুমে অনেকে বসেছিল। লিলিকে এক নজর দেখার জন্য হাজার টাকা খরচ করতে প্রস্তুত। কিন্তু লিলির ড্রেসিং রুমে কারও প্রবেশাধিকার ছিল না।

তার ভিজিটিং কার্ড পেয়ে লিলি রেগে টং।

কার্ডে লিখা ছিল "ফ্রমজনি, উইথ লাভ"। এই লিখা দেখে আরও রেগে যায়।

"তিনি কি পাঠিয়েছেন?" আয়ার কাছে জানতে চায়।

তার প্রশ্নের উত্তর শেস না হতেই হোটেলের দু'জন বেয়ারা ফুলের দু'টি ঝুড়ি নিয়ে, সালাম মেম সাহেব বলে টেবিলে রেখে চলে যায়।

আয়া ফুলের ঝুড়িগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "এই ফুল পাঠিয়েছে।"

লিলি রেগে বলল, "এগুলোকে তুলে বাইরে ফেলে দাও।"

BanglaBook.org

আয়া বলল, "এই দু'টি ঝুড়ি ফেলে দিতে দু'জন বেয়ারা দরকার হবে। ঝুড়ির সাইজ দেখেন, অন্ততঃ দু'শ টাকার ফুল হবে।"

"আচ্ছা ঠিক আছে, রেখে দাও। জনি একটা পাগল।" আর লিলি জানে জনি এমনি পাগলামো করে থাকে।

লিলি তাকে ধরা দেয়নি। কিন্তু জনির কাছে এত টাকা এল কোত্থেকে? লিলি ভাবছিল। তারপর আয়াকে হাক দেয়, "শোন মহারাজকুমার এসেছেন কি?"

"জী মেম সাহেবা।" আয়া আনন্দের সাথে বলল। কারণ এই সংবাদ পৌছানোর জন্য সে মহারাজকুমারের কাছ থেকে দশ টাকা বখসিস পেয়ে থাকে। আয়া আরো জানায় মহারাজকুমার ওয়েটিং রুমে আছেন। ক্যাবারে নাচের পর আপনাকে রাজমহল হোটেলে নিয়ে যাবেন।

হোটেলের পারমিট রুম হ'ল যেখানে বিশ্রামকারী লোকজনের মদপানের অনুমতি দেয়া হয়। এক একটি হোটেলে এর ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়। কোথাও পানসালা, কোথাও ওমর খৈয়াম, কোথাও অজন্তা। তাজমহল আর হোটেল জলতরঙ্গের বারের নাম "মদ্যসালা"। এই মদ্যসালা কোন ধর্মসালা অথবা পাঠশালা থেকে কোন অংশে কম জনপ্রিয় নয়। এই পানসালার দরজা খুললেই বৃদ্ধ-যুবক-মহিলা-পুরুষ সকলে হাতে পারমিট নিয়ে অস্থির হয়ে ভেতরে প্রবেশ করে আর মদের অর্ডার দেয়। তাছাড়া পানসালা খোলা রাখার নির্দিষ্ট সময় আছে। তাই মদ্যপদের কাজই হল অল্প সময়ের মধ্যে বেশী মদ পান করা আর কার্ডে মদের পরিমাণ কম লেখানো।

জনির পানসালার সব কায়দা কানুন জানা আছে। ম্যানেজার, ওয়েটার সবাই তার জানা শোনা। জনি নিজেও এই ধান্ধায় আছে, নিজেও পারমিট ছাড়া মদ পাচার করে থাকে।

স্বর্ণের বোতাম ওয়ালা শেরওয়ানী পরিহিত নেশাধার চোখে মহারাজকুমার তার টেবিলে একজন অচেনা যুবককে দেখে হতবাক। কিন্তু যখন যুবকটি ডিম্পল হুইস্কির অর্ডার দেয় তখন মহারাজকুমার বুঝতে পারে যুবকটি ভাল হুইস্কি চেনে। মহারাজকুমার ব্ল্যাক নান্ট হুইস্কির অর্ডার দিয়েছিল। ওয়েটার দু'জনের কার্ড নিয়ে হইস্কির পেগ আর সোডা সামনে রেখে দেয়।

BanglaBook.org

মহারাজকুমার এক পেগ শেষ করেছে, দ্বিতীয় পেগ হাজির। তখন জনি মুখ খুলে "মহারাজকুমার, আমি আপনার গাড়ী কিনতে চাই, কত দাম?"

মহারাজকুমার যুবকটির আকস্মিক ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথায় রেগে বলল, আমার গাড়ীর সাথে তোমার কি প্রয়োজন?" জনি বলল, "অনেক দরকার আছে। আমি আপনার গাড়ীটা কিনতে চাই।"

মহারাজকুমার বুঝতে পারে, হয়তো মদের প্রতিক্রিয়ায় ছেলেটি ভুল বকছে। তাই বলে, "তুমি কি পাগল হয়েছ। গতবছর আমি এই গাড়ী ত্রিশ হাজারে কিনেছি।" আসলে মহারাজকুমার গাড়ীটি বাইশ হাজার টাকায় কিনেছে, কিন্তু ছেলেটিকে দমিয়ে দেয়ার জন্য দাম একটু বাড়িয়ে বলেছে।

"আপনার গাড়ীর দাম আমি একত্রিশ হাজার টাকা দেব। তবে গাড়ীটি আপনিও সেকেন্ড হ্যান্ড কিনেছিলেন।" ছেলেটির কথা শুনে মহারাজকুমার হতবাক।

"তুমি কি এত টাকা দিতে পারবে?" মহারাজ কুমার প্রশ্ন করে। কারণ তার ধারণা মামুলী পোষাক পরিহিত তরুণের এত টাকা দেয়ার মুরোদ কোথায়?

এর মধ্যে ওয়েটার তার বিল নিয়ে আসে। সঙ্গে পারমিট দু'টো। ট্রে থেকে দু'টি বিল জনি তুলে নেয়। মহারাজ কুমারের লাইসেন্স তাকে দিয়ে দেয় আর নিজেরটা পকেটে। তারপর বিলের দিকে না তাকিয়ে পকেট থেকে এক হাজার টাকার নোট বের করে বেয়ারাকে দিয়ে দেয়। নির্ভয়ে সে পকেট থেকে হাজার টাকার নোটের একটা বান্ডিল বের করে। নোটের বান্ডিল দেখে মহারাজার লোভ হয়, কারণ কয়েক মাস যাবত সে হাজার টাকার নোটের চেহারাই দেখেনি।

এই অচেনা যুবকের অর্থের প্রাচুর্যে লালায়িত হয়ে মহারাজ কুমার জিজ্ঞাসা করে, "কি নাম তোমার?"

জনি।

"জনি" মহারাজকুমার নামের পুনরাবৃত্তি করে। জনি, নামটি শুনতে ভালই লাগে। তাছাড়া তোমাকে সত্যিই সিরিয়াস মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, আগামীকাল আমার সেক্রেটারীর সাথে দেখা করে সব ঠিক করে নাও, তারপর নাম পরিবর্তন করতে পার। এমনিভাবে তার সেক্রেটারীর ৬ মাসের বকেয়া বেতনও আদায় করা হবে কারণ ইতিমধ্যে সে বেতনের অভাবে চাকুরীতে ইস্তফা দেয়ার হুমকি দিয়েছে।

কিন্তু জনির চিন্তা ছিল ভিন্ন ধরনের। সে বলল, "মহারাজকুমার, আমার তাড়া আছে। আগামীকাল পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারবনা।" একথা বলার পর, সে এক'শ টাকার নোটের তিনটা বান্ডিল টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বলে "দশ-বিশ-

BanglaBook.org

ত্রিশ হাজার, যা দরকার নিন, আর গাড়ীর চাবি আমাকে দিয়ে দিন। বাকী আনুষ্ঠানিকতা আগামীকাল সারতে পারব।"

মহারাজ কুমার তখনও বিশ্বাস করতে পারেনি। তধুও উপায়ান্তর না দেখে জনিকে চাবি দেয়, আর একত্রিশ হাজার টাকা পকেটে ভরে নেয়। জনি চাবির গোছা এমনভাবে ধরেছিল যেন সেটা মোটরের চাবি নয় বরং যাদুর চাবি যার সাহায্যে সে সারা দুনিয়ার ধনসমূহ করায়ত্ত করতে পারে।

ডাইনিং হলে ডিনার শেষ। এখন সবাই লিলির ক্যাবারে নৃত্য দেখায় প্রতীক্ষায় ছিল। দর্শকদের মধ্যে অমর ও আশা বসেছিল। সাংবাদিক হিসেবে প্রথম সারিতে তাকে বসার সুযোগ দেয়া হয়েছে। অমর আশাকে বলল, এক্ষুনি বোধ হয় ক্যাবারে নৃত্য শুরু হবে। এর মধ্যে জনিকে সেদিকে আসতে দেখা গেল। সে খুব খুশী আর চাবির গোছা দোলাতে দোলাতে এসে হাজির।

"হ্যালো অমর কুমার, ভালই হয়েছে আপনি এসেছেন।" জনি তারপর আশার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, নিশ্চয় ইনি মিসেস অমর কুমার। আর উত্তরের অপেক্ষা না করেই চিৎকার করে উঠে। "ওয়েটার, ওয়েটার।"

ওয়েটার ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। বলল, 'ইয়েস স্যার।"

জনি বলল, এই সাহেব ও মেম সাহেবার বিল আমার নামে দেবে।

"আচ্ছা ঠিক আছে" বলে ওয়েটার চলে যায়। এবার অমরকুমার কিছু বলার চান্স পায়। বলল, "খুবই খুশী লাগছে তোমাকে মিঃ জোসেফ।" অমর কুমার, জোসেফ নামটির উপর জোর দেয়।

জনি ইংরেজী ছবির ভিলেনের ন্যায় বলল, "জাষ্ট কল মী জনি।" তারপর খুশীতে চিৎকার করে বলল, "জোসেফ মরে গেছে, তাই আমি খুশী। এই দেখো চাবি। আমি পুরো বোম্বে খরিদ করে নিয়েছি।"

এবার হলের বাতি ক্রমশঃ নিভু নিভু হয়ে উঠে। তখন ক্যাবারে নৃত্য শুরু হতে আর দেরী নেই। মাফ করবেন বলে জনি নিজের আসন দখলের জন্য দৌড় দেয়। অমর আশার দিকে তাকায় আর আশা অমরের দিকে, যেন আশা বলছে, তোমার বন্ধু কেমন আজব।

হ'লে ফ্যাশনদার জামাকাপড় ও শাড়ী পরে নারী পুরুষের ভীড়। হাজারো বিজলী বাতির আলোকে ঝল্‌মল্ করছিল। চারদিকে রাতের অন্ধকারের মতো আঁধার নেমে আসে। প্রতিটি টেবিলে টিমটিমে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

BanglaBook.org

মোমবাতির আবছা আলোতে উপস্থিত লোকজনের চেহারাকে প্রাণহীন দেহ মনে হচ্ছিল। এর মাঝে অমর ও আশা বসেছিল। ওরা দু'জনে অন্ধকারে যেন জীবনের আলো অনুসন্ধান করছিল। ওদিকে জনি মঞ্চের অন্ধকার কখন দূর হবে আর স্বশরীরে লিলি আবির্ভূত হবে, তারই অপেক্ষায় ছিল।

অন্ধকার চিরে মঞ্চে জেলেদের ঢোল বেজে উঠে। যেন জেলেরা নৌকা বাইতে শুরু করেছে। "হেইয়া হো, হেইয়া হো।" আবার নতুন এক সুর বেজে উঠে। পৃথিবীর সব মাঝির গানের সুর এক, সে মহারাষ্ট্রের হোক, বাংলার ভাটিয়ালী, আমেরিকার অথবা আফ্রিকার নিগ্রো নতুবা দক্ষিণ আমেরিকার মিসিসিপি, আমাজানের জেলে হোক না কেন, সবার সুর একই।

মুরংদের ড্রাম, ঢোলক, কুংগা, তবলা, বুংগু, বার বার ভিন্ন ভিন্ন মুর্চ্ছনায় বাজছে। তালে ও বাজনায় দারুণ প্রতিযোগিতা, যেন সব বাদ্য বাজনা মিলে একটি শব্দে পরিণত হয়েছে তাহ'ল ঃ

"বোম্বাই, বোম্বাই, বোম্বাই।"

আবার তারই মাঝে মনে হচ্ছে, সকলে কোরাস গাইছে, একই সুরে তালেতালে,

"হিন্দী হিন্দী হিন্দী
তামিল তামিল তামিল
উর্দু উর্দু উর্দু
বাঙালী বাঙালী বাঙালী
মারাঠি মারাঠি মারাঠি"

হঠাৎ বাজনা বন্ধ হয়ে যায়। পেছনে পটভূমিতে বোম্বাই-এর উঁচু উঁচু ইমারতের দৃশ্য দেখা গেল। আর বোম্বের মনোরম সুন্দরীরা নৃত্যের তালে তালে মঞ্চে এসে হাজির হয়।

চারদিকের করতালিতে হলঘর মুখরিত হয়ে উঠে। জনি সকলের আগে উল্লাসে তালি দিতে থাকে।

লিলি মঞ্চে গান শুরু করে, গানের কলি, "বোম্বাই রাত কি বাহোঁ মে"।

সে ঐ বোম্বাই-এর প্রশংসা করছে তাদের, যারা হোটেলে অবস্থাকারী, গাড়ীওয়ালা, কারওয়ালা আর ঝলমলে মেরিন ড্রাইভ বোম্বাই-এর।

BanglaBook.org

গানের মাঝে মাঝে নৃত্য, কখনও জেলে নৃত্য, কখনও বস্তিওয়ালা নৃত্য। কিন্তু প্রতিটি দৃশ্যে লিলি পোষাক পরিবর্তন করছে। মানুষের দুঃখ বেদনা ভোলানোর জন্য গাইছে,

"বোম্বাই, রাতের আলিঙ্গনে
কখনও চোখে চোখে রেখে
তুমি কেন হারিয়ে যাচ্ছ
এসো, প্রেমের পথ ধরে এসো।"

লিলি শুধু মুখে নয়, দেহের অঙ্গভঙ্গী আর তার আকর্ষণীয় দেহবল্লরী, সুন্দর হাতের ইশারা, চোখের সাথে বুকের স্তনের উঠানামা, কম্পন, দর্শকদের পাগল করে তোলে। গানের প্রতিটি কলি যেন তাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। সফল ক্যাবারে নৃত্যশিল্পীদের এটাই কৌশল। কিন্তু জনির মনে হয়েছে, এটাই তার জীবনের দর্শন।

"খাও, পান করো। ফুর্তি করো, কারও প্রতি পরোয়া করো না। কেন কালকের চিন্তায় অস্থির হও।"

জনি ভাবে, তাকে লক্ষ্য করেই এই গান গাওয়া হচ্ছে।

অন্য দিকে অমরের মনে হচ্ছে তার সমস্যার সমাধান গানে রয়েছে—

"ভুলে যাও পৃথিবীর দুঃখ বেদনাকে
নিজের প্রদীপ জ্বালাও
আগে বাড়ো—।"

লিলি তার দিকে তাকিয়েই যেন বার বার গাইছে,

"রাত হাসছে, জীবনের রহস্য বাতলায়,
যখন প্রয়োজন একটু নেমে যাও
দাম পেলে নিজেকে বিক্রি করে দাও।"

অমর চমকে উঠে, তার অবস্থার কথা লিলি কিভাবে জেনেছে।

নাচ শেষ পর্যায়ে। লিলি একটি স্পেনীয় নৃত্য করছিল। জনি এক লাফে মঞ্চে উঠে পড়ে। তারপর গিটার কেড়ে নিয়ে বাজাতে থাকে, আর লিলিকে তার সাথে নাচতে আহ্বান জানায়।

BanglaBook.org

লিলির রাগ হয় তবুও সে জনির সাথে নাচতে থাকে। লিলিকে বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে জনি গিটারের সুর জোরদার করে।

লিলিও সবেগে ড্যান্সে মত্ত হয়।

জনি বাজনায় লয় বাড়ালে লিলিও সাথে সাথে নাচের গতি বাড়িয়ে দেয়।

গিটার ও টুইষ্ট নাচ জোরদার হতে থাকে। শেষে জনির গীটারের তার ছিড়ে যায় আর লিলির হাইহিল জুতোর গোড়ালী ভেঙে যায়। হলের চারিদিকে তালি আর তালি। সবাই বুঝতে পারে, এটা ক্যাবারে নৃত্যের আর এক মজাদার দৃশ্য।

আবার বাতি জ্বলে উঠে।

টেবিলে ফিরে যাওয়ার সময় জনি অমরের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, "মিষ্টার অমর, আমার গিটার বাজনা আর নাচ কেমন লাগলো? আমি খুব জোরে বাজিয়েছি, তাই না?

অমর উত্তর দিল, "মারাত্মক গতিতে বাজিয়েছেন। তাইতো গীটারের তার ছিড়ে গেছে।"

"তাতে কি? তার তো একবার ছিড়তোই। তবে দারুণ আনন্দ পেয়েছি।" একথা বলে জনি চলে যায়।

আশা বলল, "আপনার বন্ধুকে আমার পছন্দ নয়। হয়তো সে পাগল, নয়তো অপরাধী।"

অমর কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলে, "আমার মনে হয়, সে পাগল আর অপরাধী দুটোই।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

# আমি কে?

একটি সুন্দরী তরুণী। দেয়ালে টাঙ্গানো ফ্রেমে বাঁধা কয়েকটি ছবির মাঝে নিজের আসল রূপ দেখার চেষ্টা করছিল আর ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে মুখের মেকআপ পরিষ্কার করছিল। আসলে ছবির ও ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসা দু'জন মেয়ে একই, কিন্তু দু'জনার মাঝে অনেক পার্থক্য।

ছবির মেয়েটি একজন ক্যাবারে নর্তকী, যে দেহের প্রদর্শনীর মাধ্যমে মানুষকে আনন্দ দেয়। সিল্কের হালকা পোষাক পরে বুকের উঠানামা দেখায়। ব্লাউজ আর পেটিকোট পরে ছবি তোলা হয়েছে। অনেক ছবি তার নৃত্যের ভঙ্গীমা। তার প্রতিটি ছবি আকর্ষণীয় আর মানুষকে আকৃষ্ট করে। পৃথিবী তাকে লিলি বলে জানে।

আয়নার সামনে যে মেয়েটি বসে আছে, আর দেয়ালে টাঙ্গানো ছবির মেয়েটি একই সত্ত্বা। ডাগর ডাগর চোখ, লম্বা চুল, নিটোল দেহ সব ঠিক আছে কিন্তু দু'টি নারী সত্তার মেজাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন। লিলি ডাকে "আয়া, আয়া।"

"জী মেম সাহেবা।" আয়া দৌড়ে আসে।

"পাশে গান করছে কে?"

"সেই লোকটি মেম সাহেব, জনি। অনেক নিষেধ করেছি, কিন্তু সে শুনছে না।"

মেম সাহেব গর্জন করে বলল, "এই লোফার আমার জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে। শোন, যাও মহারাজকুমারকে বলো, আমি হোটেল রাজমহলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।"

"আচ্ছা মেম সাহেব" বলে আয়া যেতেই পথে দেখল, জনি গানের কলি বাজতে বাজতে হেলতে দুলতে দুলতে এদিকে আসছে। সে মাত্রাতিরিক্ত মদপান করেছে।

জনি দূর থেকে বলল, "মহারাজকুমার তোমাকে গাড়ীতে লিফ্ট দিতে পারবে না। কারণ তার গাড়ী আমি কিনে নিয়েছি।" একথা বলার পর লিলিকে সে গাড়ীর

BanglaBook.org

চাবি পকেট থেকে বের করে দেখায়। আবার আয়ার চোখের সামনে দু'টি একশ টাকার নোট নাড়াচাড়া করে তার হাতে গুজে দিয়ে বলল, "এবার তোমার ছুটি।"

আয়া খুশীতে নাচতে নাচতে, সাহেব মেম সাহেব দু'জনকেই সালাম জানিয়ে বেরিয়ে যায়। আর লিলি চিৎকার করতে থাকে, "আয়া, আয়া।"

এবার লিলি অযাচিত মেহমানের দিকে তাকায়। বেটে, ব্যান্ড বাজানেওয়ালার পোষাক পরিহিত, হাইহিল জুতো পায়ে, গ্যাংলীডারের মতো চুল, কিন্তু চোহারা মন্দ নয়। মদ্যপ অবস্থায় থাকলেও পা নড়বড়ে হয়নি। লিলি ভাবছে কিভাবে জনিকে বের করা যায়। কাউকে ডাকলে হোটেলে স্ক্যান্ডল হবে।

মাথায় কালো টুপির দিকে নজর পড়লে লিলি বলল, "একজন লেডীর সাথে দেখা করতে এসেছো, মাথার টুপি খুলো।" লিলি উঠে দাঁড়ায়।

জনি চারদিকে তাকায়, যেন কোন ভদ্রমহিলাকে খোঁজ করছে। কোথায় লেডী, কোথায়?" বলে জনি দেয়ালে টাঙ্গানো ক্যাবারে ড্যান্সারদের ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, এদেরকে তুমি লেডী বলছ?

সোফায় বসে লিলি বলল, "তুমি কি চাও।"

লিলি মেম সাহেব বলে, জনিও কোন অংশে কম নয়। অন্ততঃ সাহেবদের মতো কথা বলতে পারে। বলল, "তোমার কাছে কিছুই চাইনা। তোমাকে আমার গাড়ীতে বাড়ি পৌঁছে দিতে চাই।"

লিলি বলল, "আমি তো বাড়ি যাব না। এখন ফ্যাশন শোর জন্য রাজ মহল হোটেলে যাব।" মনে হয় লিলির রাগ কিছুটা কমেছে।

"ঠিক আছে। আমি তোমাকে সেখানেও নিয়ে যাব, ঐ গাড়ীতে। যে গাড়ীতে তুমি রোজ বাড়ি ফিরতে।" জনির উত্তর।

লিলির সন্দেহ হয়। বলল, "মহারাজকুমারের গাড়ী তুমি কোথায় পেলে? নিশ্চয় কোন গোলমাল আছে।"

"মাল তো গোলই হয়ে থাকে। কখনও তোমার পকেটে অথবা আমার পকেটে। এই মোটর গাড়ী আমি ক্যাশ টাকা দিয়ে কিনেছি। তোমার বিশ্বাস হয় না, দেখো। একথা বলে জনি এক হাজার টাকার একটি বান্ডিল বের করে ফরাসে রেখে দেয় আর লিলিকে বলল, নাও তুলে নাও। এই টাকা তোমার। লিলির রাগ হয়, তবুও সে ধীরে টাকাগুলো তুলে নেয়, যেন কোনো নাপাক জিনিস তুলছে।

তারপর সেই টাকার বান্ডিল জনির মুখের উপর ছুড়ে মারে।

BanglaBook.org

এবার লিলি ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে রাগে গরগর করছিল, বলল, "তুমি লিলিকে কিনতে পারবে না। আমি বেচাকেনার জিনিস নই।"

ইতিমধ্যে জনির নেশার ঘোর কিছুটা কেটে গেছে এবং গাল চুলকাতে চুলকাতে লিলির দিকে তাকাচ্ছিল। আর লিলি রেগে তার দিকে তাকায়।

"তুমি আমাকে ভুল বুঝনা লিলি। আমি তোমাকে কিনতে চাইনা। আমি তো তোমাকে ভালবাসি।"

লিলি উত্তর দিল, "ভালবাসার কথা ছাড়। জনি, তুমি আমাকে দেখনি, জাননা আমি কে?"

এবার জনি মুচকি হেসে বলল, "লিলি আমিতো নিজেই জানিনা আমি কে?" আসলে সে তো তার মা বাবার নামও জানেনা। তখন কিন্তু এ সব ভাববার সময় নেই। লিলি তার পাশেই আছে। তার দীর্ঘদিনের সাধ লিলিকে কাছে থেকে দেখবে, আর তাকে মনের কথা জানাবে। এই সুযোগ হাতছাড়া হলে আর কোনদিন পাবে না। তাই জনি নির্ভয়ে বলল, "তুমি আমার স্বপ্নকন্যা। তোমাকে আমি রোজ স্বপ্ন দেখি। তোমার সোনালী চুল যেন নরম সিল্ক আমার ভাল লাগে।"

এবার লিলির সুর কিছুটা নরম হয়ে আসে, বলল, তুমি আমার সোনালী চুলকে ভালবাস তাহলে নাও। বলে, লিলি তার চুলের পিগ খুলে ফেলে আর নিচ থেকে কালো চুল বেরিয়ে আসে। বলল, এই পিগ পাঁচশত টাকায় পাওয়া যায়।

জনি বিস্ময়ে হাঁ করে চেয়ে থাকে লিলির দিকে। তারপর নকল ভ্রু খুলে ফেলে লিলি বলল, এখন দেখ আমার মোহময় চোখের ভ্রু।

জনি নীরবে সবকিছু দেখছিল। লিলি তার দিকে ফিরে ফিরে তাকায়। এতদিন যা গোপন ছিল সব খুলে বলল লিলি। লিলি বলল, দেখেছ তুমি, তোমার প্রেমিকার অবস্থা। যাকে তুমি ভালবাস, এই হোটেলের রাণী বলে খ্যাত, সে সন্ধ্যায় জন্ম নেয় আবার রাতে মারা যায়। যে মেয়েটি এখান তেকে বাড়ী ফেরে সে লিলি নয়, সে একজন সাধারণ মেয়ে। মা বাবা ভাইবোনের পেট ভরানোর জন্য রোজ রাতে লিলিতে রূপান্তরিত হয়।

জনি গভীরভাবে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছিল। এই মেয়েকেও তার পছন্দ। সেই লিলি আকাশে উড়ন্ত পরীর সমতুল্য, যাকে দূর থেকে দেখে সে স্বপ্ন দেখতো।

এই লিলি মাটির পৃথিবীতে চলাফেরা করা একজন মেয়ে, সুন্দরী। জনির মতো লোককে সে অনায়াসে ভালবাসতে পারে। যখন লিলি জিজ্ঞাসা করে, "বলো, এখন তুমি আমার কাছে কি চাও।" জনির একথা শুনে হাসি পায়, বলল,

BanglaBook.org

"হ্যাঁ লিলি, অথবা লিলা লাইলী যাই হোক না কেন তোমার নাম, এক্ষুনি তৈরি হয়ে নাও আর চলো।"

এবার লিলিও হাসতে থাকে আর জনিও তার সাথে তালমিলিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ে।

হোটেল কাউন্টারে দাঁড়িয়ে অমর তার পত্রিকার সম্পাদকের সাথে কথা বলছিল। সম্পাদক সাহেব জানতেন অমর হোটেল জলতরঙ্গের পার্টিতে এসেছে। তাই ফোনে তাকে খোঁজে পাকড়াও করেছে। অমরের কণ্ঠস্বর শোনে ফোনে সম্পাদক সাহেব বললেন, "আরে অমর তুমি কোথায়?"

অমর খুবই খুশী ও আনন্দে ছিল। বলল, "কি বলবো? বোম্বাই রাতের আলিঙ্গনে আজ মেতে উঠেছে, আর আমি বোম্বাই এর আলিঙ্গনে আবদ্ধ।"

সন্ধ্যায় আজাদ সাহেব উদ্বেগ ভরা কণ্ঠে বললেন "অমর এখন ইয়ার্কির সময় নয়। পুলিশ তোমাকে খুজছে। ওরা তোমার বাড়ীতেও গিয়েছিল। তুমি কেন সেখান থেকে পালালে?"

আজাদ সাহেব ফোনে আবার বললেন, "কি কারণে খুঁজছে আমি জানিনা। তবে বিমানে যে বুড়ো তোমার পাশাপাশি বসেছিল, মারা গেছে হঠাৎ। তার পকেটে কয়েক লাখ টাকা ছিল। সে নাজানি কোন ব্যাংক থেকে চুরি করে বোম্বাই পালিয়ে আসছিল।"

এবার অমরের চেতনা ফিরে আসে, ধীর কণ্ঠে বলল, "আপনি কি মনে করেন সেই টাকা আমি চুরি করেছি।"

সম্পাদক সাহেব বললেন, "না তা আমি মনে করিনা। তবে পুলিশের সন্দেহ হয় তোমাকে। তুমি কি বলতে পার লোকটিকে কে খুন করেছে?"

"জানি কে খুন করেছে।" একথা বলে অমর টেলিফোন রেখে দেয়। তারপর অমর হোটেল ম্যানেজারকে জিজ্ঞাস করে, "মিস লিলির ড্রেসিং রুম কোন দিকে। তার সাথে দেখা করার জন্য আমার এক বন্ধু সেদিকে গিয়েছিল।

ম্যানেজার জবাব দেয়, "কিছুক্ষণ আগে মিস লিলি একটি সাদা গাড়ীতে করে চলে গেছে। সম্ভবতঃ আপনার বন্ধুও সাথে ছিল।"

তখন সহকারী ম্যানেজারকে বেয়ারা একটি এক হাজার টাকার নোট দিলে, নোটের নাম্বার দেখে নোটটি ম্যানেজারের কাছে নিয়ে যায়।

পুলিশ ইনসপেক্টরের ফোন আসে, "হোটেল জলতরঙ্গ?"

হোটেল ম্যানেজার হাজার টাকার নোটটি হাতে নিয়ে ফোনে জানায় ইনসপেক্টার সাহেব, একটি এক হাজার টাকার নোট এসেছে নম্বর ওয়াই ২২৭৮০।

BanglaBook.org

ইনসপেক্টারের কাছে চুরি যাওয়া ব্যাংক নোটের তালিকা ছিল। ইনসপেক্টার নোটের তালিকায় দেখে, ঠিকই এই নাম্বারের একটি নোট আছে। বলল, এই চুরি যাওয়া নোট চালালো কে?

ম্যানেজার একটি বিলে চোখ বুলিয়ে জবাব দিল, জনি নামের এক যুবক মদের বিল আদায়কালে এই নোট দিয়েছে।

জনি নাম শুনে ইনসপেক্টার ভাবতে থাকে। মনে হয় এই নামটি সে আগেও কোথায় শুনেছে। পুলিশ অফিসারের চোখের সামনে অপরাধীদের চেহারা ভাসতে থাকে।

হঠাৎ করে ইনসপেক্টার লাফিয়ে বোর্ডের কাছে যায়। বোর্ডে অপরাধীদের ফটোসহ তালিকা ছিল। মাঝখানে একজন তরুণের দু'টি ফটো লাগানো ছিল। নিচে নাম লিখা ছিল, "জোসেফ অথবা জনি।"

তার নাম জোসেফ হোক বা জনি। তখন সে সাত আসমানে ভেসে বেড়াচ্ছে। ভ্রমণের জন্য রেস কার সাথে, সুন্দরী সঙ্গিনী, পকেটে লাখ টাকার নোট তাকে পৃথিবীতে আর পায় কে?

জনির মোটরগাড়ীর স্পীড ঘন্টায় চল্লিশ পঞ্চাশ কখনও ষাট মাইল। উদ্দেশ্য লিলির কপালে উড়ন্ত চুল তার ভাল লাগে। লিলির ভয় লাগলে ওর ভাল লাগে। লিলি তাকে ধরে বলে, "জনি প্লিজ, এত জোরে গাড়ী চালাবেনা।"

পৃথিবীতে ওর আর কি প্রয়োজন?

একটি বাড়ী, একটি সংসার দরকার। আজ সে ঠিকানাবিহীন। একজন সঙ্গিনী প্রয়োজন। ভাবছিল, তার পাশে বসে থাকা সুন্দরী মেয়েটি কি তার জীবন সঙ্গিনী হবে?

ছেলে পেলে দরকার। পরিবার পরিকল্পনার পোষ্টার অনুযায়ী দু'টি বা তিনটি সন্তানই যথেষ্ট। কিন্তু জনির মন চায় এক দু'টি নয়, এক ডজন ছেলে মেয়ে হোক। কাজ চাই। ভাল কাজ। যে কাজ করলে মানুষ ক্লান্ত হয় না, বোরিং লাগেনা। এমন কাজ যা মানুষ আনন্দের সাথে করতে পারে। মদের বোতল এদিক সেদিক চালান দেয়া, দিল্লী থেকে বিমানে বোতল আনতে হবেনা, পেট্রোল পাম্পে পেট্রোল ভরার কাজ, মোটর গাড়ী ধোয়া, চাকায় বাতাস দেয়া এবং মোটর পরিষ্কার করার কাজ না হলেই হয়।

আরে এটাতো সেই পেট্রোল পাম্প? হঠাৎ গাড়ী ব্রেক করে। পেট্রোল পাম্পের সীমানায় প্রবেশ করে গাড়ী থামায়। একজন যুবক দৌড়ে এসে জনিকে চিনতে

BanglaBook.org

পেরে বলল, "আরে শালা জনি, আজকাল কি মহারাজ কুমারের ড্রাইভিং এর চাকুরী নিয়েছ?"

জনি কাঁধ থেকে এক ঝটাকায় তার হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, "এই গাড়ী মহারাজকুমারের নয়, আমার নাম এখন আর জনি নয়। মিঃ জনি বলতে হবে।"

পেট্রোল পাম্পের যুবক বুঝতে পারে, সঙ্গে মেয়ে আছে তাই বুঝি মেজাজ কড়া। সে বলল, "ইয়েস মিঃ জনি। কি হুকুম, বলুন?"

"ফিল আপ।" ফিল্মি গুন্ডাদের স্বরে বলল। "পুরো ট্যাংকে ভরে দাও। আজ অনেক দূর পর্যন্ত ড্রাইভ করে যাব?"

"অনেক দূর যেতে হবে।" আবার কথাটি পুনরাবৃত্তি করে লিলির দিকে তাকিয়ে বলল, "কি লিলি, ঠিক আছে না?"

লিলি তার কথার সারমর্ম বুঝতে পারেনা। কিন্তু বুঝতে পারে জনি নিশ্চয় মারাত্মক কিছু ভাবছে, বলল, "তোমার কথা শুনে আমার ভয় লাগে।"

জনি ভরসা দিয়ে বলল, ভয়ের কোন কারণ নেই। আমার পুরাতন স্মৃতি মনে পড়েছে। আসল কথা কি জান, আমার জীবনে লিলি, পেট্রোল পাম্প খুবই গুরুত্ব পূর্ণ কারণ এই পেট্রোল পাম্পে তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম।

"তুমি আগে এখানে কি কাজ করতে?"

আমি তখন কিশোর। এই পাম্পের আশেপাশে ঘনশামের বিরাট গাড়ীতে পেট্রোল ভরতাম। তখন ভাবতাম একদিন আমিও এমনি গাড়ীর মালিক হব।

মিটারের ঘণ্টা বাজলে জনি পেছনে ফিরে তাকায়। ইতিমধ্যে মিটার বদলে গেছে। সময় বদলাচ্ছে আর জমানা বদল হচ্ছে।

সকাল হয়েছে। আবার সেই সাদা মোটর গাড়ীটি পেট্রোল পাম্পে প্রবেশ করছিল। এবার লিলি চওড়া পাড়ের শাড়ী পরে মোটরে বসেছিল। তার চুল ছিল সোনালী। ড্রাইভিং সিটে জনির বদলে রাজকুমার বসেছিল।

কার থামতেই ইউনিফর্ম পরিহিত দু'জন কিশোর ছুটে এসে দাঁড়ায়, আর মিলিটারী কায়দায় সেলুট করে বলল, ইয়েস স্যার। এর মধ্যে একজন ছিল ঘনশ্যাম আর অপরজন জনি।

মহারাজকুমার অর্ডার দিল "বিশ লিটার পেট্রোল।"

জনি জবাব দেয়, "ইয়েস স্যার।" আর পেট্রোল পাম্পের হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে কারের পেছনে পাইপ নিয়ে যায়। তারপর মাথার টুপি নামিয়ে রেখে পেট্রোল ভরতে থাকে। অন্যদিকে ঘনশ্যাম কাপড় দিয়ে গাড়ী পরিষ্কার করছিল।

BanglaBook.org

গাড়ীতে জনি পেট্রোল ভরছিল ঠিকই, কিন্তু তার দৃষ্টি ছিল অন্যদিকে। সে কারের মডেল আর চমৎকার রং দেখছিল, আর মাঝে মাঝে গাড়ীতে বসে থাকা মোহনীয় সুন্দরীর রূপ দেখছিল। মেয়েটি তখন আয়নায় ঠোটে লিপিষ্টিক লাগাতে ব্যস্ত। গাড়ী আর সুন্দরী, সুন্দরী আর গাড়ী, দুটিই সুন্দর, কিন্তু দুটোই তার নাগালের বাইরে। এসব ভাবতে গিয়ে পেট্রোলের পাইপ ট্যাংকি থেকে বাইরে চলে আসে। এদিকে ঘনশ্যাম গাড়ী মুছতে মুছতে দেখল পেট্রোল গাড়ীর বদলে মাটিতেই পড়ছে।

"হায়।" বলে ঘনশ্যাম দৌড়ে গিয়ে পাইপ নিজ হাতে তুলে নিয়ে বলল, তুমি গাড়ী পরিষ্কার করো আমি গাড়ীতে তেল ভরতি করব।

জনি ধীরে ধীরে কাপড় দিয়ে গাড়ী পরিস্কার করতে থাকে। তার মনে হয়েছে সে গাড়ী নয় বরং এক সুন্দরী মহিলার গায়ে মালিশ করছে। গাড়ীর সামনে আয়না মুছতে গিয়ে সে বারবার সেই সোনালী চুলের সুন্দরী মেয়েটিকে কাছ থেকে দেখছিল, কিন্তু সুন্দরী তার দিকে একবারও ফিরে তাকায়নি। কারণ তার কাছে সে একজন পেট্রোল পাম্পের কর্মচারী ছাড়া আর কিছু ছিল না। তাছাড়া হাজারো তরুণ তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায়।

সে সময় মহারাজকুমার জিজ্ঞাসা করে, "কোথায় যাবে? হোটেল রাজমহল না জলতরঙ্গ?"

লিলি লিপস্টিক ভ্যানিটি ব্যাগে রাখতে রাখতে জবাব দেয় হোটেল জলতরঙ্গের তো রাতদিন কাটাই। চলুন অন্য কোথাও যাই।

ঘনশ্যাম পেট্রোলের বিল নিয়ে আসলে রাজকুমার বিল দিয়ে দেয়। কিন্তু জনি সারাক্ষণ মোটর গাড়ী কাপড় দিয়ে পরিস্কার করছিল আর মেয়েটির দিকে এক নজরে তাকিয়েছিল। ইত্যবসরে রাজকুমার গাড়ী ষ্টার্ট দিয়ে যাত্রা করে, আর জনি হাত পিছলে মাটিতে চিৎপটাং। ঘনশ্যাম তাকে তুলে। কিন্তু তখন তার দৃষ্টি গাড়ী আর মেয়েটির দিকে নিবদ্ধ ছিল, গাড়ী দৃষ্টির আড়াল না হওয়া পর্যন্ত সেদিকেই তাকিয়েছিল।

জনি তখনও কল্পনা রাজ্যে বিচরণ করছিল। সোনালী চুল, বেনারসী শাড়ী আর সাদা মোটরগাড়ী। সে জানতে চায়, "মেয়েটি কি সত্যিই কোন রাজকুমারী।"

"আরে না এতো হোটেলের গায়িকা কোন রাজকুমারী নয়।"

একদিন হোটেল জলতরঙ্গের বাণ্ডের তালে তালে লিলি ইংরেজী গান গাইছিল। আর জনি ময়লা জামা কাপড় পরে হল ঘরের দরজা থেকে লিলির নাচ দেখে খুব খুশী। ঘনশ্যাম ঠিকই বলে, এতো রাজকুমারী নয়। সত্যি সত্যিই

BanglaBook.org

নাচনেওয়ালী ক্যাবারে শিল্পী। এর সাথে পরিচিত হওয়া কষ্টকর নয়, তবে রাজকুমারের মতো একটি সাদা দামী গাড়ী থাকতে হবে। গাড়ী আর সুন্দরী, দু'টোর মধ্যে যেন এক বিচিত্র সম্পর্ক রয়েছে। ইত্যবসরে লম্বা টুপিধারী ওয়েটার এসে তাকে বেরিয়ে যেতে বলে। কিন্তু জনি অস্বীকার করলে তাকে আদরের সাথে কোলে তুলে নিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। এত জোরে সে আছাড় খায় যে তার স্বপ্ন ভেঙে যায়, আর সে কঠিন বাস্তবতায় নেমে আসে।

আসলে এই বাস্তবতাকে স্বপ্ন মনে হয়েছে জনির। আজ থেকে দু'মাস আগে সে কি জানতো একদিন সে এই সাদা দামী গাড়ীর মালিক হবে। সুন্দরী লিলি যার একটি হাসির জন্য অনেক রাজা মহারাজা হাজার টাকা ব্যয় করতে প্রস্তুত, এখন সেই লিলি তার পাশে গাড়ীতে বসে আছে।

লিলি বললো "জনি তুমি জেদ করলে তা করেই ছাড়বে।"

জনি উত্তর দেয় চার্চ স্কুলে শিক্ষকও তাই বলতেন। প্রথমে অকৃতকার্য হলে বার বার চেষ্টা করো।

ঘনশ্যাম বিল নিয়ে আসে। ট্যাংক ভরে দিয়ে দিয়েছি জনি সাহেব। পুরো পঞ্চাশ লিটার, সাতচল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

"ও-কে" বলে জনি একশ টাকার নোট বের করে পুরনো সঙ্গীকে দিয়ে বলল, "নাও।"

আবার গাড়ী ষ্টার্ট দিয়ে রওয়ানা হয়। লিলি বলল "একশ টাকার ভাংতি বাকী পয়সা ফেরত নেবেনা?"

জনি গাড়ীর গিয়ার চাপতে চাপতে জবাব দিল, "আজ রাতে আমার ভাংতি ফেরত নেয়ার সময় নেই।"

এবার জনি গান গেয়ে হাত নেড়ে হৈচৈ করে গাড়ী জোরে চালাতে থাকে।

গাড়ী রওয়ানা হলে ঘনশ্যাম দৌড়ে আসে। তার হাতে একশ টাকার নোট। সে চিৎকার করে উঠে, জনি সাহেব, তোমার একশ টাকার নোট।

কিন্তু জনির পকেট তখন এমনি হাজারো নোটে ভর্তি। ত্রিশ হাজার টাকার জনি সাদা গাড়ীটি কিনেছে। গাড়ী ষাট মাইল বেগে চলছে। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে তার পাশে বসে আছে। আর তার কি চাই?

এখন তার একটি বাড়ী দরকার। গৃহিনী প্রয়োজন। আর প্রয়োজন কাজ।

হঠাৎ তার মনে হল তার পরিচিতি দরকার। সে কে? তার বাবা কে? তার আসল নাম কি? জনি, নাকি যমুনা দাস অথবা জামাল উদ্দিন?

BanglaBook.org

# বাস্তব স্বপ্ন

প্রদীপের নীচে অন্ধকার থাকে। আর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রাজমহল হোটেলের পার্শ্ববর্তী ফুটপাতে হাজারো আশ্রয়হীন লোক পাকা মেঝেতে শুয়ে থাকে। অনেকে শোবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এমনি সময়ে একটি দীর্ঘাকৃতির আম্বালা কার লনে প্রবেশ করে। দুজোড়া দম্পতি গাড়ী থেকে নামল। পুরুষ দুটি কালো সুট পরিহিত আর মেয়ে দু'টি বেনারশী শাড়ী পরেছিল। ফুটপাতে শায়িত লোকজন তাদের শাড়ীর ফর্ ফর্ শব্দ ছাড়া সেন্টের সুগন্ধিও সহজে আঁচ করতে পারে। নিচে হোটেলের কিচেনে চোখ ঝলসে যাওয়া আলোতে ভুনা মোরগ আর অন্যান্য উপাদেয় রান্নার গন্ধও ফুটপাতের বাসিন্দারা পায়। তাইতো হোটেলের দাদাকে চার আনা চাঁদা দিতে হয় হোটেলের পাশে ফুটপাতে ঘুমানোর জন্য। আবার সেই চার আনা চাঁদা থেকে দুআনা পায় পুলিশ। অনেকে ফুটপাতে ঘুমায়নি, বসে বসে হোটেলে আনাগোনাকারী লোকজনের তামাসা দেখছিল। একজন বলল, "আরে ভাই। হোটেলে আজ জমজমাট ব্যাপার কি?"

আরেকজন জবাব দিল, 'আরে এরা সব ডিনার খাবে তাই। নাচবে আর সবকিছু নাকি তোমাদের জন্যে করবে।'

আমাদের জন্য তার মানে?

হ্যাঁ আমাদের ন্যায় ভুখা নাংগাদের উদ্দেশ্যে।

এতে সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। অবশ্য ফুটপাতে বসবাসকারীদের হাসতে মানা নেই। এতটুকু স্বাধীনতা তাদের আছে।

হোটেলের ডাইনিং রুমে একটি পোষ্টার লাগানো ছিল। সেই পোষ্টারে বড় বড় অক্ষরে লিখা ছিল, "বিহারের দুর্ভিক্ষে অনাহারক্লিষ্ট দুর্গত মনুষের সাহায্যার্থে এই পোষ্টারের সামনে একজন ভুখাকে আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার গায়ে দামী স্যুট, টাই-এ হীরের পিন লাগানো অথচ সে দারুণ ভুখা (সে হিন্দুস্থানের বোম্বাই বাংলা অথবা মাদ্রাজের বাসিন্দা হবে) একটি মুরগী খেয়ে ফেলেছে। দ্বিতীয় রোষ্ট

BanglaBook.org

খেতে যাচ্ছিলো লাউড স্পীকারে একজন মহিলার কণ্ঠ শোনা গেল, আহাররত লোকটির সেদিকে খেয়াল নেই। মহিলা মাইকে বলছিল, "আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ভুখাদের আহার দান আর নাংগাদের জামা কাপড়ের ব্যবস্থা করা।"

দীর্ঘাঙ্গী মহিলা, গলায় তার হীরার নেকলেশ আর গায়েগতরে চর্বি জমেছে। দেখতে মন্দ নয়। তিনিই মাইকে বক্তব্য রাখছিলেন। তিনি বললেন, "এসব ভুখা নাংগাদের জন্য সমাজ সেবক সোসাইটি ড্যান্স, ডিনার আর ফ্যাশন শোর আয়োজন করেছে, উদ্দেশ্য আকালে ক্ষতিগ্রস্থ দুর্গত লোকদের সাহায্য করা।"

আকালের ভুখা মানুষের পোষ্টার শিল্পী তার নিপুণ তুলিতে ফুটিয়ে তোলেছে। আর পোষ্টারের ভুখা লোকেরা স্বাস্থ্যবান সুবেশী লোকদের উঁকি মেরে যেন দেখছিল। হোটেল রাজমহলের হলঘরে ফ্যাশন শোর আয়োজন হয়েছে তাদেরই জন্য। এই ফ্যাশন শোতে অমর এবং আশাও ছিল। আশা হোটেলের ঝিলমিল আলো আর বাতির দৃশ্য অবাক হয়ে দেখছিল।

এবার ষ্টেজে ফ্যাশন শোর জন্য আগত মডেল কন্যাদের আগমণ শুরু হয়। কেউ নতুন ডিজাইনের ফ্রক বা শাড়ী, কেউ সেলোয়ার কামিজ, কেউ চুড়িদার পাজামা আর ওড়না পরেছে। প্রত্যেকটি মেয়ে তাদের পোষাক দেখানোর জন্য নিজ নিজ ভঙ্গীমায় হেটে যাচ্ছে। মঞ্চে সুন্দরীদের দেহ বল্লরী আর পোষাক প্রদর্শন চলছিল।

দুর্ভিক্ষে দুর্গত লোকজন তাদের এই আয়োজন দেখে ভাবছিল, এসব কিসের জন্য— কেন হচ্ছে তারা বুঝতে পারেনা। তাদের কোন অভিযোগ নেই, চোখে মুখে রাগের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

ঘোষিকা মাইকে বলছে, আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ভুখাদের খাওয়ানো আর নাঙ্গাদের কাপড়ের ব্যবস্থা করা। এবার ঘোষণা হল, কয়েকজন মহিলা রং বেরং-এর পোষাক প্রদর্শন করবে আর সেই পোষাকের কাপড় ডালিরিয়া টেক্সটাইল মিলের তৈরি।

সমগ্র হল তালির আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠে। কিন্তু অমর তখনও যাকে খুঁজছিল, তাকে দেখতে পায়নি।

মঞ্চে আলো জ্বলে উঠে আর লিলি একজোড়া রাজস্থানী পোষাক পরে আবির্ভাব হয়। জনির চোখমুখ খুশীতে ভরে উঠে। সত্যিই এই পোষাকে লিলিকে অপূর্ব লাগছিল।

BanglaBook.org

এটা শুধু পোষাকের নয়। দেহবল্লবীর প্রদর্শনীও বটে। নাচও ছিল পোষাকের সাথে। একই সাথে মাইকে সঙ্গীতের মুর্চ্ছনা আর গানের কলিতে, পোষাকের প্রশংসায়, পরিবেশকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।

করতালির মাঝে লিলি আবার ড্রেস বদলাতে পর্দার অন্তরালে চলে যায়। এরমধ্যে চাঁদার বাক্স হাতে স্বেচ্ছাসেবী মেয়েরা চাঁদ সংগ্রহের জন্য টেবিলে টেবিলে ঘুরতে শুরু করে। চাঁদার টিন জনির কাছে নিয়ে সে খুশীতে এক হাজার টাকার নোট বাক্সে দিয়ে দেয়।

তাজমহলের ছবি পটভূমিতে পেছনের পর্দায় টাঙানো হয়েছে, আর লিলি মোগল আমলের পোষাক পরে মঞ্চে হাজির। আনারকলির ঐতিহ্য, মমতাজ মহলের গাম্ভীর্য আর নূরজাহানের সৌন্দর্য সবকিছু যেন লিলির পোষাকে আর চালচলনে একীভূত হয়েছে।

তুমুল করতালির মাঝে লিলি আবার পোষাক পরিবর্তন করতে গেল। তখন চাঁদার বাক্সে সংগৃহীত টাকা পয়সা হোটেলের ম্যানেজার আর সমাজ কর্মীদের সামনে খোলা হয়। টেবিলের উপর টাকা, আধুলি, সিকি, পাঁচ টাকা, দশ টাকা আর একশো টাকার নোট ছড়ানো ছিল। তার মাঝে একটি মোড়ানো নোট, খুলে দেখা গেলো এক হাজার টাকার নোট-সকলে হতবাক।

আবার মঞ্চে পর্দা সরে যায়। পটভূমিকায় একটি মন্দির দেখা গেল আর লিলি ভারত নাট্যমের পোষাক পরে নাচ শুরু করে। অপূর্ব তার অঙ্গভঙ্গীমা।

আরও জোরে হাততালি পড়তে থাকে। লিলি চতুর্থবার তার পোষাক বদলাতে ভেতরে চলে যায়। হোটেল ম্যানেজারের হাতে তখন এক হাজার টাকার নোট—পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে ফোনে তার সাথে আলাপ হচ্ছিল। সকল হোটেলে পুলিশের নির্দেশ, কোন লোক যদি চুরি যাওয়া ব্যাংকের নোট চালাচ্ছে সন্দেহ হয়, সঙ্গে সঙ্গে যেন পুলিশকে জানানো হয়।

মঞ্চে আবার আলো জ্বলে উঠে। এবার ঝিল আর পাহাড় পর্বতের দৃশ্য পেছনে। লিলি কাশ্মীরি পোষাক পরে হাজির—লম্বা কালো কাশ্মীরের পোষাক, তার মাঝে জরীর কাজ। কানে লম্বা লম্বা ঝুলন্ত কর্ণফুলী। তার চলন আর হাটবার ভঙ্গীমা দেখে মনে হয় যেন ঝিলে ভাসমান ফুটন্ত কমল ভেসে বেড়াচ্ছে পানির বুকে।

করতালির মাঝে ঘোষিকা ঘোষণা করল, আপনাদের সুখবর দিচ্ছি, হলে একজন উদার ভদ্রলোক অথবা ভদ্রমহিলা আছেন, যিনি আমাদের বাক্সে এক হাজার টাকার নোট চাঁদা হিসেবে দিয়েছেন।

BanglaBook.org

এই ঘোষণার পর আরও জোরে তালি পড়ে, কিন্তু উপস্থিত লোকজন জানেনা, পুলিশের নির্দেশে এই ঘোষণা দেয়া হয় যেন চুরি যাওয়া নোটের চাঁদাদাতাকে চিহ্নিত করা যায়।

ইতিমধ্যে হোটেলের বাইরে পুলিশের জীপ এসে হাজির। একজন ইন্সপেক্টার ও চারজন পুলিশ ছুটতে ছুটতে হোটেলের ভেতরে প্রবেশ করে।

ফুটপাতে শায়িত একজন বলল, মনে হয় পুলিশ চোর ধরতে যাচ্ছে।

আরেকজন আপত্তি জানায়, রাজমহল হোটেলে চোর আসল কিভাবে? এখানে তো শহরের বড় বড় ধনী লোকজন এসে থাকে।

ফুটপাতবাসী অপরজন বলল, আরে ভাই, এখানে তো দুনিয়ার বড় বড় চোর জমায়েত হয় আর চোর ধরার এটাই মোক্ষম জায়গা।

অন্যদিকে একজন চোর খুব খুশী। কারণ মঞ্চে মাইকে তার প্রশংসা করা হচ্ছে। লোকজন তালি দিচ্ছে, আনন্দে সে আত্মহারা। ঘোষিকা বলল, আমি আবেদন জানাচ্ছি, উক্ত চাঁদা দাতা যেন মঞ্চে এসে আমাদেরকে দর্শন দিয়ে ধন্য করেন।

আবার তালি। এবার জনিকে উঠতে হল। অমর ও আশা জনিকে চিনতে পারে। জনি দেখতে পেলো, পুলিশ ইনসপেক্টার আর সিপাই হলে প্রবেশ করছে। জনি মঞ্চে যাওয়ার পরিবর্তে ড্রেসিং রুমের দিকে ছুটে গেল, লিলি তখন শাড়ী পরে, চুল আচড়াচ্ছিল। জনি তড়িৎ গতিতে হাত ধরে আর তাকে টেনে হিচড়ে সঙ্গে নিয়ে দৌড়াতে থাকে।

হোটেলের মোজাইক সিঁড়ি দিয়ে জনি আর লিলি পালাচ্ছিল আর তাদের পিছে পিছে আশা আর অমরও দৌড়াচ্ছে। আশা একবার পা পিছলে পড়ে যেতে যেতে বেঁচে যায়। এর মাঝে জনি মোটরে চড়ে বসেছে আর গাড়ী ষ্টার্ট দিয়ে লিলিসহ পালিয়ে যায়। অবশ্য অমর একলাফে তাকে পাকড়াও করতে পারতো কিন্তু একজন মদ্যপ মাঝখানে এসে অমরকে বাধা দেয়।

মদ্যপ অমরের কোটের কলার চেপে ধরে বলল, "আমাকে ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ?"

অমর কোটের কলার ছাড়িয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে "তুমি কে?"

মদ্যপ সত্যিকারের একজন মদ্যপের ন্যায় কথা বলছিল। বলল, "আমি তোমার ভাই, তোমার বন্ধু। রাজমহল হোটেল থেকে আনন্দ স্ফুর্তি করে আসছ অথচ আমাকে চিনতে পারলেনা।"

BanglaBook.org

অমর তাকে বুঝিয়ে বলল, "আরে ভাই আমিতো একজন সাংবাদিক। আমাকে অনেক জায়গায় পেশাগত কাজে যেতে হয়। অবশ্য আমি তো তোমাদের সাথেই আছি।"

"যদি আমাদের সাথে থাকো, তবে আমাদের সাহায্য করো ...।"

এরমধ্যে একজন বয়স্ক লোক ফুটপাত থেকে উঠে আসে আর মদ্যপকে একদিকে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, উনাকে কেন বিরক্ত করছ। উনি তো আজাদ কলম পত্রিকার সাংবাদিক।

অমর আর আশাতো হতবাক। ফুটপাতেও তার ভক্ত আছে। তারপর হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে অমরকে বলল, "ভাই অমর তুমি শেঠ ডালিরিয়ার হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে। এইসব কালো টাকার মালিকদের ধরিয়ে দাও।"

অমর কুমার তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বলল, "আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো।" আলোচনার মোড় অন্যদিকে চলে যাচ্ছিল। সে কি জানে, চোর ধরার প্রতিজ্ঞা করে নিজেই সেই কালো টাকার অধিকারী একজনের অধীনে চাকুরী নেবেন।

"এদের বদৌলতে একজন চোর তো পালিয়ে গেছে। হয়তো সে খুনও করেছে। ঠিক আছে, আশা চলো।"

আশা ও অমর সড়কের পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি ট্যাক্সিকে হাক দিচ্ছে কিন্তু এদিকে আগত সকল ট্যাক্সি যাত্রী ভত্তি, কোন খালি ট্যাক্সি নেই।

আশা অমরকে তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, "অমর বলতো, আমাদের পকেটে পয়সা না থাকলে আমরা পায়ে হেটে চলবো।"

তখন ওরা দু'জনে টাউন হলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। একটি চেনা কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়ায় "চায়ের মাঝে চাহনী আছে, দশ পয়সার প্রেমের পেয়ালা পান করুন, আসুন চা খান।"

দু'জনেরই পুরাতন স্মৃতি মনে পড়ে যায়। অমর আশাকে বলল, "চল, পুরনো দিনের স্মরণে এক পেয়ালা চা পান করি।"

ওরা দু'জনে বুড়োকে আদাব জানিয়ে বসে পড়ে।

"বেঁচে থাকো বাবা।" বলে বুড়ো দু'জনকে এক কাপ করে চা খেতে দেয়।

BanglaBook.org

সিঁড়িতে রাস্তার ধারে অনেক লোক বসে আছে। অনেকে বইও পড়ে। কেউ কেউ পত্রিকা পড়ে সঙ্গীকে শোনাচ্ছে। একজন ছাত্র ফুটপাতে বসে পরীক্ষার পড়া তৈরী করছে। ফুটপাত থেকে কেউ কেউ এসে চা খাচ্ছে।

আশা ধীর কণ্ঠে বলল, "বাস্তব-নাকি স্বপ্ন।"

"বুড়োর কাছে জিজ্ঞাসা করো," অমর চা-ওয়ালার দিকে তাকায়।

বুড়ো যৌবনের রহস্য বাতলিয়ে দেয়, বলল, "বাস্তবতার সাথে যখন ভালবাসার ছোয়া লাগে তখন তা স্বপ্নে পরিণত হয়।"

অমর কল্পনারাজ্যে ভেসে বেড়ায়। ভাবতে থাকে, এখনও সে আমাকে আর আশা তাকে ভালবাসে। তাহলে আমরা কেন এখনও এভাবে চা খেতে পারিনা? সুগন্ধি আর মিষ্টি পান খাইনা কেন? আপালো বন্দরে গিয়ে আনারস খাইনা কেন? মালাবারহিলে গিয়ে একে অন্যের হৃদয়ের অনুভূতি কেন নিরালায় শোনার চেষ্টা করিনা?

এর মাঝে সড়কের অপর পার থেকে হাক দেয়, বুড়ো মিয়া, দশ বারো কাপ চা পাঠান।

বুড়ো তাদেরকে বসতে বলে চায়ের বালতি নিয়ে চলে যায়। এবার দু'জনে পাশাপাশি নিরালায় বসেছিল আশে পাশে কেউ নেই।

অমর বলল, "আশা আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি?"

"কি সিদ্ধান্ত?" আশা জানতে চায়।

"আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবোনা।" অমর বলল। আনন্দে আশা চোখ বন্ধ করে। দীর্ঘদিন এই বাক্য শোনার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় ছিল।

"তাই আমি শেঠ ডালিরিয়ার চাকুরী গ্রহণের সিদ্ধান্ত দিয়েছি। কিছুদিন দু'জনে লন্ডন প্যারিস ঘুরে আসব, তাহলে তো তুমি খুশী হবে?"

আশার হ্যাঁ উত্তর শোনার আগেই জনির গাড়ীর হর্ণ শোনা গেল। দু'জনে পেছনে ফিরে তাকায়। দেখল জনির গাড়ী দ্রুত গতিতে এদিকে আসছে। গাড়ীতে জনি ও লিলি। বুড়ো চা-ওয়ালা রাস্তা পার হচ্ছিল আর জনির গাড়ী তাকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায় আর বুড়োর হাত থেকে চায়ের বালতি ছিটকে পড়ে। এবার দু'জনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়।

BanglaBook.org

অমর দৌড়ে বুড়োকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে ছুটে যায়। রাস্তার উপর চায়ের পেয়ালা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আর বালতি দিয়ে চা গড়িয়ে পড়ছে। বুড়ো রাস্তার উপর পড়ে কাতরাচ্ছে।

"বুড়ো মিয়া, বুড়ো মিয়া" বলে অমর চীৎকার করে উঠে।

ভয় পেয়োনা। আমি সহজে মরবোনা। বৃদ্ধ অতিকষ্টে বলল। আল্লার অশেষ কৃপা সে বেঁচে ছিল, অজ্ঞান হয়নি। তবে সে উঠতে পারছেনা। তার পায়ের হাড় ভেঙে গেছে।

অমর একজন পথচারীকে বলল, একটি ট্যাক্সি ডাকো। বুড়োকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। সে একটি ট্যাক্সি আনতে দৌড় দেয়।

পয়সাওয়ালা লোকজন নিষ্ঠুর। এরা গরীবের প্রাণ গেলেও পরোয়া করে না।

অমর ধীর কণ্ঠে বলল, আসলে সে ধনী নয়। আমাদের মতো গরীব। কিন্তু এই গাড়ী কেনার জন্য আরেকজনকে লুট করেছে হয়তো বা খুনও করেছে।

জনির গাড়ী যেদিকে গেছে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। এখন অনেক দূরে চলে গেছে। তারপর দাঁতে দাঁত কটমট করে বলল, আমি জানি সে কোথায় গেছে।

দূরে ষ্টীমারের বাঁশী শুনে তার বুকে অজানা আশংকায় কেঁপে উঠে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

# কাঁচের দেয়াল

টুটুর ফ্ল্যাট ছিল সাউন্ডপ্রুফ ইয়ার কন্ডিশন। সমুদ্রের গর্জন ভেতরে প্রবেশ করেনা। হুইস্কির বোতল খোলার ধাক্কা আর গ্লাসে ঢেলে দেয়ার গট গট শব্দ, রেডিও গ্রামে নৃত্যের সঙ্গীত। অতিথিদের চিৎকার হৈ চৈ, মদের আসরের গল্পগুজব, মেয়েদের খোশ গল্প, পুরুষের হা হা হাসি, নৃত্যরত দম্পতির হাসি ভারতীয় আর ইংরেজী জোড়ায় জোড়ায় নাচছে, যেন একে অন্যের গলা চেপে ধরেছে।

"শেষ পর্যন্ত পান করেই যাব।"

"গত বছর যখন আমি মন্টি কার্লোতে ছিলাম।"

"আপনি কি বাঙ্গালোর রিটজে যাচ্ছেন। আমিও যাব।"

"ইয়েস ডালিং।"

"আমার হাসবেন্ড তো বিজিনেস টুরে গেছে।"

"মার্সিডিজ তো বিক্রি করে দিয়েছি, এখন আম্বালা কিনেছি।"

"ভেরী গুড, গুড।"

"আরে ভাই মুনাফা কোথায়? সব তো শ্রমিকরা খেয়ে যায়।"

"আমাদের মিলে ধর্মঘট হয়েছিল, আমরা তা ভেঙে দিয়েছি।"

এই সব আলাপ থেকে অনেক দূরে হইস্কির গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে চাচা চুনিলাল কাচের ভেতর দিয়ে শহরের বাতি দেখছিল। ছাত্রাবস্থায় বামপন্থী দলের সাথে তার যোগাযোগ ছিল।

এখন ষ্টক এক্সচেঞ্জেও শেয়ার-এর দালালি করে মাসিক দশ হাজার টাকা আয় করেন। কিন্তু এখনও হুইস্কির চতুর্থ পেগ খাওয়ার পর প্রগতি বাদী ও দার্শনিক কথা বার্তা বলতে থাকেন নতুবা চিন্তায় মগ্ন হন।

BanglaBook.org

জাতীয় ঐক্যের এর চেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে। ঐ দেখুন সামনে মহালক্ষ্মীর মন্দির। অন্যদিকে হাজী আলীর মাজার আর মসজিদ। আর একটু আগে বাড়ুন মহালক্ষ্মীর মন্দিরের পর রেসকোর্স। রেসকোর্সের পেছনে যে বাতি দেখা যাচ্ছে, সেগুলো কাপড়ের মিলের। রাতেও মিলে কাজ চলে। মিলে অত্যন্ত মিহি আর দামী কাপড় তৈরি হয় যা শ্রমিকরা কিনতে পারেনা।

এই মিলের পেছনে ছোট ছোট বস্তির কুড়ে ঘরের যা ফ্ল্যাটের বাথরুম থেকে ছোট মিল শ্রমিক-স্ত্রীরা তাদের স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। পাশে দুর্গন্ধময় নালা-নর্দমা। কিন্তু পার্শ্ববর্তী এয়ারকন্ডিশন্ড ফ্ল্যাটে বাইরের মসজিদের আজান কিংবা মন্দিরের ঘণ্টা ধ্বনি কিছুই শোনা যায় না। এমনকি মিলের গড়গড় শব্দ। ফ্ল্যাট বাসীরা সবকিছু থেকে দূরে। চলো এদের নামে আর এক পেগ হুইস্কি পান করি। কিন্তু একি হুইস্কি শেষ আর তোমারা কোথায়?

চাচা চুনি লাল মাত্র ছয় পেগ হুইস্কি গলাধরণঃ করেছে। সরাসরি বারে গিয়ে বকবক, করতে থাকে, "টুটু, ওল্ডবয়, এত তাড়াতাড়ি হুইস্কি শেষ।"

"নট এ ব্লাডি ড্রপ টু ড্রিংক। আমাকে কেন বলনি। স্কচ হুইস্কির পুরো কেস নিয়ে আসতাম।"

সকলের অভিযোগ অনুযোগ শোনার পর টুটু বলল, "চিন্তা করবেন না, আংকেলকে বলে দিয়েছি, এক ডজন বোতল পাঠিয়ে দেবে।"

"আচ্ছা, তাহলে তোমার চাচা এই ধান্ধাও করে, তা জানতাম না," চাচা চুনি লাল বলল।

"তিনি তো সারা দুনিয়ার আংকেল, চাচা চুনি লাল। আচ্ছা তাকে আমি আবার ফোন করবো।"

আংকেল চেয়ারের উপরের উপর হাত পা ছেড়ে বসেছিল, জানি যে অবস্থায় তাকে বসিয়ে রেখেছিল তেমনি অবস্থায় তখনও বসেছিল। টেলিফোন বেজে উঠল, দুর্বল হাতে ফোনের রিসিভার তুলে চোখ বোজে বলল, হ্যালো। কিন্তু ফোনের অপরপ্রান্তের কথা শুনে যেন তার ধড়ে প্রাণ এল, বলল, "আই এম সরি। আমি এখনি পাঠাচ্ছি স্যার।" ফোন রেখে কি জানি ভাবল তারপর ডাক দেয়, "রোজী, রোজী।"

BanglaBook.org

দরজায়ও কলিং বেল বেজে উঠে। দরজার "পিপহোল" দিয়ে দেখল, বলা যায় না পুলিশ এসে নাকি বিরক্ত করে। কিন্তু না, আশার সুন্দর চেহারা দেখে সে আশ্বস্থ হয়।

টুটু তাড়াতাড়ি দরজা খুলে, আর "হ্যালো আশা" বলে আশাকে স্বাগত জানায়। টুটু বলল, "আমি তো তোমার ভরসাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। তা একা কেন? কাউকে সঙ্গে আননি।"

আশা মুচকি হেসে জবাব দেয়, তা অবশ্যই এনেছি। ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে আসছে।

"গুড।" টুটু হেসে বলল।

"দেখি, তোমার নতুন বয় ফ্রেন্ড কে?"

আশা লিফটের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঐ যে আমার পুরাতন বয় ফ্রেন্ড।" লিফটের দরজা খুললে, অমর বেরিয়ে আসে।

টুটু খিলখিল করে হেসে বলল, "আচ্ছা তাহলে এই তোমার নতুন বয় ফ্রেন্ড।"

"হ্যালো টুটু" বলে অমর হাত বাড়ায় আর দু'জনে হ্যান্ডসেক করে।

টুটু বলল, তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখে খুশী হলাম।

অমর এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, সেই খৃষ্টান ছেলেটি আসেনি, যে তোমার পাশের সিটে বসেছিল।

না ভাই। হয়তো তার পার্টির সন্ধানে আছে। টুটু জনির কথা পুনরাবৃত্তি করে জবাব দিল, সে বলেছে, বোম্বের সবচেয়ে সুন্দরীকে সে ধরে আনবে, জোরপূর্বক হলেও নিয়ে আসবে।

মেরিন ড্রাইভে জনি সত্যিই সবচেয়ে সুন্দরী (ভারত অথবা পৃথিবীর) তরুণীকে ধরে নিয়ে আসছে। মেয়েটি আর্তনাদ করছে, "জনি আমি পড়ে যাব, জনি আমি পড়ে যাব।" কিন্তু জনি কোন কথাই শুনছে না। অবশেষে দৌড়াতে দৌড়াতে নিজেই হাঁপিয়ে উঠে। তখন জনি লিলিকে সমুদ্রের তীরে দেওয়ালের উপর বসিয়ে দেয়। লিলি বলল, জনি, তুমি পান করে পাগল হয়ে গেছ। তুমি না বলেছিলে আমাকে টুটুর পার্টিতে নিয়ে যাবে। আর এখন মেরিন ড্রাইভে আমাকে দৌড়ায়ে বেড়াচ্ছ।

BanglaBook.org

জনি নির্ভয়ে জবাব দেয়, কোন চিন্তা নেই। পার্টিতে অবশ্যই যাব। তার আগে একটু বেড়িয়ে নিই। এইসব জায়গা আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার কি জানি স্মরণ করে মুচকি হেসে বলল, কয়েক বছর যাবত আমি রাতে এখানেই শুতাম। একবার আমাকে পাকড়াও করে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে, আমার বাড়ি কোথায় জানতে চায়। আমি বললাম, বাড়ীঘর নেই। অতএব, ভবঘুরের অপরাধে হাজতে পাঠিয়ে দেয়।

লিলি তাকে সন্দেহের চোখে দেখে, মনে মনে ভাবে হয়তো সে কোন চোর বদমায়েশের সাথে চলে এসেছে।

জনি গর্বের সাথে বলল, আজ আমাকে কেউ গ্রেফতার করতে পারবে না। দেখো দূরে আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। পকেটে টাকা ভর্তি। দূরে যে ফ্ল্যাটে দেখা যাচ্ছে যে কোন একটি ফ্ল্যাট কিনতে পারি। আবার লিলির দিকে তাকিয়ে বলল, বল, লিলি, তুমি কোন দালানটি কিনতে চাও, আমরা এদিকে একটি ফ্ল্যাট কিনব।

লিলি ব্যঙ্গ করে জবাব দিল, তুমি ফ্লাট কিনবে কি কিনবে না তাতে আমার কি আসে যায়? একথা বলে লিলি উঠে গাড়ীর কাছে চলে যায়।

জনি তার পিছে পিছে চলল, বলল, সেই ফ্লাট তোমার জন্যই কিনব। এরপর জনি গাড়ীতে বসে পড়ে। এখন সে আমেরিকান গুন্ডা নয় বরং একজন মামুলী হিন্দুস্থানী। রাতের অন্ধকারে একজন মেয়ের কাছে তার মনের কথা নিবেদন করছে। জনি বলতে থাকে "আমার কেউ নেই। মা বাপ কেউ নেই। ব্রাদার, সিষ্টার। এসেছি একা, যাব একা। এক বুড়োকে আংকেল ডাকতাম, সেও আমাকে বিদায় দিয়েছে। বুড়ো বলেছে, "আমি নাকি তার কেউ নই।" এবার সে তার জন্ম পরিচিতি দিতে থাকে। আজ লিলির কাছে সে কিছুই গোপন করবে না।

"আমার কোন নাম নেই। ফুটপাতে আমাকে কুড়িয়ে পেয়েছে। কেউ জানে না, আমি কে, জনি নাকি যমুনা দাস। জমসদজী নাকি জামালউদ্দীন। হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর ভারী ও তেজী হয়ে উঠে, বলল, আমার এখন টাকা আছে। কোন চিন্তা করোনা। আমার কাছে সবকিছু আছে। এবার বাড়ীঘর সবকিছু হবে, বাচ্চা হবে।"

লিলি তার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায়, বলল, "তুমি এত ঘাবড়ে গেছ কেন? আগে আমাদের বিয়ে হবে। তারপর সন্তানের কথা ভাবতে হবে।"

লিলি সহজে পোষ মানার মেয়ে নয়। সে পরিষ্কার ভাষায় বলল, তুমি কিভাবে বুঝলে, আমি তোমার বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হব? তারপর ঘরের দরজা খুলে ভেতর

BanglaBook.org

গিয়ে বসে। তার অভিপ্রায় এখন, অনেক আবোলতাবোল আলাপ হয়েছে, এবার ফেরা যাক।

কিন্তু জনিও সহজে হার মানার ছেলে নয়। ড্রাইভিং সিটে বসেছে ঠিকই কিন্তু গাড়ী চালানোর কোন ইচ্ছা নেই।

জনি আবার মুখ খুলে বলল, লিলি অথবা লায়লা, তুমি যেই হও না কেন, তোমার চুল কালো হোক কিংবা মেহেদী রং তোমাকে আমার ভাল লাগে।

জনির এসব কথা বৃথা যায়নি। জনির আন্তরিকতায় লিলি কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। জনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছে, সে একা, আর দুঃখী। হঠাৎ জনি বলল, আমাদের জোড়া কেমন দেখাবে?

একজন ক্যাবারে নৃত্যশিল্পী লিলি। হোটেলের বিজ্ঞাপনে তাকে অপূর্ব দেখায়। হোটেলের মঞ্চে সে সব ধরণের বিদেশী নৃত্য করতে পারে। কিন্তু তার শিরায় শিরায় হিন্দুস্তানী রক্ত। আসলে সে পরগাম এলাকার বাসিন্দা। এই প্রশ্নের জবাব দিতে সে পারেনি। বরং শাড়ীর আঁচল সামনে নিয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

পাশে উপরে একটি ফ্লাটে আলো জ্বলে উঠে, আর এক বালতি পানি লিলি ও জনির উপর ফেলে দেয়। দু'জনে ভিজে যায় কিন্তু এতে জনির উৎসাহ ভাটা পড়েনি বরং লিলি যখন বলল, আমরা দু'জনই ভিজে গেছি। জনি উত্তর দিলো, আমরা দু'জনে পার্টিতে যাব।

এবার গাড়ী ষ্টার্ট দেয় আর জনি গাড়ী হাকিয়ে এগিয়ে যায়।

দরজায় কলিং বেল বেজে উঠে। টুটু সতর্কতার সাথে দরজা খুলে। সতেরো আঠারো বছরের এক তরুণী ফ্রক পরিহিত, চুলে ফুল দাঁড়িয়ে ছিল।

টুটু তাকে চিনতে পারেনি তাই পরিচয় জানতে চায় হাতে থলে।

মেয়েটিকে টুটু স্বাগত জানিয়ে বলল, "ওয়েলকাম ইয়ং লেডি, কিন্তু তুমি কে?"

মেয়েটি ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "স্যার, আমি বোতল এনেছি। আংকেল পাঠিয়েছে।"

"খুব ভাল, পুরানো আংকেলকে ধন্যবাদ।" টুটু আনন্দে চিৎকার করে উঠে আর রোজীকে থলেসহ ভেতরে নিয়ে আসে।

"হুইস্কি এসে গেছে, হুইস্কি।" সকলের গ্লাসে মদ ঢেলে দেয়া হয়।

BanglaBook.org

সে মদের গ্লাস হাতে নিয়ে রোজীর কাছে এসে বলল, "পান করো।" একটি সুন্দরী তরুণীর সাথে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলা তার স্বভাব।

রোজী মাথা নেড়ে জবাব দেয়, "না স্যার, আমি মদ খাইনা।"

"শুন টুটু সাহেব, সে চিৎকার করে উঠে, বছরের সেরা কৌতুক, মদ সরবরাহকারী মেয়ে মদ খায়না।"

সকলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। রোজীর মনে হল কামরায় সব শয়তান একত্রিত হয়েছে।

তাদের হাসি যেন শেষ হতে চায় না। বেচারী রোজী ফ্যাল ফ্যাল করে এদিক সেদিক তাকায়। কোথাও সহমর্মিতা তার নজরে পড়লো না। যেন সে একটা অসহায় হরিণী, যাকে চারদিক থেকে শিকারী কুকুরের দল দাঁত বের করে ঘেউ ঘেউ করছে অথবা হাসছে।

টুটুর কামরা কিন্তু শুধুমাত্র শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় বরং সাউন্ডপ্রুফ ও ছিল। তাদের অট্টহাসি কাঁচের দেয়ালে আঘাত খেয়ে মিলিয়ে গেছে। হঠাৎ রোজীর মনে হল, সেখানে চিৎকার করলে তার শব্দ বাইরে যাবে না।

অট্টহাসি শেষ হলে তাকে হুইস্কির গ্লাস হাতে তুলে দেয়া হয়। এবার সে ভাবল, যদি দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যান করে তবে ওরা আবার হাসাহাসি করবে। রোজী ভাবছিল, আজ পর্যন্ত কোনদিন সে হুইস্কি খায়নি। তার মনে হ'ল, গলা যেন চাকু দিয়ে চিরে ফেলছে। সারা শরীরে কেমন যেন উষ্ণতা আর ঝিম ঝিম অনুভূত হয়। হলের লোকজনকে তার চোখে আজব মনে হচ্ছিল। হয়তো মদের প্রতিক্রিয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মুখ থেকে মদের গ্লাস সরানোর পর চোখ তুলে তাকায়, সামনে জনি আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। টুটু তাদের স্বাগত জানায়। এই মেয়ের জন্য জনি রোজীর ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। টুটু ওদের দু'জনকে কামরার এক পাশে নিয়ে যায়। আর জনি লিলিকে নিয়ে এতই ব্যস্ত যে রোজী তার দৃষ্টিগোচর হয়নি।

রোজী দেখল জনি আর লিলি ড্যান্স করছে। লিলি তার বাম হাতে জনির কোমর জড়িয়ে ধরেছে, আর জনির হাত লিলির কাঁধের উপর। নাচের তালে তালে সারা কামরায় ওরা ঘুরছিল। পাশ দিয়ে যেতেই রোজীকে দেখতে পায়।

জনি "হ্যালো রোজী" বলে তাকে জিজ্ঞাসা করে "তুমি এখানে কি করছ।"

BanglaBook.org

রোজী উত্তর দেয়, "বোতল নিয়ে এসেছি। তুমিতো সেগুলো আনতে রাজী হওনি।" ততক্ষণে জনি নাচতে নাচতে দূরে সরে গেছে, কিন্তু রোজীর অগ্নি শর্মা দৃষ্টি তখনও লিলির দিকে নিবদ্ধ ছিল।

রোজী পাশের ভদ্রলোককে বলল, "স্যার, হুইস্কি।"

হুইস্কির গ্লাস হাতে নিয়েই সে চুমুক দিয়ে খেতে থাকে। কয়েক গ্লাস হুইস্কি পান করলো, রোজী যেন জনি আর লিলিকে গ্লাসে মিলিয়ে পান করছে।

এবার রোজী নাচ শুরু করে। সে নাচছে। তার মনে হ'ল সারা পৃথিবী দুলে দুলে তার সাথে নাচছে আর ঘুরছে। হুইস্কির বোতলগুলিও বুঝি নাচছে। রোজীর দেহের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে নৃত্যের ঝংকার। রোজী নাচছে আর সকলে তালি দিচ্ছে। হাত পা নেড়ে মুচড়ে রোজী নাচছিল আর দর্শকের মধ্যে জনিও তালি দিচ্ছিল। অর্ধ বেহুস অবস্থায় রোজী জনিকে দেখলো। ছুটে গিয়ে জনির গলা জড়িয়ে ধরে। জনি তাকে ধাক্কা দিয়ে সোফায় ফেলে দেয়। খেলা শেষ। করতালির পর করতালি। এবার নতুন রেকর্ড বাজতে থাকে। রোজী সোফা থেকে উঠে দেখলো, লিলি আর একজন লোকের সাথে নাচছে আর জনি একা দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই দৃশ্য দেখে সে মুচকি হাসে।

অমর এর মধ্যে জনির কাছে এসে পড়েছে। জনিকে "হ্যালো" বলে সম্বোধন করে।

অমর মুখে সিগারেট নিয়ে বলল, ম্যাচ হবে।

"অবশ্যই।" একথা বলে জনি পকেট থেকে একগাদা নোট বের করে। পকেট থেকে ম্যাচ বের করে অমরের হাতে তুলে দেয়।

অমর সিগারেটে আগুন ধরাতে ধরাতে জনিকে একনজর দেখে নেয়। অন্যদিকে তাকিয়ে দেখে, টুটু আশাকে ব্যালকনিতে পৌঁছে দিচ্ছে আর বলছে, "আশা তুমি জান, তোমার বিয়ে একটা মারাত্মক ভুল। তোমার বংশের সকলে জান। তুমি যখন তোমার ড্যাডির কাছে চলে গেছ, তখন আমি খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। অবশ্যই ব্যারিষ্টার সাহেবের জন্য কোন সমস্যাই ছিল না।"

আশা চেয়ারে বসে প্রশ্ন করে, "কি বলতে চাও?"

টুটু ঘোষণা করে, "তালাক।"

"তালাকের পরে কি?" আশা আবার পাল্টা প্রশ্ন করে।

BanglaBook.org

"এরপর—আমি তো আছিই। সেই বেকার আগেও ছিলাম, পরেও থাকবো। তারপর আমাদের দু'জনার বিয়ে হবে। টুটু আনন্দের সাথে উত্তর দেয়।

"তারপর "। আশা খুব মজা পায়।

"তারপর আমরা হ্যানিমুন করতে প্যারিস, লণ্ডন অথবা জেনেভা চলে যাব, যা তোমার কলম পেশা স্বামী স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবেনা।"

"তাহলে এই কথা"। আশা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে দু'টি বিমানের টিকেট বের করে তার হাতে তুলে দেয়। আগাগোড়াই ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকেট।

টুটু টিকেট দু'টো নাড়াচাড়া করতে থাকে। নকল টিকেট নয় তো? "একজন মামুলী সাংবাদিক দামী টিকেট পাবে কিভাবে?"

আশা গর্বের সাথে বলল, শেঠ ডালিরিয়ার পি. আর. ও সে, আর মামুলী সাংবাদিক নয়। আড়াই হাজার টাকা বেতন, বাড়ী গাড়ী ফ্রি।

এদিকে জনিও লিলিকে খুঁজতে খুঁজতে ব্যালকনিতে চলে আসে। আশা ও টুটুকে প্রাইভেট কথা বলতে দেখে নেশাগ্রস্থ কণ্ঠে ক্ষমা চেয়ে বলল, আই এম সরি, আমি মিসেস জনিকে খুঁজছি। না মিসেস যমুনা দাস অথবা মিসেস জমসীদ।

কিন্তু টুটু তার কৌতুক বুঝতে না পেরে বলল, একই সময় চারজন মহিলাকে খুঁজলে কাউকে পাওয়া যাবেনা। এসো, চলো আমার সাথে, বলে, টুটু জনির হাত ধরে টেনে তাকে হল ঘরে নিয়ে যায়। পথে অমরের সাথে দেখা। অমর সত্যিই তার স্ত্রীকে খুঁজছিল। অমর আশাকে নিচের কামরায় নিয়ে গেল কারণ তার সাথে ব্যক্তিগত আলাপ আছে। নাচের সময় কারও কথা কানে যায়নি। এখন আলাপ করলে লোকে বুঝবে হয়তো পরস্পর প্রেম ও ভালবাসার কথা বলছে।

অমর আস্তে জানতে চায়, টুটু তাকে কি বলছিল।

আশা উত্তর দেয়, বিলাতে হ্যানিমুনের লোভ দেখাচ্ছে।

"তুমি কি উত্তর দিলে?" অমরের জিজ্ঞাসা।

"আমি বলেছি, আমার স্বামী আগেই ইউরোপ যাবার ব্যবস্থা করেছে।" আশার উত্তর।

অমরের মুখে হাসি নেই। সে ভাবছে, সে ইউরোপ যাবে কি যাবেনা। এটাই তার সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়। সঙ্গীতের মুর্চ্ছনায় দু'জনেই দু'লতে থাকে। আবার অমর চুপিচুপি আশার কানে কানে বলল, "শোন আশা, আমার মনে হয়, জনিই

BanglaBook.org

খুনী। তার পকেট নোটে ভর্তি। তুমি তার দিকে নজর রেখো। আমি পুলিশকে খবর দিচ্ছি।"

"আপনি চিন্তা করবেন না। আমি তাকে যেতে দেবনা।" আশা দৃঢ়তার সাথে বলল।

আবার নৃত্যের দ্বিতীয় সুর বাজতে থাকে। জনি ব্যালকনির দরজায় একা দাঁড়িয়ে লিলিকে আর একজনের সাথে নাচতে দেখে বাঁকা চোখে দেখছিল। এর মধ্যে ব্যালকনির দিক থেকে ডাক আসে, "মিঃ জনি।"

জনি পেছনে ফিরে তাকায়, "আপনি আমার নাম জানেন, আমি মিসেস অমর কুমার।"

"আমি আপনার ব্যাপারে অনেক কিছু জানি। এদিকে আসুন।" জনি একথা বলে আশার সাথে ব্যালকনিতে চলে যায়। আশার পেছনে কাঁচের আয়নার জানালা দিয়ে লোকজনকে নৃত্যরত দেখা যাচ্ছে। জনির চেহারায় কখনও আলো কখনও অন্ধকার নেমে আসছে।

"আমার ব্যাপারে আপনি কি জানেন?" আশা বলল।

"আপনি খুবই সুন্দরী।" আশা ভাবছে তোষামোদ সব মানুষেরই পছন্দ। তবুও বলল, আপনি কৌতুক করছেন।

আবার বলল, আপনি অনেক ধনী লোক।

জনি সোজা হয়ে বসে বলল, আপনি কিভাবে জানেন?

আশা উত্তর দিল, "আপনার কপালে তা লিখা আছে। তাছাড়া আপনার হাত দেখে আমি বাতলাতে পারি।"

জনির ভাগ্যে কি লিখা আছে তা জানার জন্য সে উদগ্রীব। তাড়াতাড়ি আশার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দেখুন তো আমার ভাগ্যে কি লিখা আছে।

আশা বাহ্যত হাতের রেখা দেখতে দেখতে বলল, "হাতের রেখায় বলছে, জীবনে অনেক কষ্ট করেছেন।"

জনি গর্বের সাথে সাথে উত্তর দিল, 'তাতো করেছি। এই হাতে অন্ততঃ হাজারটি মোটর গাড়ী ধুইয়ে পরিষ্কার করেছি। এতো যে কেউ বলতে পারে না। বলুননা, আমার হাতের রেখায় আর কি লিখা আছে। এর মাঝে কি একটি ছোট্ট সংসার, স্ত্রী, পুত্র দেখা যায় না?

BanglaBook.org

আশা উত্তর দিল "টাকা প্রচুর আছে।" কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলল, "তবে হাত খালি।"

জনির রাগ হয় আশার উপর। আশা তার ভাগ্য গণনা করছিল। সে আবার প্রশ্ন করে, যখন টাকা আছে তবে হাত খালি কেন? ঘর-সংসার নেই কেন? স্ত্রী পুত্র নেই কেন?

আশার উত্তর, আমি জানিনা, হয়তো হাতশূন্য থাকবে কারণ আপনার হাত নিতে জানে কিন্তু কাউকে দিতে জানেনা।

একথা শুনে জনি ভয় পায়। যেন তাকে গায়ে কেউ দিয়াশলাই দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তারপর উঠে দাঁড়ায় আর ব্যালকনির জানালায় হেলান দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে, হ্যাঁ, আমি শুধু নিতে জানি, দিতে জানিনা। পৃথিবী আমাকে তাই শিখিয়েছে। যা পাও ছিনিয়ে নাও, না হলে ভুখা থাকো। কেউ আমাকে কিছু দেয়নি। আবার আশার দিকে ফিরে বলল, তোমরা আমাকে জনি বল, আসল নাম কি তা আমার জানা নেই। তাছাড়া তোমাদের সততাই শ্রেষ্ঠ নীতি, আমি পরওয়া করিনা। কারণ চার্চ স্কুলের এই নীতিকে কেউ মানেনা।

আশা তার প্রতিক্রিয়া দেখে হতবাক। বলল, তোমার কি হয়েছে? আমি তো শুধু বলেছি, এই হাত নিতে জানে দিতে জানেনা?

জনি জবাব দিল, আমার হাত নিতে জানে, কিন্তু তোমার স্বামীর হাত কি দিতে জানে। যা পায় ছিনিয়ে নিচ্ছে। অবশ্য আমি তাকে দোষারূপ করিনা। আড়াই হাজার টাকা, বাড়ী গাড়ী ফ্রি। শেঠ ডালিরিয়ার চ্যারিটিতে অংশ নিচ্ছেনা।

নিজের স্বামীর সমালোচনা শুনে আশার রাগ হয়। বলল, "মিঃ জনি, একটু সংযত হয়ে কথা বলুন। তোমার মতো চোর আর স্মাগলারের সাথে আমার স্বামীর তুলনা হয় না।"

জনি জোর দিয়ে বলল, "কেন করবনা?" ভেতরে নাচের সঙ্গীত বাজছিল। জোড়ায় জোড়ায় টক টক করে ড্যান্স করছিল। তার মাঝে চিৎকার দিয়ে জনি আরও বলল, "আমার আর তার মাঝে পার্থক্য কি? পার্থক্য সে নিজের জাল বিস্তার করে অপেক্ষা করে, আমি তা করিনা। আমার অনেক তাড়া আছে," বলে জনি ভেতরের দিকে অগ্রসর হয়। এত তাড়া যে সামনে কেউ এলে তাকে খুন করে চলে যাবে? জনির পথ রুখে দাঁড়ায় আশা।

BanglaBook.org

জনি থেমে যায়। পেছনে ফিরে তাকায় মনে হল, তার চেহারা রক্তশূন্য। সে প্রশ্ন করে, তুমি কিভাবে জানলে?

আশা বলল, আমি নিজ চোখে দেখেছি, তুমি কিভাবে ....?

"তুমি মিথ্যা বলছ।" আশার কথায় বাধা দিয়ে জনি বলল, "তুমি তো বিমানে ছিলেই না আর চারিদিকে অন্ধকার ছিল।"

"আমি বিমানে ছিলাম না সত্য কিন্তু সেদিন কিভাবে তুমি বুড়ো চাওয়ালাকে ....।"

জনির ধড়ে যেন প্রাণ এল, "ওহ, সেই চাওয়ালা। সেটা তো ছিল দুর্ঘটনা মাত্র।"

আশা আবার আক্রমণ চালায় কথার মার প্যাচে, "এটা কি দুর্ঘটনা ছিল যে বুড়োকে বিমানে তুমি হত্যা করলে আর তার পকেট হাতড়িয়ে সব টাকা চুরি করে নিজ পকেটে ভর্তি করলে?"

"সেই টাকাও তার ছিলনা। নিশ্চয় সে ঐ টাকা কোনখান থেকে চুরি করেছে।" তারপর জনি তার জীবনের দর্শন বাতলায়, "টাকা কখনও আপন হয়না। কারো কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হয়।" তারপর তার চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। সে নিয়ন লাইটের দিকে এগিয়ে যায়।

জনি বলল, "কে বলেছে, আমি তাকে বিষ দিয়ে হত্যা করেছি?" আমি তো তাকে গলা টিপে হত্যা করেছি, যেমন এখন তোমাকে গলা টিপে হত্যা করব। ওরা আমাকে ফাঁসিতে একবারই ঝুলাতে পারবে।

এখন জনি আশার মুখোমুখি। হঠাৎ নাচের মিউজিক স্তব্ধ হয়ে যায়। হয়তো রেকর্ড প্লেয়ারে রেকর্ড পরিবর্তন হচ্ছে। চারিদিকে নীরবতা। জনির মনে হল কেউ তার মুখে চড় মেরেছে। পেছনে ফিরে তাকায়। এই সুযোগে আশা জনির কবজা থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়।

হ'লে অপর রেকর্ড বেজে উঠে। আবার সকলে নৃত্যে মশগুল হয়ে পড়ে। কাচের দেওয়ালের বাইরে যে খুনের নাটক হচ্ছে, তা কেউ জানেনা। লিলি আরেকজনের সাথে টুইষ্ট নাচছিল। জনি ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে। তারপর তাকে টেনে হিচড়ে লিফটের দিকে নিয়ে যায়।

BanglaBook.org

উপস্থিত লোকজন হতবাক। অনেকে বুঝলো, জনি হিংসাতুর হয়ে একাজ করেছে। বোতাম টিপে লিফট বন্ধ করে। লিফট নিচের দিকে যেতে থাকে। একই সময়ে দ্বিতীয় লিফটে পুলিশ ইনসপেকটর ও কনষ্টেবল বেরিয়ে আসে। নিচে লিফট থেকে জনি লিলিকে টেনে গাড়ীর কাছে নিয়ে যায় তারপর জোরপূর্বক তাকে গাড়ীতে বসিয়ে দেয়। এবার দ্রুত গাড়ী চালিয়ে দালানের বাইরে চলে যায়। এখন জীবন মৃত্যু তার এই কারের উপর নির্ভরশীল। গেটের বাইরে জনির গাড়ী বেরিয়ে গেলে পুলিশ ইনসপেকটর ও সিপাই টুটুর গাড়ী নিয়ে তাকে ফলো করে। অমর অবশ্য জনির পিছু ধাওয়া করেনি কারণ যদিও জনি টাকা চুরি করেছে কিন্তু পুলিশ তাকে দোষারূপ করছে। তাছাড়া জনি একজন খুনী, কিছুক্ষণ আগেও সে আশাকে হত্যার অপচেষ্টা চালিয়েছে।

বোম্বের রাজপথ দিয়ে তিনটি গাড়ী। একটা আরেকটাকে ফলো করছে।

একটা সাদা রেসিং কার, একটা পুলিশ জীপ, আরেকটা প্রাইভেট কার, একটাতে আসামী, অপরটিতে পুলিশ, আরেকটিতে সাংবাদিক।

অপরাধ—আইন—ইনসাফ।

কে আগে কে পিছে? বিচার বা আইন অপরাধের পিছু নিয়েছে। নাকি অপরাধী ইনসাফের পিছু নিয়েছে।

আইন-বিচার-অপরাধী।

মনে হয় যেন, তিনগাড়ীর রেস ছিলনা বরং মানবজীবনের ভাগ্যচক্রের সীমাহীন দৌড়। এর কোন গন্তব্য নেই, শেষ নেই। মৃত্যু ছাড়া একে রোধ করার কারও শক্তি নেই।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

# রাতের আলিঙ্গনে

অবশেষে মদের নেশায় ক্লান্ত শ্রান্ত পাপের চাদর ঢেকে বোম্বাই শহর রাতের আলিঙ্গনে ঘুমিয়ে পড়েছে। নাগিনীদের মতো আকা বাঁকা সড়কগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। মালাবারহিলে বিলাসবহুল বাংলোতে, ওয়ার্ডেন রোডের আর পিড়ার রোডের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ফ্লাটে এবং রাস্তার ধারের বস্তির বাতি পর্যন্ত নিভে গেছে আর চারিদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে।

পুরো শহর ঘুমে বিভোর। সড়ক, দালান, মন্দির, মসজিদ, হোটেল, ক্লাব, রেসকোর্স সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু উঁচু গম্বুজে লাগানো ঘড়িটি ঘুমায়নি। ঘড়িতে আড়াইটা বাজে। আর রাজপথের বাতিগুলো আলো জ্বেলে জেগে আছে। সামান্য বৃষ্টি হয়ে থেমে গেছে। ঝিলমিল বাতির আলো বৃষ্টিপড়া রাজপথে যেন নৃত্যরত।

শহর ঘুমোচ্ছে ঠিকই কিন্তু দৈনিক খবরের কাগজের অফিসগুলো জেগে আছে। যেহেতু পৃথিবী গোলাকার, তাই পৃথিবীর এক অংশ ঘুমোলে অপর অংশ জেগে থাকে। বোম্বাই ঘুমোচ্ছে, হয়তো নিউইয়র্কবাসীরা জেগে আছে। ওয়াশিংটন জেগে আছে। জীবন কখনও ঘুমায়না, রেডিও টেলিগ্রাফের বার্তার বিরাম নেই, ওরা ঘুমায়না। মার্কিন বিমান বাহিনীর বৈমানিকদের চোখে ও ঘুম নেই। এ্যাটম বোমা পাখায় বহন করে শূন্য আকাশে ঘুরে বেড়ায়। ভিয়েতনামের গেরিলারাও কখনো ঘুমায় না।

দৈনিক "আজাদ কলম" পত্রিকার সম্পাদক লেখালেখির কাজ শেষ করে বার্তা সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করে, "কালকের পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ কি?"

বার্তা সম্পাদক প্রথম পৃষ্ঠার প্রুফ দেখে জানালেন, ভিয়েতনামী গেরিলারা আরেকটি মার্কিন ঘাঁটি দখল করেছে। মার্কিন জঙ্গী বিমান উত্তর ভিয়েতনামের শহরগুলোতে শত শত বোমাবর্ষণ করেছে। এক'শ আঠারোটি মার্কিন বিমান ভূপাতিত হয়েছে।

BanglaBook.org

আর দেশী খবর কি আছে?

বার্তা সম্পাদক স্থানীয় খবরের ফাইল দেখে বলল, "বোম্বাই শহরে তেমন কোন ঘটনাই ঘটেনা। এক বুড়োর মৃত্যু সংবাদ আছে, হার্টফেল করে বিমানে মারা গেছে।"

রিপোর্টটি অমরের লেখা। বস্তিতে এক বর্বর স্বামী তার স্ত্রীর নাক কামড়ে দিয়েছে। ডালিরিয়া মিলস্-এর মেশিনে একজন শ্রমিকের হাত কেটে গেছে। টহলদার পুলিশ চম্বুর ও সাইনের কয়েকটি বস্তিতে তল্লাসী চালিয়ে মদ তৈরির কারখানা আবিষ্কার করেছে। রাজমহল হোটেলে বিহারের দুর্ভিক্ষগ্রস্থ দুর্গতের জন্য ফ্যাশন শো হয়েছে। চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক ডিনারে ভাষণদান কালে কৃষিমন্ত্রী খাদ্য শস্যের ব্যবসায়ীদের অবদানের প্রশংসা করেছেন। আর একটি খবর আছে। পুলিশ এখনও দিল্লীর ব্যাংক থেকে চুরি যাওয়া চার লাখ টাকার সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। ক্যাশিয়ারকে বিমানে হত্যা করে ঐ টাকা পকেট থেকে গায়েব করেছে আরেকজন। রাতে বোম্বে শহরে কিছুই ঘটেনা। প্রাণহীন শহর—মৃত শহর।

জনি রাজপথ দিয়ে গাড়ী হাকিয়ে যাচ্ছে—দু'ধারে ফুটপাতে লোকজন এমনভাবে শুয়ে আছে যেন মুর্দা শুয়ে আছে।

পঞ্চাশ মাইল স্পীডে গাড়ী চালিয়ে জনি এমনভাবে একটি মোড় ঘুরায়, লিলি ভয় পেয়ে যায়। বলল, "জনি, প্লীজ। এত দ্রুত গাড়ী চালাবেনা। নট সো ফাষ্ট।"

জনি পেছনে ফিরে তাকায়। একটি জীপের হেড লাইট তার গাড়ীর পেছনে এসে পড়েছে। আর দু'টি কার পিছে আসছে, জীপকে ফলো করে।

সামনে তাকিয়ে জনি বলল, "দেখছো না, পুলিশ আমাদের পিছু নিয়েছে?"

"কিন্তু কেন?" লিলি জানতে চায়। সে বুঝতে পারেনা জনি কেন প্রত্যেকটি জায়গায় পালিয়ে বেড়ায়। লিলি ভাবে, হয়তো তার জন্য সে পাগলামো করছে, হিংসায় জ্বলে পুড়ে এ রকম করছে। কিন্তু পুলিশ কেন খুঁজবে? লিলি পিছন দিকে তাকিয়ে জনিকে বলল, তুমি কি করেছ?

জনির দৃষ্টি তখন সামনের দিকে, গাড়ীর গতি আরও বাড়িয়ে দেয়। তখন জীপটি তার পিছু পিছু আসছিল। এখন জনি পুলিশের কথা ভাবছেনা ভাবছে তার আত্মরক্ষার কথা। কয়েক ঘণ্টা আগে তার কাছে সবকিছু ছিল, সুন্দরী মহিলা, টাকা, দামী গাড়ী। টুটুর পার্টিতে সব ওলট পালট হয়ে যায়। অমর তার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল।

BanglaBook.org

তার স্ত্রী আশা তাকে কেন ব্যালকনীতে নিয়ে গেল? রোজী বোতল নিয়ে কেন ক্লাবে এল? তার কাছ থেকে বোতল নিতে অস্বীকৃতি জানায়? কিন্তু রোজীকে মদ খাওয়াল কে? সে তো সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিল। জানিনা, বেচারীর এখন সেখানে কি ঘটলো।

লিলি আবার প্রশ্ন করে, তুমি কি করেছ?

জনি বিড় বিড় করে বলল, কি না করেছি আমি। তোমার সাথে, নিজের সাথে, রোজীর সাথে।

রোজী ভাবছিল, কি আশ্চর্য, বোতলে মদ থাকে। আমি তো মদ পান করেছি নাকি মদ আমাকে পান করেছে। পৃথিবীটা চারিদিকে, পৃথিবী যেন দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে নাকি আমি পৃথিবী থেকে দূরে পালিয়ে যাচ্ছি। আবার অনুভব করল, সে একখানে স্থির আছে, পৃথিবী দূরে সরে যাচ্ছে। দেয়াল সরে যাচ্ছে, দেয়ালের ছবি পালিয়ে যাচ্ছে, ঘরের বাতি যেন দুলছে—ছুটে পালাচ্ছে। সেও দূরে পালিয়ে যাচ্ছে। সব আলো যদি দূরে চলে যায়, তবে অন্ধকার নেমে আসবে। অন্ধকারকে সে ভয় করে।

একটা অন্ধকার কামরায় সে পড়ে আছে। সেখানে ধীরে ধীরে সব বাতি নিভে যায়। অন্ধকারে সে সমুদ্রের ঢেউ কিভাবে গুনবে? সমুদ্রের ঢেউ গণনা তার জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সে জনিকে কথা দিয়েছিল, দু'জনে সমুদ্রের তীরে বেড়াতে যাবে। সমুদ্র সৈকতে শীতল বাতাসে খালি পায়ে বালুর উপর দু'জনে পায়চারী করবে। সমুদ্রের ঢেউ গুনতে থাকবে।

এখন রাত হয়েছে। রাতের শক্ত বাহু রোজীর দেহকে দুমড়ে মুছড়ে চাপ দিচ্ছে। আর হুইস্কির গন্ধযুক্ত গরম নিশ্বাস তার ঠোটে এসে লাগছে। দেয়ালের টাঙ্গানো নগ্ন মেয়েলী ছবিগুলো যেন তাকে এক নজরে দেখছে। আকাশে যেন পাখা ঘুরছে, কিছুক্ষণ সেই পাখা তার কাছে চলে আসে, কখনও দূরে চলে যায়। এখন রোজী সমুদ্র সৈকতে। সমুদ্রের ঢেউ আর শান্ত নেই বরং বহু দূরে পাহাড়ের সাথে ধাক্কা খাচ্ছে। রোজীর রাগ হয়। কিন্তু এখন রোজী অন্ততঃ ঢেউ গুনতে পারছে।

প্রথম ঢেউ

দ্বিতীয় ঢেউ

তৃতীয় ঢেউ।

BanglaBook.org

ঢেউ এর আঘাত পাহাড়ে লেগে ঢেউ আবার সমুদ্রে মিশে যায়। ধীরে ধীরে সমুদ্রের ঝড় যেন সমুদ্রেই একাকার হয়ে যায়।

পনের ঢেউ।

ষোল ঢেউ।

সতের ঢেউ।

আবার প্রচণ্ড ঢেউ আসে। রোজী অসহ্য বেদনায় সমুদ্রে ডুবে যায়। আবার সমুদ্রের ঢেউ একেবারে শান্ত হয়ে পড়ে। আর রোজীর মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ বের হয়, "জনি।"

জনি আর তার গাড়ী তখন একদেহ একপ্রাণে পরিণত হয়েছে। সে তখন ষাট সত্তর মাইল বেগে গাড়ী চালাচ্ছে। শুধু পালাচ্ছে সে। কিন্তু পালিয়ে কোথায় যাবে? বোম্বাই একটি দ্বীপ। সেই দ্বীপে সে বন্দী। যেন একটি ইঁদুর পিঞ্জরে বন্দী। একে অন্যের পিছনে ছুটতে পারে। কিন্তু পিঞ্জর থেকে বের হবার সুযোগ নেই।

গাড়ী মাইকেল রোড থেকে পেদর রোড, পেদর রোড থেকে ক্যাসু কর্ণার দিয়ে ছুটে চলেছে। রাস্তার দু'ধারে লম্বা লম্বা নিয়ন সাইন যেন জনির গাড়ী পিছু পিছু ছুটছে। সেখান থেকে সানদ্রাষ্ট চার্চ হয়ে চুপাই—রাতের অন্ধকারে সেখানে নিয়ন বাতির ঝলকানি, আর পেট্রোল কোম্পানী, বিমান কোম্পানী আর সোডা কোম্পানী এবং সিনেমার বিজ্ঞাপন চিক চিক করছে।

মেরিন ড্রাইভ-এর উজ্জ্বল আলোতে তিনটি গাড়ী একে অন্যের পিছু দ্রুত ছুটছে। গাড়ী তিনটি নির্মাণ পয়েন্টে পৌঁছলে জনি একটি চাল চালে। জীপ আর অমরের গাড়ীও সত্তর মাইল বেগে পাশাপাশি চলছিল। হঠাৎ জনি ব্রেক করে গাড়ী থামায় আর পুলিশ ও অমরের গাড়ী আগে বেরিয়ে যায়। জনি গাড়ী পেছনে ঘুরিয়ে উল্টো দিকে পালাতে থাকে। অমরও গাড়ী থামিয়ে ঘুরিয়ে নেয়।

এবার জনির পেছনে অমর, আর তার পেছনে পুলিশের জীপ। জনি দাঁত কটমট করে বলছে, বেটারা আমার পিছু ছাড়ছেনা ঠিক আছে তাদেরকে একটু চক্কর লাগিয়ে দিই, হয়তো তাহলে এদের কবল থেকে রেহাই পেতে পারি।

মেরিন ড্রাইভ থেকে চার্চগেট ষ্ট্রীট। চার্চ গেইট ষ্টেশন থেকে এ রোস সিনেমা ট্রাফিক লাইট লাল সবুজ চোখে ধাঁধাঁ লাগায়। কিন্তু জনি জীবন মৃত্যুর সকল নিয়ম ভঙ্গ করেছে। ডানে বায়ে যান থামুন—এদিকে যান। এসব আইন সে মানতে রাজী

BanglaBook.org

নয়। তাছাড়া সমগ্র বোম্বাই ঘুমিয়ে আছে—রাস্তাঘাট শূন্য। তিনটি গাড়ী রেস দেয়ার জন্য রাজপথ রেসকোর্সে রূপান্তরিত হয়েছে।

টেলিগ্রাফ অফিস পেরিয়ে সে ফ্লোরা ফোয়ারার নিকট মোড় ঘুরায় আবার ঘুরতে ঘুরতে গাড়ী ট্রাফিক আইল্যান্ডের কাছে চলে আসে। আবার শহীদ স্মৃতিসৌধ ছাড়িয়ে সামনে সড়কে এসে পড়ে। কিন্তু অমর তার পিছু ছাড়েনি। পুলিশের জীপও পেছনে ফলো করছিল। ফোয়ারার ফ্লোরা এবং মহারাষ্ট্রের শহীদদের মূর্তির প্রাণহীন চোখ দিয়ে যেন এই খেলা দেখছিল।

অমর গাড়ীর এক্সিলেটর পুরোপুরি চাপিয়ে রেখেছিল সত্তর মাইল বেগে গাড়ী চলছিল তবুও জনির সাদা গাড়ীকে ধরতে পারছিল না। যে রাস্তায় ওরা এসেছিল সে রাস্তায় ফিরে চলছিল যেন ইঁদুরের দৌড়। অমর অনেক জোরে গাড়ী চালায় কিন্তু জনির কাছে যেতে পারেনি। জনি মারাত্মক ভাবে গাড়ী ডানে বায়ে ঘুরাচ্ছিল, কখনও ট্রাফিক আইল্যান্ডে ঢুকে পড়ছে, আবার কখনও ফুটপাতের উপর। অমর চিন্তিত, পাছে পুলিশের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য জনি নিজেই জীবন দিয়ে বসে।

এবার সমুদ্র সৈকতের জনমানবহীন রাস্তায় গাড়ী তিনটির রেস চলছে। জনি দেখলো, ফুটপাতে কয়েকজন লোক তাস খেলছে। জনি পকেট থেকে একশ' টাকার নোট বের করে বাইরে বাতাসে উড়িয়ে দেয়। ফুটপাতের লোকজন টাকার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। এবার অমর ও পুলিশকে গাড়ী থামাতে হয় নচেৎ লোকজন গাড়ী চাপা পড়বে।

জনি ভাবলো, এভাবে সে তার অনুসরণকারীদের কবল থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু অমরের জেদ বেড়ে যায়। আর পুলিশেরা তো পলাতক গাড়ীকে ধাওয়া করতে অভ্যস্ত।

আশা গাড়ীতে অমরের পাশে বসে এই মারাত্মক নাটক দেখছিল। আশা ভুলেই গেছে জনি তার গলা টিপে ধরতে চেয়েছিল। সে ক্যাশিয়ারকে হত্যা করে চার লাখ টাকা চুরি করেছে। আসলে সে একজন মহিলা। মৃত্যু নয়। জীবনের জন্য সে উদ্বিগ্ন। নিজের শত্রুর জীবন রক্ষার্থে সে চিন্তিত। কারণ এত দ্রুত গতিতে চলতে থাকলে যে কোন মুহূর্তে জনির গাড়ী উল্টে যেতে পারে। অমর অথবা পুলিশের জীপও দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারে। নতুবা তিনটে গাড়ী সংঘর্ষে ফুটপাতের গরীব বেচারা কিংবা নিরীহ পথচারী গাড়ী চাপা পড়ে মারা যেতে পারে।

BanglaBook.org

গাড়ীর গতি যেন তাদের নেশায় পরিণত হয়েছে। এক পাগলামো, যার জন্য ওদের প্রাণ দিতে হবে।

এদেরকে ধোকা দেয়ার জন্য জনি আবার হঠাৎ গাড়ীর ব্রেক কষে। লিলি আর্তনাদ করে উঠে; "জনি জনি তোমার কি হয়েছে?" কিন্তু দাঁত কটমট করে জনি সামলে নেয়। লিলির দিকে তাকাবার ফুরসত নেই। লিলি তখন শিশুর ন্যায় কাঁদছিল।

জনি এবার সোজা সড়কের মোড় বদলাচ্ছে, কিন্তু দ্রুত গতিতে। জনিকে লিলি বলল, জনি আমাকে বাড়ী নিয়ে চল, প্লিজ।

পাগলের ন্যায় জনি বলল, "এই পথে এসে কেউ ফেরত যায় না।" একথা বলার পর জনির চোখে মুখে এক বন্যরূপ ফুটে উঠে।

লিলি দেখলো দূরে সামনে "রাস্তা বন্ধ"—এর সাইন বোর্ড ঝুলছে। সড়কের মেরামত হচ্ছিল আর সড়ক বন্ধ করার জন্য বড় বড় ভারী ড্রামের উপর কাঠের খুটি পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। মাঝখানে 'রাস্তাবন্ধ' এর বোর্ড আর একটি হারিকেন ঝুলছে।

"জনি, জনি।" লিলি চিৎকার করে উঠে। কিন্তু জনি গাড়ীর গতি কমায়নি। এবার 'রাস্তা বন্ধ'র বোর্ড ক্রমশঃ তার দিকে ঘনিয়ে আসছে আর লিলি চিৎকার করে চোখ বন্ধ করে।

সত্তর মাইল স্পীডের 'রাস্তাবন্ধ'র প্রতিবন্ধকতার সাথে ধাক্কা খেয়ে বিশ ফুট উপরে লাফিয়ে উঠে জনির গাড়ী, আর ধুলা উড়িয়ে আবার নিচে ধপাস করে পড়ে। কিন্তু এবারও জনি তাল সামলিয়ে নেয় আর অপারের কাচা রাস্তা দিয়ে চালিয়ে এগিয়ে যায়।

আশা প্রশ্ন করে, জনি কি পাগল হয়ে গেছে?

অমরও কাঁচা রাস্তায় গিয়ে হাজির। বলল, সে পাগল ছিলনা। কিন্তু চার লাখ টাকা তাকে পাগল করে দিয়েছে।

আশা প্রথমে অমরের দিকে তারপর মোটরের আয়নায় মুখ দেখে বলল, "টাকা সকলকে পাগল করে। আবার বাইরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠে, অমর ওকে থামাও। সে প্রাণ দিয়ে দেবে। জনি, থামো, জান দিওনা।"

অমরও গাড়ী জানালা দিয়ে মুখ বের করে চিৎকার উঠে, থাম, থাম জনি, পাগল হয়োনা।

BanglaBook.org

লিলি এদের ডাক শুনে জনিকে বলল, জনি গাড়ী থামাও, ওরা তোমার সাথে কথা বলতে চায়।

জনি উত্তর দিল, জানি, ওরা কি বলতে চায়। আবার গাড়ীর আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিয়ে হতাশায় সুরে বলল, সে আমাকে ফাঁসী কাষ্ঠে চড়াতে চায়।

ফাঁসি? লিলির কণ্ঠে বিস্ময়। "তবে কি তুমি কাউকে খুন করেছ?"

জনি সামনে তাকায় আর বিষন্ন সুরে জবাব দেয়, "আমি জানিনা লিলি। আমাকে কে খুন করেছে, আমি কাকে খুন করেছি।"

জনি তো দার্শনিক নয়। মনস্তত্বে দক্ষ নয়। সে সমাজতন্ত্র আর ধনতন্ত্রের পার্থক্য পড়াশুনা করেনি। কিন্তু এই সংকট মুহূর্তে সত্তর মাইল বেগে চলন্ত গাড়ীতে সে জীবন ও মৃত্যুর রাস্তা গাড়ি দিচ্ছে। সে দেখছে, ফুটপাতে হাজারো গৃহহীন, আশ্রয়হীন লোক শুয়ে আছে। আর সড়কের অন্যদিকে উঁচুতে মার্কিন ছবির পোষ্টার লাগানো। সারা জীবন এগুলো দেখে দেখে জনি জীবনের গতি শিখেছে। দ্রুতগতি, রোমাঞ্চকর, জাকজমক। উন্নতমানের জীবন ব্যবস্থা, যেটা চুরি করে হোক, ডাকাতি করে হোক, সে অর্জন করতে শিখেছে।

সে ভাবে কি আশ্চর্য মিল দু'টি চিত্রে। একদিকে ফুটপাতে দারিদ্র্য পীড়িত গৃহহীন আশ্রয়হীন মানুষ মোর্দার মতো পড়ে আছে, অন্যদিকে উঁচু বোর্ডে উলংগ মেয়েদের ছবি—এক হাতে মদের বোতল অন্য হাতে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার সারাজীবন এই নীচতলা থেকে উপরে উঠার সংগ্রাম চলেছে। একটা পোষ্টারে লিখা ছিল, একটি আমন্ত্রণ, একটি ঘোষণা, একটি দৃশ্য—আত্মহত্যার জন্য আমন্ত্রণ। খুন করার আমন্ত্রণ।

এখন খুনের নেশা জনির মাথায় চেপেছে, "আমি জানিনা, আমি কাকে 'খুন করেছি, আর কে কাকে খুন করেছে।"

এই দৃশ্য দেখছে আর ভাবছে। কিন্তু তার হাত গাড়ীর ষ্টিয়ারিং এ ঢিলা হয়ে পড়েছে। পা এক্সেলেটারে, কিন্তু গাড়ীর গতি কমেনি। এখন সে আর মোটর একাকার হয়ে গেছে। মোটরের প্রচণ্ড গতি তার শিরায় শিরায় যেন প্রবাহিত। এখন তার বেপরওয়াপনা, জীবন বাঁচানোর জন্য জীবনের বাজী রাখা, সবকিছু যেন গাড়ীতে কেন্দ্রীভূত।

এবার সে শহর থেকে বেরিয়ে বান্দ্রার হাইওয়ের দিকে যাচ্ছিল। ভোর হওয়ার আগে চারিদিকে যে গোধূলির অন্ধকার—তার মাঝে জনির গাড়ীর লাইট অন্ধকার

BanglaBook.org

ভেদ করে চলে যাচ্ছে। সত্তরমাইল বেগে গাড়ী চলছে আর আবছা অন্ধকারে জনি জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। কে তার জন্মদাতা সে জানেনা। যেই হোক তার বাবা, সেই একমাত্র বলতে পারে তার আসল নাম কি?

যমুনা দাস?

জামাল উদ্দীন?

জমসেদ জী?

জনি?

জনি পাশে দেখল, লিলি ভয়ে কুকড়ে চুপ হয়ে গেছে। অবশ্য তাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। যদি দু'জনে গ্রামের কোন ছোট বাড়ীতে একত্রে থাকতে পারতো কি মজা হতো। কোন ছোট খাট কাজ করতো আর তাদের দুগ্ধপোষ্য শিশু থাকতো। লিলিকে মনে হল যেন সাদা ধোঁয়ার কাফন পরে আছে। অন্ধকার চিরে তার গাড়ীর দু'টি লাইটের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—দূরে মনে হল ধোঁয়ার ফাঁসির রজ্জু ক্রমশঃ তারদিকে এগিয়ে আসছে।

ডেড্সিটি। রোজী ভাবে। শহর মৃত সেও মরে গেছে। সড়কের বাতিগুলো যেন ভুতের চোখ—গোরস্থানের আতংক ছড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সামনে কি এল? আলোময় দু'টি বিরাটকায় হাতের আঙ্গুল ...... না না রোজীভাবে এটা গাড়ীর বাতি নয় যেন রাতের বাহু তাকে নরম আলিংগনে নেশার জন্য এগিয়ে আসছে। এই আলিংগণের বাহুতে তার জীবন, মৃত্যু আর মুক্তি নিহিত। সে হাত বাড়িয়ে বলল, "রাত আমাকে তোমার বুকে তুলে নাও।"

জনি আবছা অন্ধকারে রোজীকে গাড়ীর সামনে আসতে দেখে হঠাৎ গাড়ীর ব্রেক কষে সর্বশক্তি দিয়ে। মনে হল, যেন সেই মুহূর্তে আকাশের চাঁদ ও সকল নক্ষত্র পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেয়েছে। আর সমগ্র সৃষ্টি যেন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

# নতুন আলো

মোটর গাড়ীর কাঁচ সড়কের চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। মোটর সড়ক ছেড়ে ফুটপাতের উপর গিয়ে উঠে একটি বৈদ্যুতিক খামের সাথে ধাক্কা খেয়ে দুমড়ে পড়ে আছে। গাড়ীর দু'টি চাকা মাটির উপর আর দু'টি চাকা আকাশের দিকে ঝুলছিল। একটি চাকা তখনও ঘুরছিল। আর সেই চাকার পাশ দিয়ে ফোটা ফোটা রক্ত গড়িয়ে ফুটপাতে এসে পড়ছে।

রক্তের ফোটাগুলো রোজীর লাশের বাইরে এসে মাটিতে পড়ছে। মৃত্যুর পরও তার চেহারায় নিষ্পাপ রূপ ফুটে উঠেছে, যেন হাসছে। কিছু দুরে লিলির লাশ পড়েছিল। তার সুন্দর চোখে মুখে তখনও উদ্বেগের ছাপ বিদ্যমান। হয়তো মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে জানতে পারেনি কি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে।

জনির লাশের চারিদিকে একশ ও হাজার টাকার নোট, কাঁদা ও রক্তের সাথে মিশে লুটিপুটি খাচ্ছে—ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। তার ঠোটেও বিচিত্র বিপন্ন হাসি লেগেছিল যেন সে বলতে চাইছে, বীনার তার তো একদিন ছিড়ে যেতো কিন্তু এতে আনন্দই কি কম পেয়েছি।

অমর, আশা, পুলিশ ইনসপেক্টার এবং সাব ইনসপেক্টার সকলে লাশের তদারক করে আর খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে। ভাবছিল কারও দেহে প্রাণ আছে কিনা? কিন্তু না তিনজনেই মৃত, কেউ বেঁচে নেই।

এই তিনজনের লাশ আর লাশ ঘরে পড়ে থাকা সেবকরামের লাশ। এদের কথা মনে করে অমর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, মাত্র চার লাখ টাকার জন্য চারটা মূল্যবান জীবন বিনষ্ট হল।

পুলিশ ইনসপেক্টার মাথা নড়ে সম্মতি জানায়। কিন্তু বলল, আসলে জনি বুড়োকে হত্যা করেনি। সেতো শুধু টাকা চুরি করেছিল।

"কিন্তু সে নিজে আমাকে বলেছে, বিমানে অন্ধকারে টাকার জন্য বুড়োকে গলা টিপে হত্যা করেছে।" অমর বলল।

BanglaBook.org

সাব ইনসপেক্টার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলল, পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী জানা গেছে, বুড়ো গলাটিপার আগেই মারা গেছে।

এবার পুলিশ ইনসপেক্টার, সাব ইনসপক্টার এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে চলে যায়। লাশের পাশে শুধু থাকলো আশা আর অমর।

কর্দমাক্ত পুত দুর্গন্ধময় নালায় পড়ে থাকা জনির লাশ আর নোটের দিকে তাকিয়ে তার অতীত জীবনের চিত্র ফুটে উঠে।

আশা নীরবে ব্যাগ খুলে, সেখান থেকে দু'টি খাম বের করে। খাম দু'টিতে অমর আর মিসেস অমরের নামে সেট ডালিরিয়ার দেয়া লন্ডন, প্যারিস ও নিউইয়র্কের যাতায়াতের বিমানের টিকেট ছিল। খাম দু'টিতে তাদের আরাম আয়াসের জীবনের পরওয়ানা ছিল।

আশা খাম দু'টি অমরের হাতে তুলে দেয়। অমর খাম দুটির দিকে তাকায় আবার জনির লাশের দিকে আর ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা নোটগুলোর দিকে। অমর আবার খাম দু'টি আশার হাতে ফিরিয়ে দেয়। আশাকেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আশা খামের ভেতর থেকে টিকেট দু'টি বের করে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলে দেয়। আর টুকরোগুলো বাতাসে উড়ে গিয়ে ছড়িয়ে থাকা নোটগুলোর মাঝে পড়ে।

অমর বলল, "চলো আশা।"

"কোথায়?"

"যেখানে আমার বন্ধুরা অপেক্ষা করছে। আজ আটটায় শেঠ ডালিরিয়ার লোকজন বস্তিবাসিদের উচ্ছেদের জন্য এলে আমাদের ক্যামেরায় তাদের নির্যাতনের ছবি তোলা হবে।"

অন্ধকার ভেদ করে তখন পুর্বদিকে আকাশে সূর্য উদিত হচ্ছে। আশা আর অমর হাতে হাত ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যায়, যেন ওরা তাদের ভবিষ্যত জীবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

# আত্মকথা থেকে

পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমি 'শরকশী' (বিদ্রোহ) শিরোনামে একটি উর্দু ছোট গল্প লিখেছিলাম। গল্পের বিষয়বস্তু ছিল একজন মুসলিম তরুণী তার পরিবারের উগ্র গোঁড়ামীতে অতিষ্ঠ হয়ে একজন হিন্দু তরুণকে বিয়ে করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। গল্পটি প্রকাশের পর দিল্লীর সাময়িকী সম্পাদক ও আমি নানা হুমকিমূলক পত্র পেতে থাকি। তাঁদের বক্তব্য হল আমি গল্পে একজন মুসলিম তরুণীকে কাফের হিন্দু ছেলের সংগে বিয়ে দিয়ে ইসলামের প্রতি মারাত্মক আঘাত হেনেছি। পরিশেষে উক্ত উর্দু সাময়িকীর সম্পাদক ক্ষমা প্রার্থনা করে সম্পাদকীয় লিখে জান বাঁচান, আর আমার কাছ থেকে কোনদিন লেখা চেয়ে পাঠাননি। এই ঘটনার পর লাহোরের একটি উর্দু দৈনিকে আমার 'বারো ঘণ্টা' গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পটি হিন্দু বিদ্বেষী বলে দারুণ সমালোচনার সম্মুখীন হয়। 'বারো ঘণ্টা' গল্পের বিষয়বস্তু হল, একজন আদর্শবাদী তরুণী দীর্ঘ বিশ বছর জেল খেটে একরাতের জন্য মুক্তি প্রাপ্ত জনপ্রিয় বিপ্লবী নেতাকে দেহদান করে। মেয়েটি স্বেচ্ছায় উক্ত নেতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, যেহেতু সেও বিপ্লবী আদর্শে দীক্ষিতদের একজন। গল্পের নায়িকার নাম ছিল 'বীণা'। সমালোচক আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে লিখেছেন, 'অতএব হিন্দু তরুণ সমাজের চরিত্র হননই এই গল্পের মূল লক্ষ্য।'

সবশেষে আমার রচিত 'সর্দারজী' গল্পের জন্য শিখদের মাঝে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তাদের বক্তব্য হল, এই গল্পে শিখগোত্রকে অবমাননা করা হয়েছে। আসলে আমার গল্পের উদ্দেশ্য ছিল শিখদের সাহসিকতা ও মানবিকতাকে তুলে ধরা, যারা জীবন বিপন্ন করে প্রতিবেশী মুসলমানদের জীবন রক্ষা করেছে। আসলে 'সর্দারজী' গল্পটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। আমার পরিবারের লোকজন এই ঘটনার শিকার হয়েছিল। গল্পটি আমি শ্রীনগরে বসেই লিখেছি। পরদিন আমি শিল্পী ও লেখকদের এক সমাবেশে গল্পটি পড়ে শোনাই। সেখানে তিনজন শিখও উপস্থিত ছিলেন। এরপর তাড়াহুড়া করে গল্পটি ছাপতে দিইনি। আমি ঘড়ি

BanglaBook.org

প্রস্তুতকারকদের মতো জুয়েল লাগিয়ে গল্পটি সঠিক ও মার্জিত করে তৈরি করি। আমি কখনও টাকার জন্য লিখিনা, অবশ্য লিখলে কিছু সুখ মিলে। আমি ফ্রিলেন্স সাংবাদিকতা ও ছবির জন্য কাহিনী লিখে জীবিকা নির্বাহ করি। আমি যে গল্প লিখি তা সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদেই লিখি। আমি গল্পের তাগিদেই গল্প লিখি, অন্য কোন কারণে নয়। তাই দীর্ঘ চল্লিশ বছরে আমার লিখিত গল্পের সংখ্যা শতাধিক মাত্র। অর্থাৎ সাহিত্য জীবনে বছরে আমি মাত্র তিনটিরও কম গল্প রচনা করেছি।

'সর্দারজী' গল্পটি লেখার পর আমি বন্ধুবর লেখক রাজেন্দ্র সিং বেদীর পরামর্শ নিই লেখাটি কেমন হলো। বেদী লেখাটি পাকিস্তানের উর্দু সাময়িকী আদব-ই-লতিফ এ পাঠানোর পরামর্শ দেন। কারণ উক্ত সাময়িকীতে কৃষণ চন্দর, ম্যান্টো এবং ইসমত চুগতাইও নিয়মিত লিখে থাকেন। তাছাড়া গল্পের মূল নায়ক শেখ বোরহানউদ্দীনের জবানীতে শিখ সম্পর্কে কিছু কড়া মন্তব্যও বেদীর নির্দেশে গল্প থেকে বাদ দিই। দিল্লীতে ফিরে এসে কৃষণ চন্দরের সাথে গল্পটি নিয়ে আলোচনা করি। গল্পটি লাহোরের উর্দু ম্যাগাজিন 'আদব-ই-লতিফ' ও এলাহাবাদের হিন্দী ম্যাগাজিন 'মায়া'তে হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এতে লেখক হিসেবে আমি আনন্দিত. কারণ আমার লেখা পাকিস্তান ও ভারত দু'দেশেই প্রকাশিত হয়েছে। 'মায়া'তে উর্দু গল্পের হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। বহু হিন্দু ও শিখ পাঠকদের কাছ থেকে ধন্যবাদসূচক চিঠি পাই 'সর্দারজী' গল্পের জন্য। অবশ্য গোড়া শিখ ও মুসলমানদের কাছে সর্দারজী গল্প পছন্দ হয়নি।

পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন সংবাদপত্রে 'সর্দারজী' গল্পের তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং 'আদব-ই-লতিফ' সাময়িকীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। এমনকি অনেক শিখ গুরুদ্বাওয়ারায় সর্দারজী গল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে, যাতে শুধু আমার গল্পের প্রথম ভাগ পড়া হয়। শেষের অংশ পঠিত হয়নি। 'গল্পটি' আমি একজন শিখ বন্ধুকে পড়তে দিই, এবং বলেছি পুরো গল্পটি গুরু দ্বাওয়ারায় গিয়ে পড়ে শুনানোর জন্য, যেন ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়।

করাচীর উর্দু দৈনিক 'আনজাম' উর্দু সাময়িকী 'আদব-ই-লতিফ'-এর প্রকাশকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। উক্ত দৈনিকে আমাকে পাকিস্তান বিরোধী বলে তিরস্কার করা হয়। অন্যদিকে দিল্লীর উর্দু দৈনিক 'আনজাম'-

BanglaBook.org

এ সম্পাদকীয় নিবন্ধে আমাকে মুসলিম বিরোধী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল ইত্যাদি বলে গালাগাল দেয়া হয়। তখন আমি কাশ্মীরে ছিলাম। সেখান থেকে বোম্বে ফিরে এসে আমি উক্ত সম্পাদকদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দিলে পত্রিকায় দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চাওয়া হয়। তাছাড়া আমি শিরোমনি গুরুদ্বাওয়ারার সভাপতির কাছে এ ব্যাপারে পত্র লিখি। ইংরেজীতে লেখা এই চিঠির কপি যুক্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য নেতাদের কাছেও পাঠিয়ে দিই।

উক্ত পত্রে আমি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিই, 'সর্দারজী' কোন নিবন্ধ নয়, গল্প। এর চরিত্রগুলো কাল্পনিক। এতে শিখদের অবমাননা করা হয়নি বরং সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলমানদের মনে শিখদের সম্পর্কে যে গোড়ামী রয়েছে তাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। আমি সাম্প্রদায়িক নই তবে পাকিস্তান পরিকল্পনার বিরোধী। শিখদের সম্পর্কে আমার মনে কোন গোড়ামো বা কুসংস্কার নেই। অনেক শিখ আমার কমরেড ও বন্ধু। এরপর আমি 'ব্লিৎজ'-এর লাস্টপেজ-এ 'সর্দারজী' সম্পর্কে আমার অ-সাম্প্রদায়িক মন্তব্য খোলাখুলি ভাবে পেশ করি। আমার ধারণা এর ফলে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হয়েছে। হিন্দী দৈনিক সৈনিক ও দি লিবারেটর-এ আমার স্বপক্ষে জোরালো ভাষায় বক্তব্য রাখা হয়। প্রগতিশীল হিন্দু ও শিখেরা আমার গল্পের প্রশংসা করে। কিন্তু আমলাতন্ত্রের কাজ হয় ধীরে ধীরে। অবশেষে এলাহাবাদের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী আনসারীর কোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়। ১৯৪৮ সালের ২৫শে অক্টোবর আমাকে কোর্টে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়ে সমন জারী করা হয়।

এলাহাবাদের উর্দু ও হিন্দী লেখকরা, যারা অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল, কম্যুনিস্ট ও অকম্যুনিস্ট সকলেই এই মামলায় আমাকে সমর্থনদানে এগিয়ে আসেন। পিপলস থিয়েটারের দাঙ্গাবিরোধী নাটক 'তোফান সে পহেলে' নিয়ে মামলা, পুলিশ, আদালত ইত্যাদি সম্পর্কে এলাহাবাদের লেখকদের অভিজ্ঞতা ছিল। তাছাড়া আমি এলাহাবাদ পৌছার আগেই সেখানকার লেখক বুদ্ধিজীবিদের দু'টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে 'সর্দারজী গল্পটি পড়ে শুনানো হয় এবং সকলের মাঝে শুভ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ইত্যবসরে ৪০ জন লেখক ও সাংবাদিক আমার সমর্থনে সংবাদপত্রে বিবৃতি দান করে। বিবৃতিদানকারীরা ভারতের সকল লেখকের প্রতি

BanglaBook.org

খাজা আহমদ আব্বাসের পাশে এসে দাঁড়ানোর এবং সৃজনশীল সাহিত্যকে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধদের হাতে গলা টিপে হত্যাকে প্রতিরোধ করার আহ্বান জানানো হয়।

যুক্ত প্রদেশে গভর্নর ছিলেন সরোজিনী নাইডু। আমি লাখনৌ সফল করি। তিনি আমাকে রাজভবনে চায়ের আমন্ত্রণ জানান। সর্দারজী গল্প সম্পর্কে তার মন্তব্য হল বর্তমান সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার মাঝে জনগণ যেখানে নির্বোধ সে সময় এ ধরনের গল্প লেখা বোকামীর নামান্তর। এলাহাবাদে ফিরে এসে দেখি কাজমী সাহেবের বাংলোতে সাদা পোশাকে সি আই ডির লোকজন। তাদের জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারি লাট সাহেবের (সরোজিনী নাইডু) নির্দেশে আমার নিরাপত্তার জন্য এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

অবশ্য 'সর্দারজী' গল্পের মামলা দু'সপ্তাহ চলেছিল। ঝাঁসীর সরদারজী মামলা দায়ের করেছিলেন, আমার সাথে আলাপের পর মামলা প্রত্যাহার করে নেন। তিনি গল্পের মর্মার্থ আমার কাছে শুনে আমাকে কোলাকুলি করেন এবং তক্ষুনি মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

খুশবন্ত সিং পাঞ্জাবী ছোট গল্পের একটি ইংরেজী সংকলন অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। এতে আমার 'সর্দারজী' গল্পটির শিরোনাম পরিবর্তিত করে 'শেখ বোরহানউদ্দীনের মৃত্যু' নামে অন্তর্ভুক্ত করেন। খুশবন্ত হয়তো মনে করেছিলেন, আমার উর্দুতে লেখা বিতর্কিত 'সরদারজী' গল্পটি ছাড়া যে কোন পাঞ্জাবী ছোট গল্প সংকলন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

॥ সমাপ্ত ॥

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org